Contents

তৃতীয় বর্ষ

৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

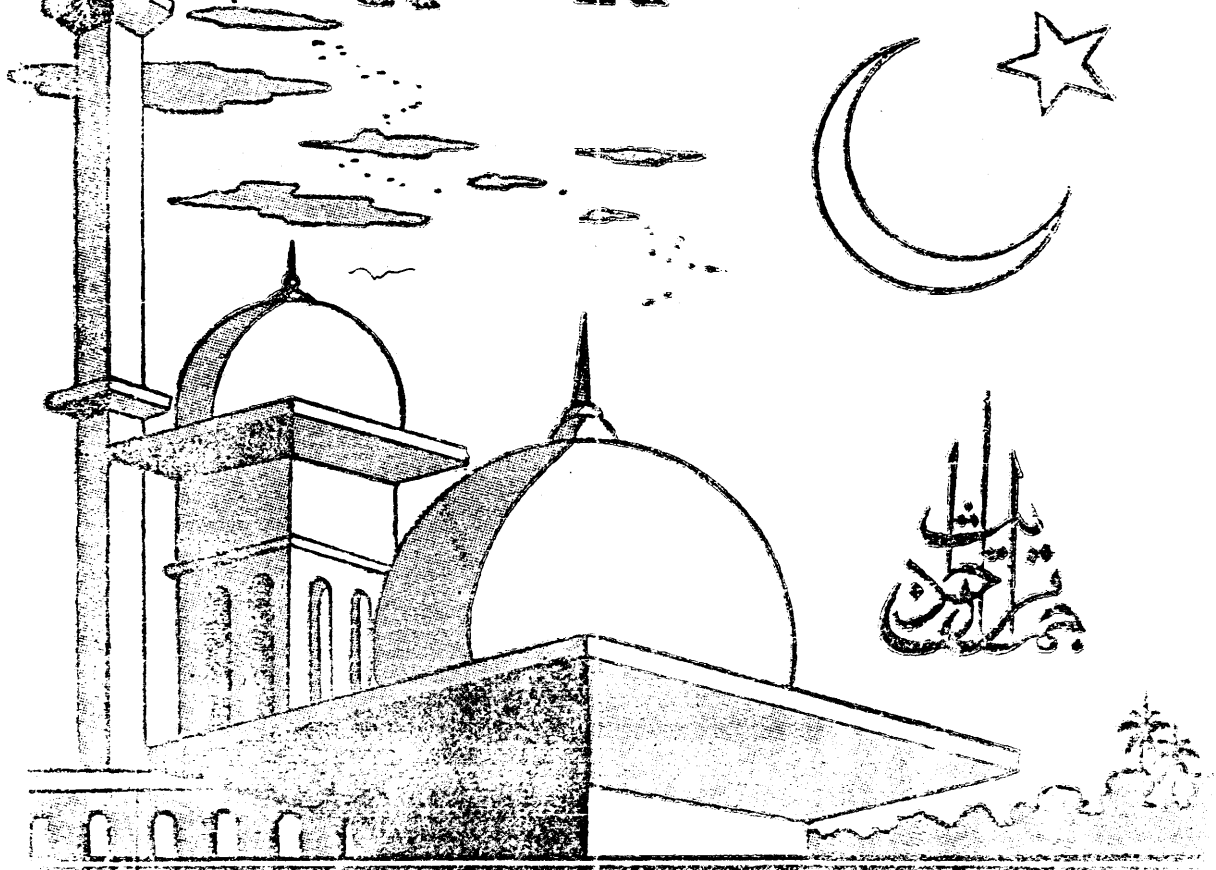

সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীছ

তৃতীয় বর্ষ—পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা

রজবুল মুরাজ্জব ও শা'বানুল মুকার্‌রম—১৩৭১ হিঃ।

চৈত্র, বৈশাখ ও জৈষ্ঠ—১৩৫৮-৫৯ বাং।

বিষয়সূচী

	বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১।	ছুরত্‌ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর ...	... ...	... ১৭৭
২।	ইক্‌বাল স্মরণে (কবিতা) ...	কাজী গোলাম আহমদ	... ১৮৫
৩।	রবীন্দ্র সাহিত্য ও মুছলমান সমাজ ..	মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার	... ১৮৬
৪।	ইছ্‌লাম ও নারী সমাজ ...	মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি, এ, বি, টি ...	... ১৯০
৫।	জাতীয় ভাষার ফর্‌মূলা ...	রাগিব আহ্‌ছান, এম, এ	... ২০০
৬।	যকাতুল ফিত্‌র—ছার ওজন ...	... ...	... ২০৯
৭।	রূপায়ণ (কবিতা) ...	আতাউল হক তালুকদার	... ২২০
৮।	হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব ...	... ...	... ২২১
৯।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর :		
	শরীঅত ও তরীকত ...	... ...	... ২২৯
	ঈদায়নে দুই খুৎবা ...	... .	... ২৩২
	নাজায়েয মছ্‌জিদ ...	... ...	... ২৩৬
১০।	সাময়িক প্রসংগ (সম্পাদকীয়) ...	... ...	... ২৫৮

আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরাজীতে

সুন্দর, নিখুঁত ও ঝকঝকে

ছাপার জন্য

আল্‌হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসের স্মরণ করুন।

মফস্বলের অর্ডার সযত্নে সরবরাহ করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

পবিত্র রামাযান সমাগমে

নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লেহাদীছের আবেদন।

বেরাদারানে ইছ্লাম,

আছ্ছালামো আলায়কুম ওয়া রহ্মতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু —

কোন আদর্শের সফলতা প্রকৃতপক্ষে উহার সঠিক ও সযত্ন প্রচারণা এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। অতীতে ইছ্লামী-নীতির সাফল্য এই দ্বিবিধ উপায়েই সাধিত হইয়াছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং যেরূপ শেষনবী, তাঁহার প্রচারিত ইছলামও সেইরূপ মানবজাতির সর্বশেষ জীবন-ধর্ম। ইছ্লামের তব্লীগ ও ইকামতের জন্য প্রলয়কাল পর্যন্ত আর কোন নূতন নবীর অভ্যুদয় ঘটিবেনা, এই মহান ও গুরুদায়িত্বভার মুছ্লিম জাতির স্কন্ধেই অর্পণ করা হইয়াছে। যেদিন হইতে তাঁহারা কুফ্র ও নীতি-হীনতার মুকাবিলায় ইছ্লামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কার্যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইছ্লামের ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হইয়াছে। তওহিদ ও ছুন্নতে-খালিছার পরিবর্তে নাস্তিকতা, শির্ক ও বিদ্-আত এবং বিজাতীয় জীবনদর্শন ইছ্লামের পবিত্র গৃহকে কলুষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিরীশ্বর-বাদী ও বহুঈশ্বরবাদী দৃষ্টিভংগী শনৈ শনৈ ইছলামের স্থান অধিকার করিয়া চলিয়াছে।

কোরআন ও হাদীছেরই অপর নাম ইছলাম। সুতরাং ইছলামী জীবন-দর্শনকে জয়যুক্ত করিতে হইলে কোরআন ও হাদীছের অবিমিশ্র আদর্শ ও শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিপুল ও ব্যাপক প্রচার অত্যাবশ্যক। ইছলামের নাম করিয়া যে সকল গয়ের-ইছলামী ভাবধারা ও মতবাদ মুছলমানদের আকীদা, সমাজ, তমদ্দুন, রাষ্ট্র ও তহ্যীবকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, কোরআন ও ছুন্নাহর নিষ্কাশিত তল্ওয়ার লইয়া সেগুলির প্রতিরোধ করিতে হইবে।

নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহলে হাদীছ আল্লাহর পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই গুরুভার বহন করার জন্য মাথা পাতিয়া দিয়াছে। পাকিস্তান কায়েম হইবার অব্যবহিত কাল পর হইতে এই প্রতিষ্ঠান শির্ক, বিদ্আত, নাস্তিকতা, অনৈছলামিক জীবন-পদ্ধতি

www.ahlehadeethbd.org

এবং সর্ববিধ শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে নবোদ্যমে কলম ও যবানের জিহাদ চালাইয়া আসিতেছে। দওলতে-পাকিস্তান যাহাতে সত্যিকার ইছলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, মুছলমানগণ যাহাতে সর্বপ্রকার দলগত, ভৌগলিক এবং ভাষাগত বিদ্বেষ ও পার্থক্য ভুলিয়াগিয়া এক ও অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদীয়া (দঃ) রূপে সংগঠিত ও সংহত হইতে পারেন, তজ্জন্য এই জমঈয়ত গোড়াগুড়ি হইতে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও অর্থ নৈতিক অত্যাধুনিক জটিল প্রশ্নাবলীর আল্লাহর কিতাব ও রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের তুলাদণ্ড লইয়া বিচার ও মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। লিখনীর জিহাদ পরিচালনা করার জন্য আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র স্বরূপ তিনবৎসর কাল হইতে মাসিক তর্জুমানুল-হাদীছ প্রকাশিত হইতেছে এবং সংগে সংগে আরও বিভিন্ন পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশলাভ করিতেছে। জমঈয়তের উদ্যোগে বৎসরাধিক কাল হইতে কোরআন প্রচারের পবিত্র উদ্দেশ্য লইয়া সাপ্তাহিক কোরআন ক্লাস পরিচালিত হইতেছে। আর্থিক অসুবিধা দূর করিতে পারিলে এই ক্লাসটীকে প্রাত্যহিক করার এবং একটী দারুল হাদীছ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে পাঁচজন অবৈতনিক ও সবেতন প্রচারক জমঈয়তের প্রচার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। রাষ্ট্রের সামরিক আয়োজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করাইবার জন্য মৌখিক প্রচার ব্যতীত জমঈয়ত তাহার মুখপত্রের সাহায্যে এবং নিজ অর্থ ব্যয়ে হাজার হাজার বিজ্ঞপ্তিপত্র মুদ্রিত করিয়া পূর্বপাকিস্তানের সর্বত্র প্রচার কার্য চালাইয়াছে।

কিতাব ও ছুন্নাহর তবলীগের এই প্রতিষ্ঠানটী পরিচালিত করিতে বর্তমানে বার্ষিক অন্যূন পনের হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে। মাসিক তর্জুমানের গ্রাহকের চাঁদা হইতে এই বিপুল ব্যয়ের মাত্র আংশিক পূরণ হয় অথচ জমঈয়তের সম্মুখে যে বিরাট কর্মতালিকা রহিয়াছে, এপর্যন্ত তাহার বৃহত্তম অংশই অপূর্ণ রহিয়াছে।

রামাযানুল মুবারকের এক সমৃদ্ধিসম্পন্না মহারজনীতে মহাগ্রন্থ কোরআন জীবনপথের আলোক-বর্তিকা স্বরূপ এই বসুন্ধরায় নাযিল হইয়াছিল, তাই রামাযানের শুভ সমাগমে কোরআন ও উহার ব্যাখ্যারূপী হাদীছের এই তব্‌লীগি প্রতিষ্ঠানটীকে বাঁচাইয়া রাখার ও উহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য আমরা ইছ্‌লামী আদর্শের প্রতি বিশ্বাসপরায়ণ মুছ্‌লিম ভ্রাতৃবর্গকে আর্থিক সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করার জন্য আহ্বান করিতেছি।

ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, পবিত্র কোরআনে ছদকাতের মধ্য হইতে আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠা সাধন কল্পে ব্যয় করার নির্দেশ রহিয়াছে, ইছ্‌লামের পথে আকর্ষণ করার কার্যের জন্যও ছদকাতের ভিতর অংশ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইছ্‌লামের পুনরুজ্জীবন সাধন ও তবলীগের জন্য যে অংশ শরীঅতে নির্ধারিত রহিয়াছে, জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ্‌কে তাহা প্রদান করা যে অবশ্যকর্তব্য, রংপুর ও রাজশাহীর আহ্‌লেহাদীছ কন্‌ফারেন্স সমূহে প্রত্যেক জিলার উলামা, পীরছাহেবান, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এবং সমবেত জনসাধারণ তাহা সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিখিল বংগ ও আসাম জঈমিয়তে আহ্‌লে হাদীছের জন্য যাকাত, ফিৎরা উশর প্রভৃতির শিকি অংশ নির্ধারিত করিয়াছেন।

www.ahlehadeethbd.org

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সমুদয় টাকা কড়ি সরাসরি ভাবে নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লে-হাদীছের সেক্রেটারীর নামে সদর দফ্তর—পোষ্ট ও জিলা পাবনা ঠিকানায় মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করা কর্তব্য। অথবা জম্ঈয়তের শীল মোহর যুক্ত মুদ্রিত রসিদ গ্রহণ করিয়া আদায়কারীগণের হস্তেও টাকা দেওয়া যাইতে পারে। সমুদয় আয়ব্যয়ের হিসাব কার্যকরী সংসদে মনযুর হইবার পর তর্জুমানুলহাদীছে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়। **জম্ঈয়তের নম্বর ও শীলমোহর যুক্ত নিজস্ব রসিদ ছাড়া** কাহারও হস্তে টাকা কড়ি প্রদান করিলে তজ্জন্য জম্ঈয়ত কোন ক্রমেই দায়ী হইবেনা। ওয়াছ্ছালাম, ১২ই শা'বানুল মুকার্রম ১৩৭১ হিঃ।

দাঈয়ানে ইলাল্ খয়ের

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী (দিনাজ
„ আবদুল্লাহ্ ছালেককুড়ী
„ আবদুল মান্নান—আট্রাই
„ আবদুল কাদের—উদয়ধুল
মোহাম্মদ হুছয়ন বাসুদেবপুর (রাজশাহী)
„ আব্বাছ আলী, হাঁসমারী
„ আবদুল হামিদ এম, এল, এ
„ আবদুল আযীম আযীমুদ্দীন আযহারী
„ যিয়ারতুল্লাহ (রংপুর)
„ আবদুর রযযাক
„ আবদুলবাকী আলমুহাজের
„ যিবরুদ্দীন
„ শাফাআতুল্লাহ
„ ওয়াক্কাছ (বগুড়া)
„ আব্দুছ্ ছালাম „
„ মুযাফ্ফর হুছয়ন „
„ আরিফ এম, এ, (ঢাকা)
„ কবীরুদ্দীন আহমদ রহমানী
„ রইছুদ্দীন মোল্লা (পাঁচগাঁও) ঢাকা
প্রফেসর হাছান আলী (পাবনা)
মোহাম্মদ আবুল কাছেম রহমানী

মোহাম্মদ আছীরুদ্দীন
„ তোরাব আলী
খবীরুদ্দীন আহমদ
„ হামেদ আলী সরদার
„ রিয়াযুদ্দীন
„ আবদুছ্ ছুবহান
„ আখ্তারুয্যমান
„ আলীমুদ্দীন
„ হাছান আলী বিশ্বাস
„ ইযিবর রহমান জোয়ার্দার
„ ইম্তিয়াজ আলী
„ আবদুল করিম
„ আকবর আলী খান
„ মোহাম্মদ আলী
„ আবদুল মান্নান আলআযহারী (খুলনা)
„ আফ্ছারুদ্দীন আহমদ (কুষ্টিয়া)
„ আহমদ আলী (খুলনা)
„ মতীউর রহমান
„ আবদুছ্ ছালাম
„ আবদুর রযযাক (ফরিদপুর)
„ মুমতায আহমদ বি, এ (যশোহর)
„ যমীরুদ্দীন বল্লা.....] (ময়মনসিংহ)

মোহাম্ম রামাযান (সরিষাবাড়ী)
„ আবদুন্নুর, দেলদুয়ার
„ ইউছুফ, বালীঝুড়ি
কফীলুদ্দীন আহমদ, গুয়াডাংগা
„ আবদুল গণি, সরিষাবাড়ী
বাহাউদ্দীন আহমদ সাতপোয়া
„ আহ্ছানুল্লাহ (ত্রিপুরা)
„ ছলীমুদ্দীন, জগতপুর
(নিখিল বংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লে হাদীছ):
মোহাম্মদ মওলাবখ্শ নদ্ভী
আহমদ আলী মির্যা
যিল্লুর রহমান আন্ছারী
আবদুল ওয়াহেদ ছলফী
আবদুল হক হক্কানী
মোহাম্মদ যরাফত হুছইন
„ **আবদুর রহমান** বি, এ, বি, টি (সেক্রেটারী)
মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল্কোরায়শী, প্রেসিডেন্ট ও খাদেম, নিখিলবংগ ও আসাম জম্ঈয়তে আহ্লে হাদীছ, সদর দফ্তরঃ পাবনা।

☞ আল-হাদীছ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, পাবনা।

www.ahlehadeethbd.org

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের নূতন অমূল্য সম্পদ

ইছ্‌লামী রাজনীতির মহাসমুদ্র মন্থনের অমৃতময় ফল

বাংলা সাহিত্যের অভিনব অবদান —

মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল-কাফী

আল্‌কোরায়শী প্রণীত

১। পাকিস্তানের শাসন-সংবিধান

প্রকাশিত হইয়াছে

মূল্য—দুই টাকা চারি আনা মাত্র।

আরও পড়ুন—

গ্রন্থকারের কোর্‌আনী রাজনীতির অমর অবদান

২। ইছ্‌লামী শাসনতন্ত্রের সূত্র

মূল্য—১৲ টাকা মাত্র।

ইছ্‌লামের মূলমন্ত্র কলেমায় তৈয়েবার কোর্‌আনি ব্যাখ্যা এবং ইছ্‌লামী আকিদা, আদর্শ ও কর্ম্মযোগের প্রকৃত সন্ধান লাভের জন্য

৩। কলেমায় তৈয়েবা

মূল্য—১॥০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান ঃ— আলহাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,
পাবনা। (পূর্ব্ব পাকিস্তান)।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ | রজবুল্ মুরাজ্জব ও শা'বানুল মুকাররম ১৩৭১ হিঃ ও বাং চৈত্র ও বৈশাখ, ১৩৫৮—৫৯ | ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কোরআন মজীদের ভাষ্য

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(২২)

মোটের উপর পারলৌকিক জীবনে আস্থা নাথাকার দরুণ অবিশ্বাসীরা কৃতকর্মের হিছাব বা কর্মফল (দীন) মান্ত করিতনা। — انهم كانوا لايرجون حسابا — কোরআনের সাক্ষ্য, কাফেররা হিছাবের প্রত্যাশা রাখেনা,—আন্‌নবা : ২৭ আয়ত। পুনশ্চ যাহারা পুনর্জীবন ও পুনরুত্থানকে মান্ত করেনা, কোরআনের সাক্ষ্য যে, তাহারা — আল্লাহর নিদর্শন— اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم এবং তাঁহার সন্দর্শনকে তাহারা অস্বীকার করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের— কর্মসাধনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ,—আলকহফ, ১০৫।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফলকথা, কোরআন তওহীদের পরেই সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত জীবনে যে মতবাদ সর্বাপেক্ষা দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, তাহা এই পুনরুত্থানের বিশ্বাস। এই বিশ্বাস যাহাদের নাই, কর্মের ফল এবং জীবনের দায়িত্ব এবং সৃষ্টির চরমোদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহাদের ভিতর জাগ্রত হইতে পারে না। পুনর্জীবনের বিস্ময় এবং অস্বীকৃতি কোরআনে চতুর্বিধ পদ্ধতিতে খণ্ডন করা হইয়াছে,—

(ক) স্বয়ং ইহলোকেই মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইবার একাধিক দৃষ্টান্ত কোরআনে প্রদত্ত হইয়াছে। এই ঘটনাগুলি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ, উযয়র নবী এবং আছ্হাবে-কহফের গল্পে উল্লিখিত আছে। উল্লিখিত ঘটনাগুলির সাহায্যে প্রতিপাদিত করা—হইয়াছে যে, কতিপয় মানুষ অথবা পশুপক্ষী যখন মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হইতে পারে তখন নিখিল — বিশ্বের সমুদয় অধিবাসীর পক্ষেও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা কিছুই অসম্ভব নয়।

(খ) গ্রীষ্মকালে মৃত্তিকা বিশুষ্ক ও জীবনীশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িলেও বর্ষার স্পর্শ লাভ করার সংগে সংগে সরস ও সজীব হইয়া উঠে। এই রূপে নবজীবনের মহা বারিধারার ফলে মৃত্তিকায় মিশ্রিত এবং উহাতে প্রোথিত দেহাবিশেষগুলি বাহিরে—নিক্ষিপ্ত এবং পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইবে।

(গ) পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবার প্রধানতম কারণ এই যে, সৃষ্টিকর্তার অপার শক্তি ও মহিমা সম্পর্কে মানুষের ধারণা অতিশয় সীমাবদ্ধ। তাই কোরআনে বুঝান হইয়াছে যিনি উর্ধলোকের স্রষ্টা, পৃথিবীর নিয়ামক, যিনি আকাশ হইতে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করেন, যিনি মৃত পৃথিবীকে সুরম্য উদ্যানে পরিণত করিয়া থাকেন, যিনি পানির একটী বিন্দু হইতে বলদৃপ্ত, দৃঢ়কায়, শ্রোতা, দ্রষ্টা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন মানবকে সৃষ্টি করেন, তিনি বিধ্বস্ত মানবের দেহাংশকে অগ্নি, বায়ু, পানি, মৃত্তিকা, প্রস্তর, লৌহ, চুন বা হাইড্রোজেন হইতে উদ্ধার করিয়া পুনরায় পুনর্জীবিত করিতে — পারিবেননা কেন?

(ঘ) জীবনের এই বিরাট কারখানার কোন অস্তিত্বই ধরা পৃষ্ঠে ছিলনা, আল্লাহ উহাকে সৃষ্ট ও—বিদ্যমানিত করিয়াছেন, অতঃপর পুনরায় উহা বিধ্বস্ত ও অবলুপ্ত করিয়া দিবেন। যিনি উপাদান ও আদর্শ ব্যতিরেকেই এই কারখানা প্রথমবার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি দ্বিতীয়বার উহা সৃষ্টি, করিতে—পারিবেননা কেন? যে চিত্রকর প্রথম চিত্র অংকিত করিয়াছেন, তিনি কি দ্বিতীয়বার উহা আঁকিতে—পারিবেন না?

কোরআনের বর্ণিত প্রমাণ পদ্ধতিসমূহ অতঃপর পর্যায়ক্রমে আলোচিত হইবে।

উযয়র নবীর কাহিনী,

কোরআনের ছুরত-আলবাকারায় উক্ত হইয়াছে,—

او كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال انى يحى هذه الله بعد موتها ؟ فاماته الله مائة عام ثم بعثه - قال كم لبثت ؟ قال لبثت يوما او بعض يوم - قال : بل لبثت مائة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس ! وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ! فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شئ قدير-	অথবা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যিনি একটী জনপদ অতিক্রম করিলেন, উক্ত জনপদের গৃহ-গুলির ছাদ ভূপাতিত অবস্থায় ছিল। তিনি বলিলেন, কেমন— করিয়া আল্লাহ এই ভূখণ্ডকে উহার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করিবেন? অতঃপর — আল্লাহ উক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদান করিলেন— একশতাব্দী কাল — পর্যন্ত। তারপর — তাঁহাকে উত্থিত— করিলেন। বলিলেন, কতটা সময় তুমি—

অবস্থান করিলে? তিনি উত্তর করিলেন, একাদবস মাত্র অথবা তারও কম! বলিলেন, প্রকৃতপক্ষে তুমি একশত বৎসর অবস্থান করিয়াছিলে! তাকাইয়া দেখ তোমার ভোজ্য ও পানীয়, কিছুই পচিয়া যায় নাই, আরও তাকাইয়া দেখ তোমার গর্দভটীকে! এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে মানবসমাজের জন্য একটী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নিদর্শনে পরিণত করিব আর গর্দভের অস্থিগুলি—অবলোকন কর, কেমন করিয়া আমরা ওগুলি একত্রিভূত করি, অতঃপর ওগুলিকে গোশ্‌ত-বেষ্টিত করিয়া তুলি। যখন ইহা তাঁহার জন্ম দৃশ্যমান হইয়া পড়িল, তিনি বলিলেন আমি জানিলাম যে, নিশ্চয় আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তিমান— ২৫৯ আয়ত।

ছাহাবাগণের মধ্যে হয্‌রত আলী, ইব্‌নে—আব্বাছ, আব্দুল্লাহ বিনে ছল্লাম এবং তাবেয়ীগণের মধ্যে আক্‌রামা, কতাদা, ছুলায়মান, বুরয়দা ও—যহ্‌হাক প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মৃত্যুদান করার পর পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তিনি উযয়র নবী ছিলেন এবং যে নগরীর ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, প্রসিদ্ধতম রেওয়ায়ত সূত্রে উহা বয়তুল মক্‌দছ। †

হয্‌রত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহর ঘটনা,

উপরিউক্ত আয়তের পরেই কথিত হইয়াছে,—

وإذ قال ابراهيم رب ارنى كيف تحى الموتى ! قال اولم تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ! قال : فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم !

এবং যখন ইব্‌রাহীম বলিলেন, হে আমার প্রভু, আপনি কেমন করিয়া মৃতকে পুনর্জীবিত করেন, —আমাকে প্রদর্শন —করুন! আল্লাহ বলিলেন, হে ইব্‌রাহীম তুমি কি পুনরুত্থানকে বিশ্বাস করনা? —ইব্‌রাহীম বলিলেন, নিশ্চয় করি, কিন্তু আমি আমার হৃদয়ের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করিতে চাই! আল্লাহ বলিলেন, তাহাহইলে তুমি চারি প্রকার পাখী গ্রহণ কর এবং ওগুলিকে তোমার প্রতি উত্তমরূপে আকৃষ্ট কর, অতঃপর ওগুলির খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন পাহাড়ে রাখিয়া দাও, তারপর পাখীগুলিকে ডাক, উহারা দৌড়াইয়া তোমার কাছে চলিয়া আসিবে। এবং তুমি অবগত হও যে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

মুজাহিদ বলেন, হযরত ইব্‌রাহীম যে পাখী গুলিকে পোষ মানাইয়াছিলেন, সেগুলি হইতেছে ময়ূর, মোরগ, কাক ও কবুতর। কিন্তু হয্‌রত—ইব্‌রাহীম পাখী-গুলিকে মারিয়া যে খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন, আয়তে স্পষ্টভাবে তাহার উল্লেখ নাই, অথচ জীবন্ত পোষাপাখীগুলিকে বিভিন্ন পাহাড় হইতে শুধু উড়িয়া আসিতে দেখিয়া মৃতদেহের পুনর্জীবন প্রাপ্তি সম্বন্ধে খলীলুল্লাহর দৃঢ়প্রত্যয় লাভ হইল—কেমন করিয়া, তাহাও অনুভব করা মুশ্‌কিল। পাখীগুলিকে রূপক ভাবে আত্মা বলিয়া ধরিয়া লইলে সৃষ্টিকর্তার আহ্বান দ্বারা আত্মার সম্মেলন প্রমাণিত করা যাইতে পারে কিন্তু মৃত ও চূর্ণীকৃত দেহাংশ গুলির সম্মেলন ও পুনরুজ্জীবন তদ্বারা সাব্যস্ত হয়না। পক্ষান্তরে পোষাপাখীর উড়িয়া আসার ঘটনার ভিতর বিচিত্রতা এবং হযরত ইবরাহীমের বিশিষ্টতার কিছুই নাই। কেহ কেহ আয়তের অন্তর্ভুক্ত وقطعهن "এবং পাখীগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া কর্তিত কর" শব্দটী উহ্য মানিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কোরআনের বিভিন্ন আয়তে মওজুদ রহিয়াছে। ইব্‌নে আব্বাছ ছঈদ বিনে জুবয়র, হাছান বছ্‌রী ও মুজাহিদ প্রভৃতি আয়তে উল্লিখিত (صرهن) শব্দটীর অর্থ করিয়াছেন ওগুলিকে কর্তিত কর, কিন্তু এরূপ অবস্থায় ইলা অব্যয়পদের সার্থকতা বুঝা যায়না। অবশ্য—আয়তে কথিত "জুয্‌আন" শব্দদ্বারা টুকরা করার ইংগিত পাওয়া যায়। মোটের উপর আবুমুছ্‌লিম ইছ্‌ফিহানী ব্যতীত পূর্ব ও পরবর্তী সমুদয় তফ্‌ছীরকারগণ কর্তিত পাখীগুলির পুনর্জীবন প্রাপ্তি এবং দৌড়াইয়া আসা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মূল—প্রতিপাদ্য যাহা, তাহার সহিত তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা অধিকতর সুসমঞ্জস। †

গুহাবাসীদের ইতিবৃত্ত,

কোরআনে ইহারা "আছ্‌হাবে কহফ" নামে আখ্যাত। ইহাদের বর্ণনা প্রসংগে "আল্‌কহফ"—

† শওকানী, ফত্‌হুলকদীর (১) ২৫২ পৃঃ।

† তফ্‌ছীর কবীর (২) ৪৯৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নামে একটী ছুরত কোরআনে অবতীর্ণ হইয়াছে। ছাইনাই উপদ্বীপ এবং উকবা উপসাগরের সোজা উত্তরাঞ্চলে দুইটী পর্বত শ্রেণী সমান্তরাল ভাবে — চলিয়া গিয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের এক সমতল ভূমিতে তওরাতে কথিত রাকিম নগরী আরব — সীমান্ত হইতে মাত্র ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। রোমকরা যখন এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে, তখন রাকীম নগরী পেত্রা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। এই নগরীর কতিপয় যুবক প্রাচীন প্রতিমাপুজা পরিত্যাগ করিয়া যখন হযরত ঈছার প্রচারিত একত্ববাদে দীক্ষিত হন তখন তাঁহারা রাজরোষে পতিত হইয়া নগরী পরিত্যাগ করেন এবং নগরীর সন্নিহিত এক গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সহিত একটী কুকুরও ছিল। ইঁহারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত উক্ত গুহায় ঘুমাইয়া থাকেন এবং পরে আল্লাহর আদেশে ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তাঁহারা তাহাদের জনৈক সংগীকে খাদ্য সংগ্রহের জন্য নগরীতে প্রেরণ করেন। যে সুদীর্ঘকাল তাঁহারা ঘুমন্ত অবস্থায় — কাটাইয়া ছিলেন, তাহার ভিতর সাইনাই অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার লাভ করে এবং গুহাবাসীদের ঘটনা দ্বারা পুনরুত্থানের মতবাদ দৃঢ়তর হয়।

পুনরুত্থান সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত অন্যান্য প্রমাণ,

ছুরত কাফে বলা হইয়াছে— সেই মহিমান্বিত কোরআনের শপথ, যাহা মানবের মৃত— অন্তঃকরণকে জীবন দান করিয়া থাকে। কাফেররা যুক্তির দিক দিয়া পুনরুত্থানকে — অস্বীকার করিতে — পারেনা, বরং তাহারা বিস্ময় বোধ করিতেছে যে, তাহাদেরই একজন তাহাদের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে সতর্ক করিতেছে। তাহারা — বলে, এ বড় অদ্ভুত কথা যে আমরা যখন মরিয়া যাইব আর মাটিতে পরিণত হইব তখন আবার আমরা জীবিত হইব। এ-প্রত্যাবর্তন সুদূর — পরাহত! আল্লাহ বলেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? মাটি তাহাদের যে অংশ কমাইয়া ফেলে তাহা আমাদের নিশ্চিত— রূপে জানা আছে এবং আমাদের নিকট সু-রক্ষিত দফ্‌তর — রহিয়াছে। প্রকৃত-পক্ষে কাফেররা সত্য কথাকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়াদিয়াছে যখন উহা তাহাদের কাছে আগমন করিল এবং তাহারা অসংলগ্ন কথার পিছনে পড়িয়া গেল। — তাহারা কি তাহাদের মাথার উপর উর্ধ গগনে দৃষ্টিপাত করিতে পারেনা, কি ভাবে আমরা উহাকে নির্মিত ও সুসজ্জিত করিয়াছি অথচ উহাতে কুত্রাপি ছিদ্র নাই এবং ধরিত্রী-গোলককে সম্প্রসারিত এবং উহাতে পর্বতসমূহের কীলক স্থাপিত করিয়াছি এবং উহাতে হরেক জোড়ার নয়নাভিরাম (উদ্ভিদ) উদ্ভিন্ন করিয়াছি, প্রত্যেক প্রণত বান্দার বিবেচনা ও স্মরণের জন্য। এবং আমরা আকাশ হইতে বরকতের বারিধারা অবতীর্ণ করিয়াছি এবং তদ্দ্বারা আমরা বাগিচা ও কর্তনশীল শস্যসমূহ এবং খেজুরের দীর্ঘায়তন বৃক্ষ যাহার গুচ্ছগুলি থরে থরে সজ্জিত, উদ্ভিন্ন করি-

ق' والقرآن المجيد' بل عجبوا ان جاء هم منذر منهم' فقال الكافرون هذا شئ عجيب! ءاذا متنا وكنا ترابا؟ ذلك رجع بعيد! قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ - بل كذبوا بالحق لما جاء هم فهم فى امر مريج! افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنينها وزيناها ومالها من فروج! والارض مددناها والقينا فيها رواسى وانبتنا فيها من كل زوج بهيج - تبصرة وذكرى لكل عبد منيب' ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد' رزقا للعباد' واحيينا به بلدة ميتا' كذلك الخروج! كذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس وثمود' وعاد وفرعون واخوان لوط' واصحب الايكة و قوم تبع' كل كذب الرسل فحق وعيد - افعيينا بالخلق الاول؟ بل هم فى لبس من خلق جديد!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

য়াছি—মানুষের খাদ্য ভাণ্ডার স্বরূপ। এবং এই বৃষ্টি-ধারার সাহায্যে আমরা মৃত ভূখণ্ডকে পুনর্জীবিত—করিয়া থাকি। এই ভাবেই পুনরুত্থান ঘটিবে। এই মক্কার কাফেরগণের পূর্বে নূহের স্বজাতীয়রা, ইছ্-মায়ীল গোত্রের অন্তর্ভুক্ত কদমান, ছমূদ, আদ, মিছরের ফিরআওনরা এবং লূতের জ্ঞাতি, মদ্য়নের দদান বা আইকারা এবং ইয়ামানের তুব্বঅ্গণ মিথ্যা-রোপ (অস্বীকার) করিয়াছিল, তাহারা সকলেই—রছুলগণের পয়গামকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল, ফলে দণ্ডের প্রতিশ্রুতি (তাহাদের জন্য) ঠিক হইয়া গেল! আমরা কি প্রথম সৃষ্টির পর—অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি? আছল ব্যাপার এই যে, এই কাফেররা নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে ধোকায় পড়িয়া—আছে।

ছুরত-আল কিয়ামতে পুনরুত্থানের দলীল স্বরূপ বলা হইয়াছে—মানুষ কি মনে করে তাহাকে অনর্থক ছাড়িয়া—দেওয়া হইবে? সে কি পানীরা টপনো—ফোটা মাত্র ছিলনা? অতঃপর সে জমাট রক্তে পরিণত হইল, তারপর আল্লাহ্—

ايحسب الانسان ان يترك سدى ؟ الم يك نطفة من منى يمنى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ! اليس ذلك بقادر على ان يحيى الموتى ؟

তাহাকে নির্মাণ করিলেন এবং সুসজ্জিত করিলেন, অতঃপর তাহাকে নর ও নারীর জোড়ায় পরিণত করিলেন। যিনি এত সব করিয়াছেন তিনি কি মরাকে জীবিত করিতে সমর্থ নন? ৩৬—৪০ আয়ত।

ছুরত-বনীইছ্রাঈলে কথিত হইয়াছে—তাহারা বলিল, যখন আমরা হাড় আর বিগলিত দেহে পরিণত হইয়া যাইব, তারপরও কি আমরা নূতন ভাবে সৃষ্ট হইয়া পুনরুত্থিত হইব? তাহারা কি

وقالوا ءاذا كنا عظاما ورفاتا ءانا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ اولم يروا ان الله الذى خلق السموات والارض قادر على ان يخلق

দেখিতে পাইতেছেনা مثلهم ? যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি তাহাদের অনুরূপও পুনরায় সৃষ্টি করিতে সক্ষম,—৯৮ ও ৯৯ আয়ত।

ছুরত—আবূরূমে বলা হইয়াছে—এবং তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই উহা

وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه

পুনর্বার সৃষ্টি করিবেন এবং এই দ্বিতীয় বারের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ—২৭ আয়ত।

ছুরত—আলহজ্জে আল্লাহ বলেন,—হে মানব সমাজ, পুনরুত্থান—সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে (তোমাদের—

يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب !

জানা উচিত যে,) আমরা এই মৃত ধূলি হইতেই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি—৫ আয়ত। অর্থাৎ—ধূলিকণা হইতে একবার যদি সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দেহ পুনশ্চ ধূলায় পরিণত হইবার পর পুনর্বার উহা সৃষ্টি করা কেন সম্ভবপর হইবে না?

পুনরুত্থান সম্পর্কে সমুদয় লম্বাচওড়া আপত্তি ও সন্দেহের এক কথায় অবসান ঘটান হইয়াছে—সে বলিল, কে এই পচা বিগলিত হাড়গুলিকে জীবিত করিবে? হে রছুল, (দঃ) আপনি

قال من يحيى العظام وهى رميم ؟ قل يحييها الذى انشأها اول مرة !

বলুন, যিনি প্রথম বারে উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিবেন,—ইয়াছীন ৭৯ আয়ত।

ফল কথা পুনর্জীবনলাভ সম্বন্ধে সমুদয় বিস্ময় ও বাদানুবাদ কোরআনে যে চতুর্বিধ পদ্ধতিতে—বিদূরিত করা হইয়াছে, সংকলিত আয়ত সমূহের তাৎপর্য লক্ষ করিলে সেগুলির উল্লেখ পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

www.ahlehadeethbd.org

নূতন সৃষ্টির স্বরূপ,

কিয়ামতে শুধু আত্মিক জীবনের পুনরভ্যুদয়— ঘটিবে না এই অস্থি ও গোশ্‌তের সহিত মিলিত জীবনের পুনরুত্থান হইবে? এই প্রশ্ন লইয়া অনর্থক হৈ চৈ করা হইয়া থাকে। আমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে কাফেরদের যতপ্রকার প্রশ্ন এ পর্যন্ত কোরআন হইতে সংকলিত করিয়াছি, তন্মধ্যে কোনটিতেই শুধু আত্মার পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়নাই। কাফেরদের বিস্ময়ের কারণ— দেহ মরিয়া গিয়া কেমন করিয়া পুনর্জীবিত হইবে? পচা গলা হাড়গুলি— কেমন করিয়া সঞ্জীবিত হইবে? কোরআনে কাফের দিগকে এ জওয়াব দেওয়া হয়নাই যে, তোমাদের বিগলিত ও ধুলায় মিশ্রিত দেহগুলিকে পুনর্জীবিত করা হইবেনা, শুধু তোমাদের আত্মাগুলিকে উত্থিত ও সমাবেশিত করা হইবে, বরং বিধ্বস্ত দেহের পুনর্জীবন প্রাপ্তি যে সম্পূর্ণ সম্ভবপর এবং আত্মা ও দেহের সংযোগ সহকারেই যে পুনরুত্থান ঘটিবে, — কোরআন বারম্বার দৃঢ়তার সহিত সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। কোন মৃতকে পুনর্জীবিত হইতে দেখেনাই বলিয়া যাহাদের পক্ষে দৈহিক পুনরুত্থান বোধগম্য হয়না, তাহাদের পক্ষে অবিমিশ্র অর্থাৎ দেহহীন অধ্যাত্মজীবনের পরিকল্পনা আরও দুঃসাধ্য হওয়া উচিত! মানুষ জড়জগতে যেসকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে, শুধু সেই বিষয়গুলি অথবা সেগুলির উদাহরণ স্বরূপ ঘটনা তাহার বোধগম্য হইতে পারে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, মানুষের পক্ষে তাহার ধারণাও সম্ভবপর নয়। দেহহীন আত্মা সম্বন্ধে মানুষের কোন ধারণাই নাই, থাকিতে পারেনা। কোন মানুষ কোন দিন তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুভব করেনাই। অতএব পুনরুত্থান সম্বন্ধে মানুষ যখনই কল্পনা করিতে বসিবে, তখনই দেহের পুনর্জীবন প্রাপ্তির কথা স্বাভাবিক— ভাবে তাহার ধারণা পথে উদিত হইবেই। এতদ্ব্যতীত আত্মা বা রূহ কিয়ামতের পূর্বেই মওজুদ — রহিয়াছে এবং থাকিবেও, আত্মার বিনাশ নাই, সুতরাং শুধু আধ্যাত্মিক পুনরুত্থানকে পুনর্জীবন বা নূতন সৃষ্টিরূপে আখ্যাত করার কোন অর্থই হয়না।

মৃত শরীর পুনর্জীবন লাভ করিতে পারে, করা সম্ভবপর এবং করিবেই, কিন্তু উহার রাসায়নিক — পদ্ধতি সম্বন্ধে কোরআন বাগাড়ম্বর করেনাই, কারণ উহা নিরর্থক এবং জড়জগতের বিধানকে সম্বল করিয়া পারলৌকিক জগতের ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া মূর্খতাব্যঞ্জক। কোরআন এরূপ ধরণের প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছে তাহা লক্ষ করা কর্তব্য। আর তাহারা বলিল, যখন আমরা মৃত্তিকায় হারাইয়া যাইব, তখন কি আবার আমরা নূতন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইব? আল্লাহ বলেন, এসব কথা কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে তাহারা তাহাদের প্রভুর সন্দর্শন লাভ করাকেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে— আছ্‌ছিজ্‌দা, ১০ আয়ত।

و قالوا ءاذا ضللنا فى الارض ءانا لفى خلق جديد ؟ بل هم بلقاى ربهم كافرون !

অর্থাৎ যাহারা প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন এবং তাঁহার সন্দর্শন লাভ করা সম্বন্ধে সন্দিহান নয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ বিতর্কে পতিত হওয়া যে, কোন্ কৌশলে অবলুপ্ত দেহ আবার সঞ্জীবিত করা হইবে, সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অপ্রাসংগিক। উক্ত আয়তের অব্যবহিত পরেই বলা হইতেছে— হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, মৃত্যুর ফেরেশ্‌তা যিনি — তোমাদের জন্য — নিয়োজিত রহিয়াছেন, তিনিই তোমাদিগকে মৃত্যুদান করিবেন, অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে— ১১শ আয়ত।

قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون !

অর্থাৎ ইয়াওমুদ্দীনের প্রতি বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব আল্লাহর সাক্ষাৎলাভ ও সন্দর্শন প্রাপ্তি মাত্র।

আরও দুইটী প্রশ্ন,

ইহাও সম্পূর্ণ নিরর্থক বিতর্ক যে, যে জড়দেহে আত্মা বিরাজিত রহিয়াছে পরলোকে সেই দেহকেই পুনর্জীবিত করা হইবে না নূতন দেহপিঞ্জরে আত্মা অধিষ্ঠিত হইবে? এবং ভাবী-দেহ তাহার — উপাদান ও গঠনের দিক দিয়া জড়দেহের অনুরূপ হইবে কিনা? কারণ ইহা সর্বসম্মত যে, সদসৎ আচ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রণের জন্য দেহ দায়ী নয়, কোরআনের সর্বত্র — আত্মাকেই ইহার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। ছুরত-আল্হশরে বলা হই- ولتنظر نفس ماقدمت لغد ! য়াছে— এবং উচিত প্রত্যেক আত্মার পক্ষে ইহা দর্শন করা যে, আগামী-কল্যের জন্য সে কি অগ্রবর্তী করিয়াছে? ছুরত-আল্ ইন্ফিতারে উক্ত হইয়াছে— সে দিবস প্রত্যেক আত্মা জানিয়া লইবে علمت نفس ماقدمت واخرت ! সে কি অগ্রবর্তী— করিয়াছে এবং কি পশ্চাদ্বর্তী করিয়া রাখিয়াছে। ছুরত-আত্তক্বীরে কথিত হইয়াছে,— সে দিবস প্রত্যেক আত্মা জানিয়া علمت نفس ما احضرت লইবে সে কি সমুপস্থিত করিয়াছে। ছুরত আয্যু-মরে বলা হইয়াছে,— ان تقول نفس ياحسرتى কোন আত্মা কিয়া- عـلى ما فرطت فى মতে একথা যেন— جنب الله ! বলিতে শুরুকরে, হায় পরিতাপ! আমি আল্লাহর পক্ষে কম করিয়াছি। ছুরত আল্আম্বিয়ায় আছে— সে দিবস কোন — فلا تظلم نفس شيئا আত্মার উপর অবিচার করা হইবেনা। বেহেশ্তের সুখ-সম্ভোগ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে,— কোন আত্মাই ইহা অবগত নয় যে فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين ! তাহার জন্য স্বর্গো- স্থানে কি কি নয়নস্নিগ্ধকারী সুখ লুকাইয়া রাখা হইয়াছে— আছ্ছিজদা। বেহেশতের ন্যায়তের— দ্বার আত্মার জন্যই উদ্ঘাটিত হইবে, হে শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা (يايتها النفس المطمئنة) বলিয়া সম্বোধন করিয়া আদেশ করা হইবে— আমার দাসগণের দলে শামিল হইয়া فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى ! যাও এবং আমার বাগীচায় প্রবেশ কর— আলফজর।

মোটের উপর আত্মাই যে জড়জীবনের আচ-রণের জন্য দায়ী এবং পুরস্কার ও তিরস্কার যে শুধু তাহারই প্রাপ্য এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেবল প্রতিফলকে মূর্ত করার জন্য আত্মাকে দেহের সহিত সংযুক্ত করা হইবে সুতরাং যেরূপ দেহই হউক, উহার আকৃতি ও বর্ণ যাহাই হউক, প্রতিফল এবং কষ্ট ও সুখের অনুভূতি অভিন্ন হইবে। অবশ্য পর-লোকে যে দেহ প্রদত্ত হইবে, তাহার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য জড়দেহের অনুরূপ হইবেনা, সুতরাং দেহ বলিলেই যে আমাদের বিদিত এই মৃন্ময় দেহকেই বুঝিতে হইবে, ইহা কাজের কথা নয়। পরলোকে যে দেহ প্রদত্ত হইবে, তাহা নবীন সৃষ্টি ও নব উপাদানে গঠিত হইবে। কোরআনের বিভিন্ন স্থলে পরলোকের দেহকে নূতন দেহরূপে অভিহিত করা হইয়াছে। ছুরত— কা'ফে আছে—কাফেরের بـل هم فى لبس من خلق جديد দল নূতন সৃষ্টি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া আছে। বনী ইছ্রায়ীলে তাহাদের মুখ দিয়া বলান হই- وانا لمبعوثون خلقا جديدا য়াছে—আমরা কি নূতন ভাবে সৃষ্টি হইয়া উত্থিত হইব? ছুরত ছবাতে উক্ত হইয়াছে—নিশ্চয় তোমরা নবসৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই নূতন সৃষ্টিকে উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করা হইয়াছে—যেভাবে كما بدانا اول خلق نعيده আমরা প্রথম সৃষ্টির সূচনা করিয়াছিলাম, সেইরূপে আমরা উহাকে পুনরায় নির্মাণ করিব,—আম্বিয়া, ১০৪ আয়ত।

জড়দেহের অবস্থান্তর,

দেহের স্বরূপ কি? দেহ বলিতে কি বুঝায়? ইহা হৃদয়ংগম করিতে পারিলে পরলোকের দেহ নূতন হইবে না পুরাতন, এ বিতর্কের অবসান ঘটিতে পারে। মানুষ শৈশব হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত সেই একই মানুষ রহিয়াছে অথচ তাহার আকৃতি এবং তাহার দেহের উপাদান প্রতিমুহূর্তেই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং নূতন ভাবে গঠিত হইতেছে। পীড়ায় সে শুখাইয়া অস্থিকংকাল সার হইয়াছিল, আরোগ্যলাভ করার পর নূতন দেহকণার সংযোগে সে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অনভিজ্ঞ— ব্যক্তিরা মনে করে, তাহার সেই পুরাতন দেহই বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু জীববিদ্যার পণ্ডিতগণ বলিয়া দিবেন কেমন করিয়া তাহার দেহের কোষগুলি— অবিরত ঝরিয়া পড়িতেছে এবং ঘর্ষিত হইতেছে। যে খাদ্য সে গ্রহণ করিয়া থাকে কেমন করিয়া উহা তাহার রক্তকণিকায় পরিণত হইতেছে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত দেহাংশকে পূরণ করিতেছে, প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল এরূপ দেহকে স্থিতিমান কর্মের জন্য দায়ী মনে করা এবং কর্মের প্রতিফল ভোগ করার প্রকৃত অধিকারী বিবে-চনা করা কেমন করিয়া সংগত হইবে? অথচ কোন অপরাধী আজ পলাইয়া গিয়া কিছুকালপর দৃত হইয়া

www.ahlehadeethbd.org

আসিলে তাহার এ আপত্তি কখনও গ্রাহ্য হইবেনা যে, সে যে হস্তের সাহায্যে চুরি করিয়াছিল এবং যে পায়ের সাহায্যে সে চোরাইমাল লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহার সে হস্তপদ সুদীর্ঘ কালের ভিতর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চুরির দণ্ড তাহার উপর প্রযোজ্য হইতে পারিবেনা। চোরের এ আপত্তি অগ্রাহ্য হইবার কারণ এই যে, তাহার যে আত্মা চুরির ইচ্ছা ও সংকল্প লইয়া তাহার হস্তপদাদির সাহায্যে চুরি করাইয়াছিল, তাহা আজও অপরিবর্তিত রহিয়াছে এবং শাস্তির যন্ত্রণা তাহার ক্ষয়প্রাপ্ত দেহের সাহায্যে সে পূর্বে যেরূপ ভোগ করিতে পারিত, তাহার নবদেহের সাহায্যে অবিকল সেই যন্ত্রণাই সে ভোগ করিতে পারে, জড়দেহের পরিবর্তনের ফলে তাহার আধ্যাত্মিক দেহে কোন তারতম্য ঘটে নাই। এই বিশ্লেষণের সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, দেহ পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও কিয়ামতে অংগ প্রত্যংগের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে কোন জটিলতা বা দুর্বোধ্যতার অবকাশ নাই। কারণ—পার্থিব জীবনেও দেহ পরিবর্তিত হইতেছে অথচ যে ব্যাধি ক্ষয়প্রাপ্ত দেহে সৃষ্টি হইয়াছিল, নবদেহেও তাহা বিদ্যমান রহিতেছে, পুরাতন দেহের বিনাশের সংগে সংগে ব্যাধি বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছেনা বরং নূতন দেহেও উহা অপরিবর্তিত ভাবে সক্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

পারলৌকিক দেহের স্বরূপ.

কোরআনের ছুরত আন্‌নিছায় দুষখীদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে—যাহারা আমাদের নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করিবে তাহাদিগকে অচিরেই আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করাইব। যখন তাহাদের গাত্রচর্ম

ان الذين كفروا بايتنا سوف نصليهم نارا - كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب -

সিদ্ধ হইয়া যাইবে, আমরা তখন তাহাদিগকে পুরাতন চর্মের পরিবর্তে নূতন চর্ম প্রদান করিব, দণ্ড—আস্বাদ করার জন্য,—৫৬ আয়ত।

উপরিউক্ত আয়তে স্পষ্ট ভাবেই বলা হইয়াছে যে গাত্রচর্ম অবিরত পরিবর্তিত হইতে থাকিবে, কিন্তু শাস্তির অনুভূতি ও প্রকোপের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবেনা। পারলৌকিক জীবনে আত্মা যে দেহ লাভ করিবে, প্রকৃতপক্ষে তাহা উহার কর্ম এবং আচরণের প্রতীক হইবে। দুনিয়ায় কেহ ফর্শা কেহ কালো হউকনা কেন, পরপারের জীবনে তাহার দেহের বর্ণ তদীয় আচরণের শুভ্রতা ও কৃষ্ণতায় পরিবর্তিত—হইবে। কোরআনের সাক্ষ্য—সে দিবস কতক—চেহরা উজ্জল, হাস্যপূর্ণ ও পরিতুষ্ট হইবে আর কতক চেহরা সে—দিবস মলিন হইবে,

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة و وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة !

উহাদের উপর কালিমা সমাচ্ছন্ন থাকিবে—আবাছা, ৩৮—৪১ আয়ত। আলে-ইম্‌রানে কথিত হইয়াছে—সে দিবস কতক বদন শুভ্র আর কতক বদন কালিমা মণ্ডিত হইবে। যাহাদের চেহরা—কালো হইবে তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমরাই কি সেই দল, যাহারা ঈমান—স্থাপন করার পর—

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون !

কাফের হইয়াগিয়াছিলে ? অতএব তোমরা তোমাদের কুফ্‌রের দণ্ড উপভোগ কর। আর যাহারা শুভ্র-বদন হইবে তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহের অধিকারী হইবে এবং অনন্তকাল ধরিয়া তাহারা উহা ভোগ করিতে থাকিবে,—১০৬ ও ১০৭ আয়ত।

ছহীহ হাদীছ সমূহে উল্লিখিত আছে যে,—বেহেশ্‌তীরা নবযুবকের আকারে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে, তাহারা কখনও জরাগ্রস্ত হইবেনা। হযরত আদমের বেহেশ্‌তী জীবনে শরীরের যে দৈর্ঘ ছিল, তাঁহাদের দেহের দীর্ঘতা তদনুরূপ হইবে। দুষখীদের মধ্যে কাহারও মস্তক পর্বত প্রমাণ হইবে, তাহাদের কাহারও দেহের এক পার্শ্ব পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইবে,—কাহারও ওষ্ঠ ঝুলিয়া পড়িবে, যাহারা দুনিয়ায় মনের অন্ধ ছিল, সে দিন তাহাদের চক্ষুও অন্ধ হইবে।—শাস্তি ভোগ করিতে করিতে তাহাদের অংগ প্রত্যংগ যখন চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে তখন তাহাদিগকে—নূতন দেহ প্রদত্ত হইবে। হাদীছে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে অহংকারী দাম্ভিকরা কিয়ামতে পিপীলিকার আকারে উত্থিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ইক্‌বাল স্মরণে

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

ইশ্‌ক তোমার মিশ্‌কের মতো আকাশে-বাতাসে ভরি,—
ক্ষুরধার বাণী আজো ঘুরে ফেরে মনের ওড়্‌না ধ'রি।
কবি নও শুধু— মুর্শিদ ছিলে মৃত-মুস্‌লিম-দিলের,—
অস্ত-ললাট-লিখন পড়িয়া অশ্রু ঢালিলে ঢের।

দেখিলে সেদিন মোগল-পাঠান-সৈয়দজাদা কত—
পড়ে নাই চোখে মুস্‌লিম,— শুধু কাফেরের ছায়া শত।
মস্‌জিদ মাঝে মুস্‌ল্লী চুঁড়িয়া আকুলিত হোলো প্রাণ
পশেনি কর্ণে কোনোদিন কভু বেলালী দৃপ্তাজান।

আল্লার প্রিয় ভক্ত-সাধক, দার্শনিক দরবেশ
'শেকোয়ার' বুকে স্রষ্টার সাথে বোঝাপড়া হোলো শেষ।
ভক্তের শত 'শেকোয়া-নামায়' বিচলিত রহমান—
জওয়াবে যে তা'র ক্ষতি-পূরণের পেলে পথ-সন্ধান।
'মুস্‌লিম হও আগে— পরে অভিযোগ তব এনো—
জুল্‌ফিকারে হায়দর ছাড়া অধিকার নেই জেনো।'

মুস্‌লিম নই? চমকিত চিতে চাহিলে চিত্ত-পানে—
তাইতো কাফের,— শিক্ষা, আচার, পোষাকের মাঝখানে!
'আমি মুস্‌লিম,'— এ কথা কহিবার কোথা আছে মোর দাবী,—
সভ্যযুগের আওতায় আসি সত্ত্বা ঘুচেছে সব-ই।
মুস্‌লিম? সেতো ম'রে গেছে কবে! কংকাল শুধু পড়ি'—
মুস্‌জিদ কাঁদে— ইস্‌লাম কাঁদে— ঝাণ্ডা গিয়েছে উড়ি'।
নিশানা নিমেষে মুছে যাবে খোদা? 'মোহাম্মদ' প্রিয় নাম?
ইস্‌লাম-সাকী মস্ত— খুঁজিতে আবে-হায়াতের জাম।

গোরস্তান আর বিয়াবান-বুকে সে ধারা ছড়ালে একা—
রঙীলা-স্বপন,— মরুর মাঝারে জীবনের পেলো দেখা।
মুকুলিত হেরি' সে হারা-স্বপনে গাহিয়া গগন-তলে
বাঁচাইতে তারে এ পাক-বাগের নক্‌শা যে রেখে গেলে।
জানিতে নতুবা বটের ঝুরি ঘিরিয়া ইহারে পরে
পরিচয়টুকু প্রকাশের আগে চাপিয়া মারিবে ধ'রে।
শৃগালের মনে শৃগাল বনিয়া রহিবে সিংহ-শাবক—
'ক্যা-হুয়া ই' রবে বুলি চিরদিন— ভুলিবে শেরের সবক।

www.ahlehadeethbd.org

রবীন্দ্র-সাহিত্য ও মোছলমান সমাজ

(২)

মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার।

পরিবর্ত্তন জীবনের ধর্ম্ম। বাহিরের জগতে— দিবস রজনীর আবর্ত্তনের তালে তালে পরিবর্ত্তনের অন্তহীন খেলায় বিশ্ব-প্রকৃতির বুক প্রতিদিন আনন্দ বেদনায় ভরিয়া উঠিতেছে। মানুষের মনের গহনেও পরিবর্ত্তনের খেলা চলিতেছে। চিন্তা ও পরিবেশ, শিক্ষা ও সংস্কারের নিয়ত-দ্বন্দ্বের মাঝে মাঝে স্তরে স্তরে মানুষের আত্মা ও মানসিকতার উন্নতি অথবা অবনতি, উত্থান অথবা পতনের গতিপথ রচিত হয়। জীবনের আরম্ভ ও শেষের মধ্যে মানসিকতার দিক দিয়া অনেকখানি ব্যবধান। এ ব্যবধানের দার্শনিক তত্ত্ব-কথা অনেক আছে। এ সম্বন্ধে মানুষের চিন্তা চিরদিনই এমন বল্গা হীন যে জগত-জোড়া চিন্তার গোলকধাঁধা রচিত হইয়া সমস্যার বাস্তব সমাধান অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষে বাধ্য হইয়া মানুষ জন্মগত সংস্কার ও পরিবেশের কোলে নিজকে সমর্পণ করিয়া অসাড় ভাবে বিনা বাচ-বিচারে আত্ম-গোপন করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া — বাঁচে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছোট-বড় মূর্খ-পণ্ডিত অভাজন-সুধীজন, প্রত্যেকেরই মনে স্বকীয়ত্ব দানা বাঁধিয়া উঠে। এই রূপ স্বকীয়-বৈশিষ্ট্য বা tradition লইয়াই মানুষ মানুষের বিচার করে।

যে অনাবিল ও নির্ম্মুক্ত মনের ছবি আমরা — রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম অংশে দেখিতে পাই, শেষাংশে তাহা নাই। মানসী ও সোনার তরীর যুগ হইতে অর্থাৎ কবির পয়ত্রিশ বৎসর বয়সের পর হইতে — তাঁহার অতুল মানস-রাজ্যের যে আবেগ-জোয়ার লেখনী মুখে রূপায়িত হইয়া রস-প্লাবন সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে,— তার গভীরতা অপরিমাপ্য। "দুর্বোধ" হৃদয়াবেগ এর কী সুন্দর প্রকাশ :—

এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম,
সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবা রাতে
তাই আমি পারিনা বুঝাতে॥
নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে,
চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ ক'রো রাত্রি দিন ধ'রে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছে কখন্॥

(সোনার তরী)

এই সময়ে প্রাণ-প্রাচুর্য্যের বিশ্বপ্লাবী আবেগে

---

১৮৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ—

আজ তুমি নাই— সেদিনের কুঁড়ি তব রচা গুল্‌বাগে—
ফুটিতেছে ধীরে— সিংহ শাবক ফুলিতেছে দুলি রাগে।
মুকুলের কাঁটা বটের ঝুরি যে ভেদিয়া এসেছে ফাঁকে,
হুংকার শুনি' বাচ্চা শেরের গিদ্‌ধড় বনে ভাগে।

সেদিন যে খাব দেখেছিলে তুমি জিন্দানখানে বসি'—
আজি নিশ্চুপে বাস্তব-রূপে দাঁড়ালো সমুখে হাসি।
মুর্শিদ ওগো! মুসলিম-হৃদের লও আজ শত সালাম
নয়া-জোশ্ দানে 'শেকোয়ায়' ভাঙা খুনে রাঙা যত কালাম

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবি মাতিয়া উঠিয়াছেন :—

আমি পরাণের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা
নিশীথ বেলা।
সঘন বরষা গগন আঁধার
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে ভাসাই ভেলা।
বাহির হয়েছি স্বপ্ন-শয়ন করিয়া হেলা,
রাত্রি বেলা।
ওগো, গগনে পবনে সাগরে আজিকে কী কল্লোল,
দে দোল্ দোল্।
দে দোল্ দোল্
দে দোল্ দোল্
এ মহা সাগরে তুফান তোল্।
বধুরে আমার পেয়েছি আবার ভরেছে কোল।
প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে প্রলয় রোল।
বক্ষ-শোণিতে উঠেছে আবার কী কল্লোল।
উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ু চঞ্চল,
বাজে কঙ্কন বাজে কিঙ্কিণী মত্তরোল।
দে দোল্ দে দোল্॥

সোনার তরীর "পুরস্কার" কবিতাটী সম্ভবতঃ সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যে নিবিড় রস-ঘন রূপায়ণ-বৈচিত্র্যে অতুলনীয়। ইহার কতক অংশ শুধু অনুপম নহে, অননুকরণীয় এবং কালোত্তীর্ণ।

কে আছে কোথায়, কে আসে, কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়,—
বালুকার পরে কালির বেলায়
ছায়া আলোকের খেলা।
জগতের যত রাজা মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে সুখ দুঃখ লাজ,
টুটিছে সন্ধ্যাবেলা।

আবার—

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে থাকি আমি মুগ্ধ নয়নে,
সমস্ত প্রাণে, কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল,
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুঃখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সঙ্গীতে মাখা,
সুন্দর ধরাতল।

বাস্তব-জ্ঞান লাভের উপায় সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিবার এই — তাকিদ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা তথাপি এই কবিতার বাণী-বন্দনা এবং মহাভারত ও রামায়ণী কাহিনীর প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এই কবিতাকে অহিন্দুর নিকট বিশেষতঃ মোছলেম পাঠকের নিকট শাশ্বত সাহিত্যের সম্মান দাবী করিবার অনুপযোগী করিয়াছে।

প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় হইতে কবির চিত্ত-প্রবাহ ক্রমশঃ ভিন্নপথে চলিতে শুরু করিয়াছিল। বাঙালী হিন্দুর সমাজ-জীবনে জাগরণ — আনিবার জন্য এই সময় হইতেই প্রবল প্রচারণা চলিতেছিল। ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, হিন্দুত্বের উত্থান, বৃহত্তর ভারত আন্দোলন ইত্যাদি মতবাদ ক্রমেই দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল। ফলে কবির চিত্তলোক বেদান্ত-দর্শন, পৌরাণিক-সাহিত্য, বৌদ্ধ-সাহিত্য— ইত্যাদির গভীর অধ্যয়নে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহাতেই সমস্ত গোলযোগের সূচনা হইয়াছে। ভারতীয় ভাবধারা মূলতঃ পৌত্তলিক, সুতরাং এক-কেন্দ্রিক কখনই নহে। বেদান্ত-দর্শনের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু মনিষীগণের চিন্তাধারা বহু-মুখী এবং অসংযত হইয়া বহু পুরাতন বটবৃক্ষের ন্যায় লতা-বৃক্ষের মধ্যে মূল কাণ্ডটীকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে একদিকে হিন্দুর ধর্ম্মমত আগাছায় ঢাকা মরাগাছে পরিণত হইয়াছে, অন্যদিকে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারা শত প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া অসংখ্য মতবাদের জগাখিচুড়ীতে পরিণত হইয়াছে। এই চিন্তা-সংকটের গোলক-ধাঁধার মধ্যে শত শত ব্যক্তির মনীষা হারাইয়া গিয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অনুপম প্রতিভার অধিকারী হইয়াও সুস্থ মনে ও সমুন্নত ভাবে টিকিয়া থাকিতে পারেন নাই। ফলে তথাকথিত "জাতীয় ভাবধারা" জাগাইয়া তুলিতে গিয়া বিশ্ব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবি স্বীয় মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছেন। চল্লিশ বৎসর হইতে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সের মধ্যকার সময়ে রচিত তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির অধিকাংশই নানা দোষে দুষ্ট। পৌত্তলিকতা, অভেদবাদ, নারী-কেন্দ্রিক ভাবধারা, বিশেষ ভাবে জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি যাবতীয় বিকৃত ভারতীয় ভাবধারাই তাঁহার সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশ্য সাধারণ লোকের ন্যায় তিনি একেবারেই ডুবিয়া যান নাই। মাঝে মাঝে সত্য ও সুন্দরের অনুভূতি তাঁহার চিত্তকে দোলা দিয়াছে। গীতাঞ্জলীর অধিকাংশ কবিতায় এবং — অন্যান্য গ্রন্থেরও অনেক কবিতায় মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রের মত শাশ্বত সুন্দর এর চির ভাস্বর-রূপ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র-মনা সাম্প্রদায়িক ছিলেন — একথায় হয়ত অনেকেই চটিবেন তথাপি তাঁহাকে মুক্ত-মন অসাম্প্রদায়িক বলিবারও উপায় নাই। তাঁহার মনের গভীরে অন্যান্যের মতই ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রবণতা এবং মোছলমানগণের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা ছিল। "কথা" গ্রন্থে "বন্দীবীর" নামক কবিতায় বিদ্রোহী শিখ জাতির প্রতি তাঁহার দরদ ঝরিয়া পড়িয়াছে :—

পঞ্চ নদীর তীরে—
ভক্ত দেহের রক্ত লহরী মুক্ত হইল বিরে।
লক্ষ বক্ষ চিরে
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে।
বীরগণ জননীরে
রক্ত-তিলক ললাটে পরাল পঞ্চ নদীর তীরে॥
মোগল শিখের রণে
মরণ আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আকড়ি দুই জনা দুইজনে,
দংশন-ক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।
সেদিন কঠিন রণে
"জয় গুরুজীর" হাকে শিখবীর সুগভীর নিঃস্বনে।

এই কবিতায় "দিল্লী প্রাসাদ কুটে তন্দ্রামগ্ন — বাদশাজাদা" কেই শুধু হৃদয়হীন অমানুষ রূপে চিত্রিত করা হয় নাই, তখনকার গোটা মুছলমান জাতটাকেই অমানুষ বানানো হইয়াছে। মোগল দরবারের কাজি বন্দা নামক বিদ্রোহী নেতার হাত-পা-বাঁধা কিশোর সন্তানকে বন্দার কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, "ইহারে বাধিতে হইবে নিজ হাতে অবহেলে।" অথচ ইতিহাস পাঠক জানেন, অর্দ্ধ-সভ্য শিখ সম্প্রদায় নানা জনপদের উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া ছিল, দেশের শাসক হিসাবে মোগল বাদশাহগণ তাহাই দমন করিয়াছিলেন।

"হোরিখেলা" কবিতাটীতে বিশ্বকবি একেবারে ঘৃণিত সাম্প্রদায়িক বঙ্কিমচন্দ্রের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাঠান আমীর কেসর খাঁর সাথে যুদ্ধে হারিয়া গিয়া কেসর খাঁর লম্পট স্বভাবের সুযোগ লইয়া রাজপুত রাণী তাহাকে কীভাবে সমূলে ধ্বংস করিয়াছিলেন, সেই চিত্র ইহাতে দেখানো হইয়াছে। রাণীর নিকট হইতে হোরিখেলার নিমন্ত্রণ পত্র — পাইয়া :—

পত্র পড়ি কেসর উঠে হাসি,
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙীন দেখে পাগড়ী পরে মাথে
সুর্ম্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে,
গন্ধ ভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।"

তারপর পাঠান-পতি কেসর খাঁ যখন রাজপুতানী রাণীর প্রেমের নেশায় পাগল, ঠিক সেই সময় রাণী কাঁসার থালা ছুড়িয়া মারিয়া খাঁ সাহেবের চোখকানা করিয়া দিলেন। রাণীর একশত সখী সাজিয়া ঘাগরা পরা ও ওড়না মাথায় দেওয়া একশত রাজপুতবীর যাহারা আসিয়াছিল, একশত ফুল হইতে একশতটী সাপের মত তাহারা বাহির হইয়া পাঠান আমীর কেসর খাঁর ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল। এই কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্যতা কতখানি, সে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ আছে, কিন্তু এই কবিতার প্রাণরস (Spirit) প্রত্যেকটী শিক্ষিত ও আত্ম-সম্মান জ্ঞানসম্পন্ন মোছলমানের বুকে চিরদিনের জন্য কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কবির ৬৫ বৎসর বয়সে লেখা "শিবাজী" — একটী অতি বিখ্যাত কবিতা। এই বিখ্যাত কবিতায় কবি কুখ্যাত হইয়া একদম আনন্দ বাজার—বসুমতীর দলে গিয়া মিশিয়াছেন। যে "পার্বত্য-মূষিক" — শিবাজী অনর্থক বিপুল রক্তপাতের মূল কারণ, যে "বর্গীর হাঙ্গামা" হইতে বাংলার হিন্দু মোছলমান নর নারীর ধনপ্রাণ মান-ইজ্জত বাঁচাইবার তাকিদে বৃদ্ধ নওয়াব আলীওয়ার্দ্দী খাঁ এবং তরুণ নওয়াব — সিরাজউদ্দৌলা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, মোছলমানের সমাধির উপর হিন্দু মহিমার বিজয় কেতন উড়াইবার একমাত্র গরজে বিশ্বকবি ঐতিহাসিক সততার মাথায় পদাঘাত করিয়া সেই শিবাজীর বন্দনা গাহিয়াছেন :—

হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
এসেছিল নামি
"এক ধর্ম্ম-রাজ্য পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি।"

এ কথা কঠোর ঐতিহাসিক সত্য যে শিবাজীর— অভ্যুদয় ভারতের আকাশে ধূমকেতুর মতই অমঙ্গলে পরিপূর্ণ। "মোছলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর উত্থান"— একমাত্র এই জঘন্য সাম্প্রাদায়িক মনোবৃত্তি ছাড়া এই উত্থানের পটভূমিকায় কোনই মহৎ আদর্শ নাই। শিবাজী চরিত্রে নিখিল মানবের প্রেরণা লাভের মত কোনই সম্পদ্ নাই। সত্যিকার বীর-বিক্রমে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া বৃহত্তর শক্তির সঙ্গে সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার নজির ইতিহাসে বহু আছে। মোছলমানের জাতীয় ইতিহাস এরূপ নজিরে পরিপূর্ণ। শিবাজী কোন দিনই সত্যিকার বীরের ন্যায় মোগল শক্তির সম্মুখীন হন নাই। অন্যায় লুটতরাজ এবং লুকাইয়া শত্রু পক্ষকে উত্যক্ত করাই তাঁহার নীতি ছিল। বাদশাহ আলমগীর তাঁহাকে যে "পার্ব্বত্য — মূষিক" নাম দিয়াছিলেন, তাহা মোটেই অতিরঞ্জন ছিলনা। অনেক ঐতিহাসিক তাঁহার উত্থানকে দস্যু-তস্করের উত্থানের সহিত তুলনা করিয়াছেন। তথাপি বিশ্বকবি শিবাজীকে "রাজ-তপস্বী বীর" নামে অভিহিত করিয়া ইতিহাস উল্টাইয়া দিতে চাহিয়াছেন :

অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গ বাণী?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবেনা ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জানি।

আফছোছ,— বিশ্বকবি এ কথা নিশ্চয় জানিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই চক্ষুর সম্মুখে ছোট বড় অসংখ্য হিন্দু লেখক ও ঐতিহাসিক মোছলেম নওয়াব বাদশাহ, মোছলমানের ধর্ম্ম ইতিহাস ও জীবননীতি লইয়া সাহিত্য ও ইতিহাসের নামে যে বিপুল মিথ্যার জঞ্জাল-স্তূপ রচনা করিয়াছিলেন,— ঘুণাক্ষরেও তিনি কোন দিন সে সম্বন্ধে উচ্চ বাচ্য করেন নাই।

মারাঠা দস্যুগণের অকথ্য অত্যাচার বাঙালীর জীবনে এক চিরন্তন দুঃস্বপ্নের মত বিরাজ করিতেছে। বাঙালী ও মারাঠিগণের জীবনে বহু অনৈক্য, বহু ব্যবধান। মারাঠীগণের হৃদয়হীন দস্যুতাকে বাঙালী কোন দিনই ক্ষমা করিতে পারে নাই। তথাপি— বাঙালী হিন্দুর প্রাণে ক্ষাত্র-শক্তির আমেজ জাগ্রত করিবার গরজে ১৩৩০ সালে শিবাজী-উৎসবে বিশ্বকবি ঘোষণা করিলেন,—

সেদিন শুনিনি কথা— আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যান মন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন
দরিদ্রের বল।
"এক ধর্ম্ম রাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল।
মারাঠীর সাথে আজি হে বাঙালী, এক কণ্ঠে বলো
"জয়তু শিবাজী"
মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালী, এক সঙ্গে চলো
মহোৎসবে সাজি।

www.ahlehadeethbd.org

ইছলাম ও নারী সমাজ

(৭)

মোহাম্মদ আবদুর রহমান, বি-এ, বি, টি।

ইতিপূর্বে বিবাহ সম্বন্ধে ইছলামের বৈরাগ্য-বিরোধী নীতি ও সুখ-সম্ভাব্য দাম্পত্য জীবনের পথপ্রদর্শিকার পরিচয় দিয়াছি, তালাকের প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা এবং স্বামী-স্ত্রীর আশঙ্কিত বিরোধ মীমাংসার ইছলাম-প্রদর্শিত উপায়গুলিরও উল্লেখ করিয়াছি, এখন স্বয়ং তালাক সম্পর্কীয় বিধানসমূহের মোটামুটি আলোচনা করিতেছি।

তালাক সংক্রান্ত কোরআন ও হাদীছের নির্দেশাবলী সংস্কার মুক্ত মন লইয়া বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে তালাককে সর্বোপায়ে নিরুৎসাহিত—উহার কার্যকারিতাকে দীর্ঘায়িত করিয়া ধীরস্থির বিবেচনা ও পুনর্মিলনের সুযোগদান এবং অপরিহার্য তালাকের বেলায় স্ত্রীর উপর সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ইছলামের কি বিপুল প্রয়াস! আমরা উক্তি ও যুক্তির সাহায্যে এক এক করিয়া আমাদের প্রত্যেকটি কথা প্রমাণিত করিব।

প্রথম : ইছলামে তালাককে নিকৃষ্টতম সিদ্ধ কাজ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ যখন চরমে পৌঁছিয়া একান্তই অমীমাংসেয় বিবেচিত হয় এবং দাম্পত্য-জীবনের পেয়ালা তিক্ততায় ভরিয়া উঠে—ফলে হুদুদুল্লাহ বা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা-রেখা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তালাকের অনুমতি কেবল তখনই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কাজটি যে নেহায়েৎ অপ্রীতিকর এবং অবাঞ্ছিত — রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহা অতি স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন : সিদ্ধ কাজ সমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে ابغض الحلال الى الله সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়তম الطلاق -

---

১৮৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ—

আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটী গৌরব
এক পুণ্য নামে।

বস্তুতঃ হিন্দু জাতীয়তার উদ্বোধন আয়োজনে কোন মহৎ আদর্শ-নিষ্ঠার বালাই যেমন হিন্দু বিদগ্ধ — সমাজের ছিল না, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথেরও ছিলনা। মোছলমানের বিপক্ষে ছোট বড় সকল মোশরেকই এক!

বিশ্ব কবির ভাব-প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই — ভারতীয় ক্লেদাক্ত ভাব ধারার [Tradition] মধ্যে আত্ম-নিমজ্জিত হইয়াছে। প্রতীক পূজা, পৌত্তলিকতা ও অভেদবাদ [Polytheism and Pantheism] ভারতীয় চিন্তাধারায় জড়িত। বিশ্ব-কবি যেন কতকটা মনের স্বাভাবিক টানেই ওগুলিতে জড়িত হইয়াছেন। বৈশাখ মাসের রুদ্র রূপ বর্ণনায় কবি বলিতেছেন—

দীপ্ত চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী;
পদ্মাসনে বসো আসি রক্ত নেত্র তুলিয়া ললাটে,
শুষ্ক জল নদীতীরে শস্য শূন্য তৃষাদীর্ণ মাঠে
উদাসী প্রবাসী,
দীপ্ত চক্ষু হে শীর্ণ সন্ন্যাসী॥
জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নি শিখা, লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃত স্তূপ বিগত বৎসর,
কবি ভস্মসার
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার॥
হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হ'তে গ্রামে
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ॥

আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কাজ তালাক, আবুদাউদ।

পুনঃ তালাকের চেয়ে তাঁহার নিকট অপ্রিয়তর কোন কাজ আল্লাহ ধরণীবক্ষে আর কিছুই সৃষ্টি করেন নাই, দারকুতনি।

ما خلق الله شيئا على وجه الارض ابغض اليه من الطلاق -

দ্বিতীয়ঃ তালাক উচ্চারিত হওয়ার পরও যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত পুনর্বিবেচনা এবং পারস্পরিক—বোঝাপড়া ও আকর্ষণের সুযোগ দিয়া পুনর্মিলনের পথ উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে এবং এইজন্যই তিন তহুরে (নারীদের মাসিক ঋতুস্রাবের পরবর্তী পবিত্রতার সময়ে) তিন তালাক প্রদানের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। সুরায় বাকারায় বলা হইয়াছে :—তালাক দুইবার মাত্র (দেওয়া যাইতে পারে) অতঃপর হয় সদ্ব্যবহারের সহিত মিলিয়া— মিশিয়া সংসার করিতে হইবে নতুবা (তৃতীয়—তালাক উচ্চারণ করিয়া) ভদ্রভাবে ছাড়িয়া দিতে হইবে, বাকারাহ : ২২৯ আয়ত।

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان -

সুরায় তালাকে বলা হইয়াছে :— তোমরা তোমাদের স্ত্রীদিগকে তালাক দিতে চাহিলে তাহাদিগকে ইদ্দতের মধ্যে তালাক দিবে এবং ইদ্দত গণিতে থাকিবে, তালাক : ১ আয়ত। তালাকদত্তা স্ত্রীরা তাহাদের তিন মাসিক ঋতু— অপেক্ষা করিবে, বাকারাহ : ২২৮ আয়ৎ।

اذا طلقتم النساء فطلقوا هن لعدتهن واحصوا العدة -

المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء -

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তাঁহার স্ত্রীকে তাহার রজঃস্রাব কালে তালাক দেন। হযরত ওমর রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট উহা উল্লেখ করিলে হুজুর (দঃ) শুনিয়া অতিশয় রাগান্বিত হন এবং পরে বলেন, সে তাহাকে ফিরাইয়া লউক এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত রাখুক, তৎপর দ্বিতীয়বার তাহার ঋতুস্রাব হোক এবং সে পবিত্র হোক, তৎপর যদি তাহার তালাক দিবার ইচ্ছা হয় সে তাহাকে পবিত্রতার অবস্থায় স্পর্শ করিবার পূর্বে তৃতীয় তালাক দিক। এই হইল ইদ্দত— যে ইদ্দতের কথা আল্লাহতা'লা তালাকের জন্য প্রতিপালন করিতে আদেশ দিয়াছেন। (বুখারী ও মুছলিম)।

ঋতুকালে তালাকের নিষিদ্ধতার দুইটি কারণ লক্ষ করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে রজঃস্রাবের বৈজ্ঞানিক আলোচনায় দেখিয়াছি—এই সময় নারীদের মেজাজ অনেকটা রুক্ষভাব ধারণ করে, সুতরাং স্ত্রীদের এই সময়ের ব্যবহারে কিছু ত্রুটী—বিচ্যুতি ঘটা বিচিত্র নহে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবাঞ্ছিত আচরণে পুরুষ যাহাতে উত্তেজিত অবস্থায় তালাকের অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিতে পারে তজ্জন্যই উহার পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়ঃ স্বামী-স্ত্রীর যৌন-মিলনে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝির অবসান ও হৃদয়ের দুঃখ বেদনার গ্লানি মুছিয়া ফেলিবার যে সুযোগ সমাগত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। বলাবাহুল্য ঋতুকালে সে সুযোগ নাই। একমাত্র তহুরের সময়ই তাহা সম্ভব এবং এই সুযোগে তালাকের প্রশ্নই মন হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যাইতে পারে।

তারপর তালাক শব্দ উচ্চারণের পর স্বামীর অন্তর-সাগরে চিন্তার ঝড় ও অনুশোচনার তরঙ্গাঘাতে অনেক সময় হৃদয়ের সুপ্ত সুকোমল বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ ও দায়িত্ববোধের নব উন্মেষের যে সম্ভাবনা দেখা দেয় তালাককে এক বারেই পূর্ণ পরিণত—করিয়া রাখিলে উক্ত সম্ভাবনার মূল-দেশই কর্তিত হইয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় পুরুষ কোন অশুভ মুহূর্তে উষ্ণ মস্তিষ্কে এই অপ্রিয়তম শব্দ উচ্চারণ করিয়া অবশেষে হতভম্ব হইয়া যায়। ধীর মস্তিষ্কের চিন্তায় তাহার অবিবেচনা প্রসূত আচরণের জন্য সে লজ্জার গ্লানি ও দুঃখের বেদনায় জীবন-মৃত হইয়া পড়ে।—দীর্ঘ সম্পর্কের ও বিস্মৃত দিবসের প্রীতিমধুর অভিজ্ঞতাগুলি মানস পটে উদিত হইয়া তাহার হৃদয়াবেগকে আলোড়িত করিয়া বিবেক-বুদ্ধিকে সূচিবিদ্ধ করিতে থাকে এবং নিরবলম্বন সন্তান সন্ততির

www.ahlehadeethbd.org

দুঃখময় ভবিষ্যতের আশঙ্কায় সে উদ্বেগ-আকুল—হইয়া পড়ে। সুতরাং তখন বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর সহিত পুনর্মিলিত হওয়ার জন্য তাহার অনুতপ্ত হৃদয় অহরহ কাতরাইতে থাকে। এই অবস্থায় ক্ষণিকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য মিলনের পথ যদি চিররুদ্ধ হইয়া যায়—অনুতপ্ত হৃদয়ের মিলনাকাঙ্খা পূরণের কোন ব্যবস্থাই যদি শরীঅতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে উহাকে কিছুতেই সন্তোষজনক ও আদর্শ বিধান বলা যাইতে পারেনা। মানুষের দুঃখ ও বেদনার লাঘব ও সর্ব্বাঙ্গীন সুখ বর্ধনের কামনাই ইছলাম করিয়া থাকে, কষ্ট ও মুছিবতের রজ্জুতে ঝুলাইয়া রাখা কখনই উহার কাম্য নহে। স্বভাব-ধর্ম্ম—ইছলামের সমস্ত বিধানের মধ্যেই এই নীতি লক্ষ করা যাইতে পারে। এই জন্যই এক তালাকের পরিবর্তে একমাস অন্তর অন্তর তিন তালাকের বিধানকে স্থায়ী বিচ্ছেদের জন্য অত্যাবশ্যক করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং প্রথম তালাকে যদি স্বামী অবিবেচনা ও হঠকারিতার পরিচয় দিয়া থাকে দ্বিতীয়বার তাহার সে ভুল না হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা। ভাল ও মন্দ, সুবিধা ও অসুবিধার সুদীর্ঘ বিবেচনার পর তৃতীয় এবং শেষবার সে যে সঙ্কল্প গ্রহণ করিবে উহাকে নিশ্চিতরূপে সুচিন্তিত, অটল ও অপরিহার্যরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এই সময়ের মধ্যে তালাক-দত্তা স্ত্রীকে আপন গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া চলিবেনা। এ সম্বন্ধে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ এই যে, তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর এবং তাহাদিগকে — (তালাকদত্তা স্ত্রীদিগকে) তাহাদের গৃহ হইতে (ইদ্দতের ভিতর) বহিষ্কৃত করিয়া দিওনা। যখন তাহাদের নির্দিষ্ট সময় পৌঁছিয়া যাইবে তখন হয় তাহাদিগকে সদাচরণের সহিত আটকাইয়া রাখ অথবা সৎভাবে বিদায় কর, তালাক— ১ আয়ত। এই ভাবে ইদ্দত

واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن -

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف -

কালে একই গৃহে অবস্থান করিলে নৈকট্যের প্রভাবে স্বামীর মনোভাব পরিবর্তনের এবং মিলনের পথ পরিষ্কার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে।

তারপর স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যদি স্বামী—তালাক উচ্চারণ করে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত উহা কার্যকরী হইতে পারিবেনা। উহারও কারণ এই যে নব-জাত শিশুর আগমনে উভয়ের মিলনের যে দৃঢ় সূত্র রচিত হয় তাহার ফলে বিচ্ছেদ একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্যই কোরআন মজীদে স্ত্রীলোকদিগকে ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে— এবং তাহাদের গর্ভে আল্লাহ যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা গোপন রাখা তাহাদের জন্য বৈধ নহে— যদি তাহারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের উপর—বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে এবং এই অবস্থায় তাহাদিগকে ফিরাইয়া লওয়ার অধিকার তাহাদের স্বামীদের রহিয়াছে যদি তাহাদের আপোষের ইচ্ছা থাকে; বাকারাহ—২২৮ আয়ৎ।

ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذالك ان ارادوا اصلاحا -

তৃতীয় : তালাকের আর্থিক পরিণতিকে স্বামীর পক্ষে ক্ষতিজনক এবং দুর্বহ করিয়া উহাকে একরূপ দুঃসাধ্য করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রীর নিকট হইতে তাহার—প্রদত্ত মোহরের এক কপর্দকও ফেরৎ লইতে পারিবে না। আল্লাহতালা এসম্পর্কে স্বামীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিয়াছেন— যদি তোমরা এক স্ত্রীর পরিবর্তে— অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে চাহ এবং তাহাদের কাহাকেও স্তূপ পরিমাণ স্বর্ণও মোহর রূপে দিয়া থাক তবু উহা হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করিও না।

و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احدا هن قنطارا فلا تاخذوا منه شيأ -

তারপর স্ত্রীর ইদ্দতকালে ভালরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্বও স্বামীর স্কন্ধে চাপান হইয়াছে। বলা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে—তালাকদত্তা وللمطلقات متاع بالمعروف স্ত্রীদের জন্য ন্যায়— حقا على المتقين — সঙ্গত ভাবে ভরণ— পোষণ চালান পরহেজগার ব্যক্তিদের উপর মহান কর্তব্য—বাকারাহ— ২৪১ আয়ত।

চতুর্থ : পরিণত তালাক প্রদানের পূর্বে স্বামী-কে আর একটি গুরুতর কথা গভীর ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন ঘটে, উহা এই যে বিহিত সময়ে তৃতীয়—তালাক উচ্চারণের পর স্ত্রীকে পুনঃ ফিরাইয়া আনার আশা একরূপ নির্মূল করিয়া ফেলিতে হয়—কারণ এই অবস্থায় পুনঃ ফিরাইয়া আনার বাসনা হৃদয়ে—প্রবল ভাবে জাগ্রত হইলেও তাহা কার্যকরী করার পথ আর উন্মুক্ত থাকে না। কোরআন মজীদে স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে— فان طلقها فلا تحل له "স্বামী স্ত্রীকে যদি পূর্ণ তালাক প্রদান করে من بعد حتى تنكح زوجا غيره — অন্য পুরুষ তাহাকে বিবাহ না করা পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর জন্য সে স্ত্রী হালাল হইবেনা।" অর্থাৎ অন্যের সহিত স্বাভাবিক ভাবে বিবাহ এবং বৈধ কারণে বাহিরের প্ররোচনা ব্যতীত নিয়মিত ভাবে বিচ্ছেদ ঘটিলেই ইদ্দত পর পূর্ব স্বামীর পক্ষে বিবাহ সিদ্ধ হইতে—পারিবে। স্বাভাবিক উপায়ে পূর্ব স্বামীর সহিত এই-রূপ পুনর্মিলন যে একরূপ অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আল্লাহর এই বিধানের আক্ষরিক শর্ত পূরণের জন্য উহার মূল স্পিরিটের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া শুধু নাম মাত্র যৌন সংমিলনের চুক্তিতে যদি কোন—পুরুষের সহিত উক্ত স্ত্রীর বিবাহ হয় এবং উহার অব্য-বহিত পরেই উহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া পূর্ব স্বামীর সহিত মিলন ঘটান হয় তাহা কিছুতেই সুসিদ্ধ মিলন রূপে পরিগণিত হইবেনা--জাহেলি যুগের এই বর্বর প্রথাকে ইসলামী পরিভাষায় হলালা নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ, হযরত আলী, ইবনে আব্বাছ, উকবা প্রভৃতির প্রমুখাৎ—বর্ণিত হইয়াছে,—যে لعن رسول الله صلعم পুরুষ হলালা করে এবং المحلل والمحلل له — যাহার জন্য হলালা করা হয় রছুলুল্লাহ (দঃ) উভয়-কে লা'নত দিয়াছেন। দারেমি, ইবনে মাজা।

সুতরাং নিয়মিত সময়ে তৃতীয় তালাকের—উচ্চারণ পরিণতির দিকদিয়া যে কত গুরুতর ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। পুরুষ এই গুরুতর পথে পদনিক্ষেপ করার পূর্বে যাহাতে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিবার পূর্ণ অবকাশ প্রাপ্ত হয় ইছলামী শরিঅতে উহার পূর্ণ অবকাশ রাখা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং যুগে যুগে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বার বার উঠিয়াছে যে শরীঅতের এই নির্ধারিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করিয়া কেহ যদি একই সঙ্গে তিন বা ততোধিক তালাক উচ্চারণ করিয়া ফেলে তাহার ফল কি হইবে? এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, উহা আল্লাহর নিয়মের বিরুদ্ধ মহাপাতক কার্যরূপে গণ্য হইবে। স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) এর সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং তিনি এবং তাহার ছাহাবাগণ — উহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নোক্ত হাদীছ হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। মাহমুদ ইবনে লবীদ হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সংবাদ দেওয়া হইল যে সে একই সঙ্গে তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিয়াছে, উহা শুনামাত্র হুযুর (দঃ) ক্রোধান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—মহান ও গৌরবান্বিত — আল্লাহর কেতাব— লইয়া সে কি তামাসা করিতেছে? অথচ ايلعب بكتاب الله عز و جل وانا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله ? আমি এখনও তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছি? হযরতের ক্রোধ এত ভয়ঙ্কর মনে হইল যে এক জন লোক দাঁড়াইয়া রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বলিল, আমি কি উহাকে কতল করিব না? —নেছায়ী।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শরীঅতের এই স্পষ্ট—বিরোধী ও নিয়ম-বিরুদ্ধ আচরণ এক তালাক, না পূর্ণ তালাক রূপে গণ্য হইবে? এ সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে কিন্তু যুক্তি ও ন্যায়ের দিক দিয়া উহা এক তালাক রূপে গণ্য হওয়াই উচিত বলিয়া মনে হয়, কারণ দাম্পত্য বন্ধনকে যথাসাধ্য

www.ahlehadeethbd.org

সম্মিলিত রাখার ইছলামী প্রবণতার সহিত উহা— অধিকতর সুসমঞ্জস। রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছে— তাঁহার জীবিতকালে, হযরত আবুবকরের খেলাফতের পূর্ণ সময় এবং হযরত ওমরের খেলাফতের — প্রথম দিকে এক বৈঠকে একই সময়ে উচ্চারিত তিন তালাক এক তালাকরূপে গণ্য হওয়ার সাক্ষ প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাছ হইতে— বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন—ছাহাবী রুকানা এক মজলিসে তিন তালাক প্রদান করে এবং পরে এজন্য চিন্তিত হইয়া পড়ে। রছুলুল্লাহ (দঃ) অবস্থা— দৃষ্টে বলিলেন— উহা এক তালাক রূপে গণ্য হইবে— সুতরাং তোমার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লও; আহমদ।

قال طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها فقال رسول الله صلعم انها واحدة فارجعها -

এই হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে এক বৈঠকে একই সময়ে উচ্চারিত তিন তালাক এক — তালাক রূপেই গণ্য হইবে। মোট কথা তৃতীয় তালাক চরম বা পরিণত তালাকরূপে গণ্য হইবে তখনই— যখন উহার পিছনে স্বামীর ধীর স্থির ভাবে ফলাফল বিবেচনা ও শীতল মস্তিষ্কে উহার পরিণতি উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম পূর্বক সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ থাকিবে। এরূপ অবস্থায় মানুষের — শুভ বিবেকবুদ্ধি বিচ্ছেদের পরিবর্তে মিলনের আকাঙ্খাকেই জয়যুক্ত করিবে এই সম্ভাবনাই সমধিক।

কিন্তু ইছলাম-কর্তৃক আরোপিত এইরূপ সর্ববিধ অসুবিধা অগ্রাহ্য ও সমুদয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া লইয়াও পুরুষ যখন বিচ্ছেদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন বুঝিতে হইবে ইহা ছাড়া তাহার গত্যন্তর ছিলনা। এইরূপভাবে তালাক যখন একান্তই অপরিহার্য হইয়া উঠে তখনই শরিঅতে উহার সমর্থন মিলিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'লার এই নির্দেশ যে, 'ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তাহাদিগকে বিদায় দাও' স্বামীকে অবশ্য অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে।

او فارقوهن بمعروف -

উপরের তালাক সংশ্লিষ্ট আলোচনায় ইহাই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইল যে ইছলামে তালাকের বিধান, পদ্ধতি ও শর্তসমূহ এমন ভাবে রচিত ও সংযোজিত হইয়াছে যে উহার পথ একান্তভাবে সঙ্কুচিত ও সংবৃত হইয়া পড়িয়াছে, কেহ হঠাৎ ঐ পথে অগ্রসর হইলেও অবস্থা তাড়িত হইয়া ধীর স্থির বিবেচনার পর প্রত্যাবর্তনই অধিক যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইছলামের প্রতি বিদ্বেষ-দুষ্ট খৃষ্টান লেখকগণ এবং তাহাদের অন্ধ অনুসারী কোন কোন হিন্দু লেখক ইছলামের বিবাহ ও তালাকের মধ্যে দুইটি বড় দোষ আবিষ্কার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। তাহাদের প্রথম আবিষ্কার এই যে কোরআনে বৈবাহিক বন্ধন— অত্যন্ত শিথিলরূপে অঙ্কিত হইয়াছে। যে কোন সময় কারণে অকারণে পুরুষের খোশ-খেয়াল মত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইতে ও জোড়া লাগিতে পারে। দ্বিতীয়, বৈবাহিক সংমিলন বা বিচ্ছেদে নারীর স্বাধীন মতামত বা অধিকার বলিয়া কিছু নাই, তাহারা স্বামীর খেলার পুতুল মাত্র। প্রথম অভিযোগ যে কত বড় ডাহা মিথ্যা তাহা উপরের আলেচনায় নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে, দ্বিতীয় অভিযোগও কিরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা বেসাতির পরিচায়ক তাহাও ইনশাআল্লাহ ইছলামে স্ত্রীর অধিকার সম্পর্কীয়— আলোচনায় পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই খৃষ্টান ধর্মে স্ত্রীর যে একটি মাত্র অপরাধে স্বামীকে স্ত্রী-পরিত্যাগের অধিকার দেওয়া হইয়াছে স্বামীর অনুরূপ অপরাধে স্ত্রীর সেই অধিকারটুকুও স্বীকৃত হইয়াছে কি? আজ খৃষ্টান দেশসমূহে নারীকে স্বামী পরিবর্তনের যে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহার ফলে দাম্পত্য বন্ধন একটি ভয়াল অভিশাপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে তাহা কি তাহাদের ধর্মীয় অনুশাসনকে — স্বীকার করিয়া, না ধর্ম-গ্রন্থকে নর-নারীর পার্থিব সংমিলন ব্যাপারে অবাঞ্ছিত কাগজের টুকরা রূপে দূরে নিক্ষেপ করিয়া? আর হিন্দুশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদ ব্যাপারে সামান্যতম ছিদ্র পথও উন্মুক্ত না রাখার

www.ahlehadeethbd.org

ফলে দুষ্কৃতকারী স্বামীর পাশবিক আচরণের যূপকাষ্ঠে নারীত্বের মানবীয় সত্ত্বাকে বলি দিয়া বুক ফাটা—বেদনায় অভাগা নারীদের গুমরিয়া মরার অথবা — আত্মহত্যার সহজ পন্থায় মুক্তির পথ বাছিয়া লওয়ার যে দৃষ্টান্ত অহরহ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রতিকারের কোন পন্থা-আবিষ্কার হিন্দু শাস্ত্র মন্থন পূর্বক আজও সম্ভব হইয়াছে কি? ফলে আর্য সমাজ হইতে শুরু করিয়া গান্ধিজীর সমাজ-সংস্কার প্রোগ্রামে—অত্যাচারিত, পরিত্যক্ত অথবা স্বামীর সংশ্রব-ত্যাগী হতভাগ্য নারীকে পরপুরুষের সহিত সংমিলনে—যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির অসাধু ইঙ্গিত প্রদান কিম্বা ব্রহ্মচর্যের সাধনায় যৌন আকাঙ্খার নিবৃত্তির অস্বাভাবিক সদুপদেশ বিতরণ ভিন্ন কোন স্বাভাবিক পথের সন্ধান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে কি?

নরনারীর দাম্পত্য জীবনের প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি করিয়া আমরা নারী-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের অধিকার ও পদমর্যাদার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। নারীর স্বাভাবিক জীবনে স্বাধারণতঃ তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম কন্যারূপে, দ্বিতীয় স্ত্রী ও গৃহিণীরূপে, তৃতীয় মাতারূপে।

নারী কন্যারূপে,

কন্যার জন্ম যুগে যুগে দেশেদেশে অশুভ ও অকল্যাণের বার্তা এবং অপমান ও লাঞ্ছনার কারণরূপে কল্পিত ও পরিদৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আজও — সাধারণ মানুষের ব্যবহারে কন্যা সম্বন্ধে রুচিবিকারের লক্ষণ সক্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। কন্যার জন্মরূপ লাঞ্ছনা ও অকল্যাণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া ইছলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে অনেক সময় কন্যা-শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত করিয়া ফেলা হইত। তাহাদের সম্বন্ধেই কোরআন মজীদে বলা হইয়াছে,—"তাহাদের মধ্যে কাহাকেও যখন কন্যা-জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন — রাগে তাহার চেহারা কালো হইয়া যায় এবং

واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم - يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء ما يحكمون -

এই অশুভ সংবাদের জন্য সে লোকের — নিকট হইতে মুখ লুকাইয়া ফেরে। সে ভাবিতে থাকে — উহাকে কি অপমান সহ্য করিয়া রক্ষা করিবে, না মাটিতে প্রোথিত করিয়া ফেলিবে? উহাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ!" শিশু-কন্যাদের এইরূপ জীবন্ত সমাধি প্রদানের কুপ্রথাকে ইছলাম পাশবিকতার নিষ্ঠুরতম প্রকাশ রূপে চিত্রিত করিয়া উহাকে চিরদিনের তরে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। জীবন্ত শিশুর সমাধিদাতাদিগকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে হাশরের মাঠে প্রোথিত কন্যাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে—কোন্ পাপে তাহাদিগকে নিহত بأى ذنب قتلت - করা হইয়াছিল?

পুত্র ও কন্যা— আল্লাহর সৃষ্টি-লীলা-রহস্যের দুই অপরিহার্য অঙ্গ এবং ধরণীর বুকে চলার পথে একে অপরের একান্ত কাম্য জীবন-দোসর। এই শাশ্বত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে চলমান জীবন-স্রোত হঠাৎ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। সুতরাং পুত্রের আবির্ভাব যদি উল্লাসের কারণ হয়, কন্যার জন্ম সংবাদে ব্যথিত ও দুঃখ প্রকাশের কোন হেতু নাই। তাই ইছলাম মানুষ হিসাবে পুত্র ও কন্যার মর্যাদার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টির প্রয়াস পায় নাই। উভয়ের আত্ম-প্রকৃতির পার্থক্য এবং গঠন-বৈচিত্র ও কর্মক্ষেত্রের তারতম্যানুসারে শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ের ভিতর বৈশিষ্ট্যের ভেদ-রেখা অবশ্য টানিতে হইবে কিন্তু কন্যা বলিয়া তাহাদিগকে কোনক্রমেই অবহেলা করা চলিবে না। ইছলামী বিধানে উভয়ের প্রতি সম-আচরণ প্রদর্শন এবং শিক্ষা ও — তদ্বিষয়ের সমসুযোগ প্রদানের কথাই উচ্চারণ করা হইয়াছে। যে বিদ্যা শিক্ষাকে ইছলামে অবশ্যকর্তব্য বলা হইয়াছে তাহা শুধু পুত্রদের জন্যই সীমাবদ্ধ করা হয় নাই। বরং কন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য হাদীছ শরীফে যথেষ্ট উৎসাহ-বাণী প্রদত্ত হইয়াছে। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— যে পিতার একটি মাত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাহাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে, তাহার সহিত অন্যায় কোন আচরণ না করে এবং পুত্রকে কন্যার উপর আসন না দেয় তাহা হইলে আল্লাহ এমন পিতাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ — করাইবেন,—আবুদাউদ। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার দুইটি কন্যাকে সাবালেগা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিপালন করিয়া, (হযরত দুই আঙ্গুল সংযুক্ত করিয়া বলিলেন) কিয়ামত দিবসে আমি এবং সে এইরূপ মিলিত থাকিব,— মুছলিম।

তারপর বিবাহিতা কন্যার সহিত পিতার কিরূপ আচরণ করা উচিত স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার সর্বোতম আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। জননী আয়েশা বলিতেছেন ফাতেমা যখন রছুলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট আগমন করিতেন তখন তিনি তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য আগাইয়া যাইতেন, তাঁহাকে হাত ধরিয়া আনিতেন, চুমা দিতেন এবং নিজের আসনের পাশেই তাহাকে বসাইতেন। কন্যার প্রতি পিতার স্নেহসিক্ত আচরণের এমন স্বর্গীয় ছবি এবং সম্মানপ্রদর্শনের এরূপ অনুপম আদর্শ জগতের অন্য কোন ধর্ম ও সমাজে আশা করা যাইতে পারে কি ?

কন্যাগণের উত্তরাধিকার :

ভ্রাতার বর্তমানে অন্যান্য ধর্মে সাধারণতঃ ভগ্নিগণ পিতামাতার উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে কিন্তু এই ব্যাপারেও ইছলাম কন্যাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে। কোরআন মজীদে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হইয়াছে— পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের (যেমন)— একটি অংশ আছে (তেমনি) পিতামাতা

للرجال نصيب مما ترك
الوالدان والاقربون
وللنساء مما ترك الوالدان
والاقرابون مما قل منه
اوكثر نصيبا مفروضا –

ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কম হউক বেশী হউক মেয়েদের একটি নিদিষ্ট অংশ রহিয়াছে।

ইছলাম কর্তৃক নির্ধারিত মুছলমান কন্যাদের এই দাবী হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

নারী—স্ত্রী ও গৃহিনী রূপেঃ

বিবাহে স্ত্রীর অনুমতি —

জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত বিবাহের উপর নির্ভর করে। এই সার্থক বিবাহ আবার স্বামী-স্ত্রীর মনের মিলের উপর— নির্ভরশীল। একজন যদি অপরজনকে পছন্দ করিতে ও ভালবাসিতে না পারে, উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা। এই জন্য পুরুষের যেমন তাহার ভাবী স্ত্রী নির্বাচনের অধিকার রহিয়াছে—ন্যায়-নীতির দিকদিয়া স্ত্রীরও অনুরূপ অধিকার থাকা প্রয়োজন। স্বভাব-ধর্ম ইছলাম তাই স্ত্রীর এই অধিকার স্বীকার না করিয়া পারে— নাই। কোন মুছলমান বয়স্কা মেয়েকে— সে বিধবা হোক কিম্বা কুমারী— তাহার স্পষ্ট অনুমতি ভিন্ন — কাহারও বিবাহ দেওয়ার সাধ্য নাই। শুধু অপরিণত-বয়স্কা কুমারীকে তাহার অভিভাবক বিবাহ দিতে পারে কিন্তু উক্ত মেয়ে বালেগা হওয়ার — সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা করিলে বিবাহ ছিন্ন করিতে পারে। সর্ব অবস্থাতেই বিবাহের কার্যকারিতার জন্য স্ত্রীর— প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ অনুমতিকে অপরিহার্য করিয়া রাখা হইয়াছে। এ সম্পর্কে হাদীছের বহু প্রমাণ— উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু স্থানাভাবে সে লোভ সংবরণ করিলাম।

স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার :

স্বামী যদি অত্যাচারী হয়, উভয়ের মধ্যে স্বামী তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া যদি জীবন বিষময় হইয়া উঠে—ইত্যাদি কারণে যদি আল্লাহর নির্ধারিত— সীমা-রেখা লঙ্ঘিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহা হইলে ইছলামের বিধান মতে স্ত্রী স্বামীর উপর খুল্‌আ বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দাবী করিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীকে তাহার প্রাপ্ত মোহরের সম্পূর্ণ কিম্বা অংশ বিশেষ প্রত্যর্পণ করিয়া খুল্‌আ' দাবী করিবে। স্বামী রাযি হয় ভাল নতুবা স্ত্রী তখন কাযীর নিকট তাহার অভিযোগ উত্থাপন এবং বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী জানাইবে। কাযীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যদি এই আস্থা জন্মে যে, সীমালঙ্ঘনের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তখন তিনি বিবাহ বিচ্ছেদের হুকুম দিবেন। কি কি কারণে এবং কি ভাবে এই সীমা লঙ্ঘিত হইতে পারে তাহার নির্দিষ্ট কোন সীমা নির্ধারিত হয় নাই। অবস্থাভেদে ইছলামী রাষ্ট্রের কাযি বা শাসনকর্তার বিবেচনা ও বিচারের উপরই তাহা নির্ভর করিবে। বস্তুতঃ রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় ব্যাপক কারণেই নারীরা তাহাদের অত্যাচারী অথবা অপছন্দশীল স্বামীর বৈবাহিক নিগড় হইতে মুক্তি লাভে সমর্থ হইয়াছে। স্বামী পাগল হইলে, তাহার শরীরে বড় রকম রোগ, গুপ্তাঙ্গের পীড়া বা অন্য কোন উল্লেখযোগ্য খুঁত প্রকাশ পাইলে স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকারিণী হইবে। মোট কথা স্ত্রীর যে সকল দোষের জন্য পুরুষ তাহার সহিত বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে,—পুরুষের মধ্যেও স্ত্রী সেইরূপ দোষ দেখিতে পাইলে সেও বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে,—(নয়লুল আওতার ও আলমুহাল্লা)। * কিন্তু স্বামীর তালাক ও স্ত্রীর খুল্‌আর ভিতর পার্থক্য এই যে স্বামী সরাসরি নিজেই অন্যনিরপেক্ষ ভাবে তাহার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রী তাহা পারে না. স্বামীর অনুমোদন অথবা শাসনকর্তার সিদ্ধান্ত [Sanction] উহার জন্য আবশ্যক। এইটুকু বাধা না থাকিলে পাশ্চাত্যের ন্যায় মুছলিম সমাজ জীবনেও দাম্পত্য বন্ধনের স্ক্রু একদম ঢিলা হইয়া পারিবারিক জীবনকে অশান্তির আকরে পরিণত করিয়া তুলিত।

সভ্যতাগর্বী পাশ্চাত্য জগত নারীর অধীকার ও স্বাধীনতার যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন আজ পর্যন্ত তাহারা স্ত্রীর স্বকীয় সত্ত্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে—পারে নাই। আমরা পূর্ব আলোচনায় দেখিয়াছি বিবাহের পর পরই পাশ্চাত্যের স্ত্রীরা শুধু তাহাদের পিতৃকুলের বংশ পদবীই হারাইয়া ফেলেনা নিজের পৈত্রিক নামটিকে পর্যন্ত বিসর্জন দিয়া স্বামীর নামের সহিত স্বীয় সত্ত্বাকে বিলীন করিয়া দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু মুছলিম নারীর নাম বিসর্জন দূরের কথা—নিজের সমস্ত সত্ত্বাকে চির-জাগ্রত এবং ব্যক্তিত্বকে চির-অম্লান রাখিতে সে সমর্থ। এ সম্বন্ধে আমেরিকার অন্যতম লেখক জর্জ পিয়ারী গ্র্যাবাইটের সাক্ষ্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—

A Muslim girl may marry ten times, but her individuality is not absorbed by that of her various husbands. She is not a moon that shines through reflected light, She is a solar Planet with a name and legal personality of her own.

"মুছলিম নারী প্রয়োজন হইলে দশবার বিবাহ করিতে পারে কিন্তু কোন স্বামী কর্তৃকই তাহার স্বকীয় ব্যক্তিত্ব রাহুগ্রস্থ হওয়ার উপায় নাই। মুছলিম নারী চন্দ্রের ন্যায় প্রতিফলিত সৌর-করে আলো বিতরণ করেনা, সে স্বয়ং-দীপ্ত একটি সমুজ্জ্বল গ্রহ, তাহার যেমন নিজস্ব নাম থাকে তেমনই থাকে—আইনানুগ স্বকীয় ব্যক্তিত্ব।"

ইছলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে যে কর্তব্য বিভক্ত করিয়া দিয়াছে তাহারই ফলে পুরুষের উপর বর্তাইয়াছে তাহাদের স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত ভাবে আহার ও পোষাক সরবরাহ করার দায়িত্ব। তাই পুরুষদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের হস্তে যেধন দেওয়া হইয়াছে, তাহাদ্বারা তোমাদের স্ত্রীদিগকে খাওয়াও এবং পোষাক দাও।

ইছলামের বিধানমতে পুরুষ পরিশ্রম করিয়া বাহির হইতে অর্থ উপার্জন করিয়া আনিবে এবং নারী তাহাদ্বারা পারিবারিক খরচ নির্বাহ করিবে। বুখারী ও মুছলিমের বিভিন্ন হাদীছের মর্মানুসারে একথা বলা যাইতে পারে যে সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচ সরবরাহ না করে—স্বামীর অগোচরেই স্ত্রী তাহার সাধ্য-মাফিক খরচ সম্পন্ন করিতে পারিবে। গৃহিণী নারী স্বামীর সম্মতিসাপক্ষে স্বামীর কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করিয়া পোষাক ও আহার্য দ্রব্য বিতরণ করিলে তজ্জন্য উপার্জনকারী স্বামী এবং বিতরণকারিণী স্ত্রী উভয়েই পুণ্য প্রাপ্ত হইবে।

ইছলাম স্ত্রীকে স্বামীগৃহে সম্রাজ্ঞীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। গৃহের খরচ পত্র নির্বাহ, জিনিষপত্রের গোছগোছাল, সর্বকার্যে শৃঙ্খলা

* তর্জুমানুল হাদীছ—তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা—৪১পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিধান এবং শাস্তি স্থাপন প্রভৃতি গুরুদায়িত্বগুলি স্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়াছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার এই পরম দায়িত্বের কথা নিম্নোক্ত বাণীর ভিতর সংক্ষিপ্ত অথচ অতিসুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,— "স্ত্রী তাহার স্বামী গৃহের المرأة راعية على بيت এবং সন্তানের তত্ত্বা- زوجها وولده — বধায়ক—রাখালিনী"। কিয়ামতের দিবস এই— অর্পিত দায়িত্বের জন্য তাহাকে জবাবদিহী করিতে হইবে। এই কর্তব্য ও দায়িত্ব সঠিকভাবে প্রতি-পালিত হইলেই স্ত্রী-জীবনের চরম সার্থকতা। নারীর নিজস্ব কর্মক্ষেত্র—গৃহের আঙ্গিনা পরিত্যাগ করিয়া তথা পারিবারিক ও গার্হস্থ জীবনকে বিশৃংখলা ও অরা-জকতার মুখে ঠেলিয়া ফেলিয়া যখন সে অর্থো-পার্জনের জন্য বাহিরে পুরুষের সহিত তাহার স্বভাব-বিরোধী কার্যে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তখনই আল্লাহর অভীপ্সিত সামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট হইয়া নানারূপ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়া যায়।

তবে কি ইছলাম নারীদিগকে কোন অবস্থা-তেই অর্থোপার্জনে অনুমতি দেয় নাই? অর্থোপার্জনে তাহাদের উপর সর্বাবস্থায় বাধা-নিষেধ আরোপ— করা হয় নাই। তাহারা যেমন অর্থ ও সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হইতে পারে তেমনই স্বয়ং অর্থও উপার্জন করিতে পারে। স্ত্রী ও গৃহিণীরূপে তাহার প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করিয়া গৃহে বসিয়া— নানারূপ নারীসুলভ কার্য করিয়া অথবা ইছলামী পর্দা বজায় রাখিয়া চাকুরী, ব্যবসায়, শিক্ষকতা, সেবা-পরায়ণতা, (Nursing) প্রভৃতি, এমন কি জাতির সঙ্কট-মুহূর্তে প্রয়োজন হইলে জেহাদের মাঠে সাধ্যানুসারে তাহাদের উপযোগী কাজে সাহায্যপ্রদানের জন্য অগ্র-সর হইতে পারিবে। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অথবা তাহার উপার্জিত অর্থের উপর ইছলাম তাহার ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছে। স্বামী বা অন্য কাহারও এই অর্থে হস্তক্ষেপ করি-বার কোন অধিকার নাই। উহার ব্যবহার, সম্প্র-দান, বিক্রয়, হস্তান্তর প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীর ইচ্ছাধীন এবং স্বাধীকারভুক্ত। এমন কি স্ত্রীর নিজের প্রয়ো-জনীয় আহার এবং পোষাকের জন্য উহা হইতে এক কপর্দকও ব্যয় করিতে সে বাধ্য নহে, কারণ উহার সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহার স্বামীর। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার এই স্বাতন্ত্র্য কখনও উভ-য়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর খাড়া করিয়া তুলিবেনা অথবা দাম্পত্যজীবনে অশান্তির আগুন উৎপাদিত হয় এরূপ পথে পরিচালিত করিবে না। স্বামীর বন্ধুর জীবন পথের চিরসঙ্গিনী, তাহার অভাব ও দৈন্যের পরিপূরিকা, দুঃখ ও সুখ; বিপদ ও আপদ, আনন্দ ও বেদনার সম অংশ-ভাগিনী নারী। হৃদয়ের— সহৃদয়তা, প্রেম ও প্রীতির সিক্ত রসে স্বামীর — উষর জীবনভূমিকে নিষিক্ত করিয়া তুলিতে স্ত্রী আগা-ইয়া আসিবে এবং যে মহান উদ্দেশ্যে তাহাদের সৃষ্টি, উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া তাহা সফল ও সার্থক করার জন্য সত্যকার সাধনায় প্রাণপাত করিবে। বাস্তব শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং জীবনের সার্থকতা লাভের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক পথ এবং ইছলাম ঠিক এই পথের সন্ধানই দিয়া গিয়াছে।

নারী মাতারূপে,

স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর দেহের অণুপরমাণুতে, তাহার অন্তরের পরতে পরতে যে আকাঙ্খা আশৈশব জাগ্রত হইয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিপুষ্টি লাভ করিতে করিতে অবশেষে তাহার উদ্বেলিত যৌবনে তীব্র এক আকুলিত বাসনায় দেহ মনকে ব্যস্ত-ব্যাকুল করিয়া রাখে তাহারই ফলে সন্তান গর্ভ-ধারণ ও প্রস-বের সমস্ত কষ্ট ও বিপদ হাসিমুখে বরণ করিতে সমর্থ হয়। সে তাহার চির আকাঙ্ক্ষিত শিশুরত্নকে কোলে পাইয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া এক অনির্বচনীয় স্বর্গসুখ অনুভব করিতে থাকে। তারপর সে নিজের দেহক্ষরিত দুগ্ধে, স্নেহ-মধুর আচরণে এবং সযত্ন প্রচে-ষ্টায় শিশুকে প্রতিপালন করিতে থাকে। এইভাবে মানব-শিশু যখন নিখিল-সৃষ্টির সেরা—পূর্ণ পরিণত মানুষরূপে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মহান দায়িত্ব স্কন্ধে গ্রহণের উপযুক্ত হইয়া উঠে তখনই নর-নারীর বৈবা-হিক মিলন সফল হয়, মাতার মাতৃত্ব সার্থকতায় ভরিয়া উঠে। এই সফল ও মহান মাতৃত্বের —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গৌরব অর্জনই নারী-জীবনের পরম সার্থকতা, চরম পরিতৃপ্তি। যে নারীর অন্তরে এই মাতৃত্বের স্বাভাবিক আকাঙ্খা জাগ্রত হয়না নিশ্চিত রূপে বুঝিতে হইবে তাহার কোন স্বভাব-জাত দোষ আছে, নতুবা আপাতঃ মধুর কৃত্রিম পরিবেশে তাহার রুচি বিকার গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে, যে নারী মাতৃত্বের আকাঙ্খাকে জোরপূর্ব্বক দাবাইয়া দিয়া কেবলযৌন লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইতে থাকে, জীবনে শান্তির আস্বাদন সে কখনও কল্পনা করিতে পারেনা, যে নারী অনুমোদিত দাম্পত্য জীবনের বোঝা স্বীকার না করিয়া অবাঞ্ছিত উপায়ে মাতৃত্বের আকাঙ্খা—পরিতৃপ্ত করিতে চাহে, সে কস্মিনকালে মাতৃ-দায়িত্ব পালন করিতে পারেনা, আর যাহারা নারীদিগকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বিশেষ মনে করিয়া প্রসূতি ও প্রসূত উভয়কে বিযুক্ত করিয়া মানব-সন্তানকে—পিণ্ডসদন নামক ঢালাই-ছাঁচে যন্ত্র-মানব তৈয়ারের অপচেষ্টায় লাগিয়া গিয়াছে, তাহারা মনুষ্যত্বের স্বর্গীয় মহিমা হইতে মনুষ্যকুলকে বঞ্চিত করিয়া আশিসপূত মানবের স্বর্গীয় শক্তিকে অভিশপ্ত দানব শক্তিতে রূপান্তরিত করার অপবিত্র সাধনায় মাতিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু ইছলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে বিবাহের পুণ্য-মধুর মিলন ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া এক দিকে যেমন ধরাবক্ষে মানবজাতির জীবন-প্রবাহ চলমান রাখিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছে, তেমনি তাহাদের মিলন-জাত সন্তানের প্রতিপালন এবং উপযুক্ত তরবিয়তের সাহায্যে প্রকৃত মানুষরূপে গড়িয়া—তুলিবার জন্যও নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি এই প্রতিপালন ও শিক্ষা দানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ মা'কেই গ্রহণ করিতে হয়। মাতা কর্তৃক সন্তান গর্ভধারণ, প্রসবক্রিয়া এবং দুই আড়াই বৎসর—পর্যন্ত আপনার শরীরের সারৎসার-দুগ্ধ দিয়া সন্তান প্রতিপালনকে ইছলাম ইয়াহুদ ও খৃষ্ট ধর্মের ন্যায় আদি নারীর ভুলের প্রায়শ্চিত্তরূপে কথিত না করিয়া তাহার কষ্ট ও সাধনার উপলব্ধি ও পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে এবং সন্তানদিগকে আল্লাহর পরই মাতৃজাতির প্রতি যথা-কর্তব্য পালনের নির্দেশ ও প্রচুর তাকীদ প্রদান করিয়াছে। কোরআন মজীদে বলা হইয়াছে, আমরা মানুষকে— ووصينا الانسان
নির্দেশ দিয়াছি যেন — بوالديه حسنا -
সে তাহার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে :—
আন্‌কাবূত, ৭ আয়ত।

এক ব্যক্তি রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উপর সর্বাপেক্ষা অধিক হক কাহার? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমার মার, সে বলিল, তারপর? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তোমার মার, সে বলিল, তারপর? হুযুর (দঃ) বলিলেন, তোমার মার, সে বলিল, তারপর? হুযুর (দঃ) বলিলেন তোমার পিতার— বুখারী।

হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক বর্ণিত আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তাহার — নাসিকা ভূলুণ্ঠিত হউক, তাহার নাসিকা — ভূলুণ্ঠিত হউক, তাহার নাসিকা ভূলুণ্ঠিত হউক, বলা হইল হে রছুলুল্লাহ (দঃ), কাহার? হুযুর বলিলেন, যে ব্যক্তি তাহার পিতামাতা দুইজন—কিম্বা একজনকে বার্ধক্যের অবস্থায় পাইল অথচ (তাহাদিগকে সেবা বা সদ্ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া) বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিলনা।

رغم انفه رغم انفه رغم انفه قيل من يا رسول الله قال من ادرك والديه عند الكبر احدهما اوكلاهما ثم لم يدخل الجنة -

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, "আল্লাহ তা'লা তোমাদের উপর মা'র অবাধ্যচরণকে হারাম করিয়াছেন— বুখারী।

আবু দাউদের এক হাদীছে রছুলুল্লাহ (দঃ)—বলিয়াছেন, "আমি এবং সেই স্ত্রীলোক কেয়ামত দিবসে পরস্পর সংযুক্ত দুই আঙ্গুলীর ন্যায় মিলিত থাকিব যে তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর শারীরিক উপযোগিতা ও পদমর্যাদা সত্ত্বেও অন্য বিবাহ না করিয়া ইয়াতীম সন্তান-সন্ততির লালন পালনে নিজেকে —নিয়োজিত রাখিল,— আবুদাউদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক ব্যক্তি হযরতের (দঃ) নিকট আসিয়া জেহাদে গমনের আগ্রহ প্রকাশ করে, কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) তাহার মা বর্তমান আছেন শুনিয়া বলেন, "তবে তাহারই নিকট فالزمها فان الجنة عند رجلها — অবস্থান কর, কারণ বেহেশ্‌ত তাহারই পায়ের সন্নিকট।"

অন্য এক হাদীছে রছুলুল্লাহ (দঃ) স্পষ্টতর ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন, الجنة تحت اقدام امهاتكم — "বেহেশ্‌ত তোমাদের জননীদের পদতলে অবস্থিত।"

সম্মানের এমন গৌরবোজ্জ্বল সুউচ্চ সিংহাসনে মাতৃজাতি কোনদেশে কোনধর্মে আজ পর্যন্ত উপবিষ্ট হইতে পারে নাই। যে কোন মুছলিম নারী এই অতুলনীয় গৌরবের অধিকারিণী হইতে পারে কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে তাহাকে মাতৃত্বের মহান গুণে বিভূষিতা অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সম্মিলন ও সন্তান ধারণ এবং মাতার বিশিষ্ট দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ও কর্তব্যপরায়ণ হইতে হইবে। আপন কর্তব্য—বিস্মৃত হইয়া, নিজস্ব কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া—বহির্জগতে পুরুষের সহিত আপন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অশুভ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া এই গৌরব অর্জন কস্মিনকালেই সম্ভবপর নহে।

নারীর ধর্ম-ক্রিয়া সম্পর্কীয় অধিকার:

জগতের প্রচলিত ধর্মে আমরা দেখিতে পাই নারী কোথাও ধর্মগ্রন্থ পাঠে এমন কি শ্রবণে বঞ্চিত, কোথাও নির্দিষ্ট ক্রিয়া-কর্ম-সম্পাদনে আর কোথাও বা ধর্মশালায় প্রবেশাধিকার বিরহিত। মোটের উপর পার্থিব—বিষয়ের ন্যায় ধর্মও স্বার্থবাদী পুরুষের একচেটিয়া—অধিকারভুক্ত। ইছলাম এই অন্যায় ও অসঙ্গত ধর্মীয় বৈষম্যের মূলদেশ কর্তিত করিয়া অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ধর্মীয় ব্যাপারেও নর ও নারীকে সমমর্যাদায়—প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে।

কোরআন মজীদে কত জায়গায় যে নর-নারী প্রসঙ্গ একই সঙ্গে উত্থাপিত, ধর্মীয় কর্ম ও কর্তব্যাদি সম্পাদনের জন্য একই সঙ্গে উৎসাহিত এবং উভয়ের জন্য সমভাবে আল্লাহর ক্ষমা ও পুরস্কারের শুভবার্তা বিঘোষিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হযরতের (দঃ) সময় নারীরা মছজিদে গিয়া নামায পড়িতেন, পুরুষদের ইহাতে বাধা দেওয়ার কোন অধিকার—ছিলনা। হযরতের (দঃ) নির্দেশে বৃদ্ধা যুবতী নির্বিশেষে সমস্ত নারী এমন কি রজঃস্বলা অন্তঃপুরবাসিনী এবং বস্ত্রহীনাগণ বস্ত্র ধার করিয়াও ঈদের নামাজে অথবা দোওয়ায় অংশ গ্রহণ করিতেন। ইছলামের অন্যান্য আরকান—কালিমা, যাকাত, রোযা ও হজেও নর নারীর সমান অধিকার ও দায়িত্বের কথা ইছলাম ১৪০০ বৎসর পূর্বেই জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়া রাখিয়াছে। হজের সময় অগণিত পুরুষের পাশেই নারীরা যখন একই সঙ্গে পবিত্র কা'বা প্রদক্ষিণ—করিতে থাকে তখন সাম্যের যে মোহনীয় মূর্তি চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহা সত্যই অনুপম—অতুলনীয়।

উপসংহার,

সমাজ-জীবনে ইছলাম নারীকে যে স্থান ও পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, যে অধিকার—তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে এবং যে কর্তব্য-ভার তাহার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছে, আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে মোটামুটি ভাবে উহা আলোচনা করিলাম। ইছলামী পর্দা ও নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা স্থগিত রাখিয়া আপাততঃ নারী সম্পর্কীয় লিখা এইখানেই সমাপ্ত করিলাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার জীবিত কালেই আরবের জাহেলী যুগের ভেদদুষ্ট, শোষণ-পীড়িত ও কীট-দষ্ট সমাজের ধ্বংস স্তূপের উপর সম্পূর্ণ—নূতন আকারে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে নর-নারীর মিলিত শান্তি-সমৃদ্ধ সমাজ-জীবনের দৃঢ় বুনিয়াদ রচনা করিয়াছিলেন। ইছলামের স্বর্ণযুগে পৃথিবীর দিকে—দিকে প্রান্তে প্রান্তে ইছলামের সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সমাজ জীবনের ঐ সমুজ্জ্বল আদর্শ ও গৌরব-দীপ্ত তমদুনের রংমশাল দুনিয়ার সর্বব্যাপী অন্ধকার,—পাপ ও আঁধার দূরভূত করিয়া এক কল্যাণপূত পরিবেশ সৃষ্টির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। আজ নানা কার্যকারণপরম্পরায় ভ্রান্ত মতবাদে দীক্ষিত ও মায়া-মরীচিকায় বিভ্রান্ত দুনিয়া অস্বাভাবিক ও বক্র-বন্ধুর পথে হাঁটিতে গিয়া কেবলই হোঁচট খাইয়া মরিতেছে। ইছলাম পুনঃ সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শান্তির সেই সরল ও স্বাভাবিক পথে মানব-মণ্ডলীকে উদাত্ত আহবান জানাইতেছে। বিভ্রান্ত জগত উহাতে সাড়া দিবে কি? নব জীবনের পথ-যাত্রী স্বয়ং মুছলিম সমাজ আপন আলোক বর্তিকাকেই একমাত্র জীবনদিশারী-রূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে কি?

www.ahlehadeethbd.org

জাতীয় ভাষার ফর্মূলা

রাগিব আহ্‌ছান, এম, এ।

[মওলানা রাগিবআহ্‌ছান ছাহেবের নাম শিক্ষিতদলের এবং মুছ্‌লিমলীগের নূতন ও পুরাতন নেতৃবৃন্দের অজ্ঞাত নয়। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত সুপরিচিত না হইলেও তাঁহার রচনা ও ভাবধারার সহিত আমাদের জানাশুনা আছে। আমরা তাঁহার সমুদয় মতবাদের সমর্থক নই, বিশেষতঃ বক্ষমান নিবন্ধে আলোচিত অনেক বিষয়ে আমরা লেখকের সহিত একমত হইতে পারিনাই। তথাপি তিনি যে আদর্শবাদী এবং প্রসিদ্ধ চিন্তক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার এবং ভাবিয়া দেখার জন্য আমরা তাঁহার নিবন্ধটী হু-বহু অনুদিত করিয়া দিতেছি, —তর্জুমান সম্পাদক।]

পাকিস্তানের ন্যায় যুক্তজাতীয় (Uni-national) অথচ বিভিন্নভাষী (Multilingual) দেশ এবং আদর্শবাদী রাষ্ট্র, যাহার ভিত্তি দ্বিজাতীয় পরিকল্পনা এবং ইছ্‌লামী একত্বের নীতির উপর ইছ্‌লামী জীবনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তাসাধন কল্পে স্থাপিত হইয়াছে, আদর্শ ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি ও ঔচিত্যের দিক দিয়া তাহার ভাষাসম্পর্কিত নীতি নিম্নরূপ হইতে পারে—

১। আরাবীর সর্বস্বীকৃত শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ রাখিয়া পাক-সরকার সরকারীভাবে উহার পৃষ্ঠপোষকতা এবং উহার উন্নতিবিধান ও প্রচারণার নীতি গ্রহণ করিবেন, কারণ আরাবী কোরআন ও ইছ্‌লাম জগতের আন্তর-জাতীয় ও আন্তর-ইছ্‌লামী ভাষা।

২। পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় ভাষা—এবং বিভিন্ন প্রদেশের মিলিত ভাষা [Lingua Franca] রূপে উর্দুর উন্নতি সাধন এবং ব্যাপক প্রচারের জন্য পাক সরকার তৎপর হইবেন। উহাকে কেন্দ্রের—সরকারী ভাষার আসন দান করিবেন। কারণ পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশগুলিকে মিলিত ও সংগঠিত করার পক্ষে উর্দু প্রীতির বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের বাহন।

৩। মুছলমানী বাঙলাকে সর্বস্বীকৃত প্রাদেশিক ভাষারূপে পাক সরকার পূর্বপাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারী ভাষার আসন দান করিবেন এবং ইছ্‌লামী নীতির বুনিয়াদে উহার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা করিবেন। নিম্নলিখিত ফর্মূলায় বর্ণিত দফাগুলির ব্যাখ্যা রহিয়াছে—

আরাবীর আন্তর্জাতিক আসন ও উহার শ্রেষ্ঠত্ব,

প্রথম, পাকিস্তান কোরআনী ভাষারূপে আরাবীর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুছ্‌লিম জগতের আন্তর-ইছ্‌লামী ও আন্তর-জাতীয় সম্পর্কের দিক দিয়া ইছ্‌লামী ভাষারূপে উহার গুরুত্ব সরকারী ভাবে মানিয়া লউন। আরাবীর প্রচার ও উন্নতিবিধান কল্পে ইছ্‌লামী সংস্কৃতি ও আদর্শের কেন্দ্রগুলি এবং আরাবী ও ইছ্‌লামী মাদ্‌রাছা সমূহের সংস্কার ও উন্নতিসাধন কল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম অবলম্বন করুন।

আন্তর-প্রাদেশিক, কেন্দ্রীয়, সরকারী ও জাতীয় ভাষারূপে উর্দুর গুরুত্ব,

দ্বিতীয়, পাকিস্তান উর্দুকে বিভিন্ন প্রদেশের মিলিত ভাষা, লিংগুয়াফ্রাংকা এবং কেন্দ্রের সরকারী ও পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করুন। সমুদয় প্রদেশে এবং পাকরাষ্ট্রের অধীনস্থ রাজ্যসমূহে উর্দুর প্রচার ও উন্নতি সাধনের সুনির্দিষ্ট পন্থা অনতিবিলম্বে অবলম্বিত হউক। অনতিবিলম্বে সমুদয় প্রদেশে অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা [Compulsory Second Language] রূপে উর্দু প্রবর্তন করা হউক। কেবল ইছ্‌লাম এবং উর্দুভাষা এই দুইটী রূহানী বন্ধনের সাহায্যেই পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ, গোত্র, সমাজ এবং ভাষাগত দলগুলি অখণ্ড ও অদ্বিতীয় ইছ্‌লামী মিল্লতরূপে সংগঠিত ও সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইছ্‌লাম আর উর্দুকে নস্যাৎ করার পর পাকিস্তানের কোন রূহানী ভিত্তি, আদর্শগত বুনিয়াদ এবং সাং-

www.ahlehadeethbd.org

স্কৃতিক উপাদান অবশিষ্ট থাকেনা। ইছলাম আর উর্দূর সংমিশ্রণ ব্যতীত পাকিস্তান কিছুতেই কায়েম থাকিতে পারেনা।

প্রদেশের সরকারী ভাষারূপে বাঙলার স্বীকৃতি লাভ,

তৃতীয়, পূর্ববাংলার প্রাদেশিক সীমানার মধ্যে মুছলমানী বাঙলাকে সরকারী, আদালতী এবং—শিক্ষার মাধ্যম ভাষারূপে গ্রহণ করা হউক, যেমন ভারতরাষ্ট্র পশ্চিম বাংলায় সাংস্কৃতিক বাঙলাকে—প্রাদেশিক ভাষারূপে মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু সংগে সংগে পূর্ববাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশগুলির বিদ্যালয়-সমূহে মাতৃভাষার সহিত উর্দূ অবশ্য পাঠ্য দ্বিতীয় ভাষা রূপে বলবৎ হওয়া চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য, মুছলমানী বাঙলা দোভাষীর নূতন ভাবে উন্নতিসাধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা, যাহাতে পূর্ব-বাংলার মুছলমানী বাঙলা পশ্চিম বাংলার ব্রাহ্মণী সাংস্কৃতিক বাঙলার হিন্দুয়ানী প্রভাব হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারে এবং উহা একটী ইছলামী ও পাকিস্তানী ভাষায় পরিণত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বাঙলা,

চতুর্থ, ব্যবহারিক সুবিধা ও ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে, কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ-সমূহে, সাধারণ বিজ্ঞপ্তি, যোগাযোগ এবং ডাক—বিভাগে বাঙলা ভাষা স্বীকৃত হউক। সরকারী চিঠি পত্র, সংবাদ ও সাময়িক পত্র, মুদ্রা, কারেন্সী-নোট এবং পোস্টাল ফরম ইত্যাদি উর্দূর সংগে মুছলমানী বাঙলাতেও প্রচারিত হউক।

পশ্চিম পাকিস্তানে বাঙলার পঠন, পাঠন ও প্রচার,

পঞ্চম, কেন্দ্রীয় সরকার করাচী, লাহোর এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে মুছলমানী বাঙলার পঠন, পাঠন ও প্রচার কার্যের ব্যবস্থা অবলম্বন করুন যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাহুর দৃষ্টিভংগীর দূরত্ব বিদূরিত হইয়া আপোষের ভাব জাগ্রত হয় এবং কৃষ্টিগত সামঞ্জস্য দানা বাঁধিতে পারে। যে—সকল কর্মচারীর পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োগ হইবে তাঁহা-দের পক্ষে বাংলার অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক হওয়া চাই।

মুছলমানী বাঙলা আরাবী হস্তাক্ষরে,

ষষ্ঠ, পলাশীযুদ্ধের (১৮৫৭ ইং) অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মুছলমানী বাঙলা যেরূপ ভাবে আরাবী হস্তা-ক্ষরে [Script] লিখিত হইত, পুনর্বার সেই অক্ষরে লিখিত হউক। শুধু আরাবী হস্তাক্ষরের সাহায্যেই ইছলামী বুনিয়াদে বাঙলার পক্ষে উন্নতিশীল—ভাষায় পরিণত হওয়া সম্ভবপর।

রুশ ও সুইজারল্যাণ্ডে অভিন্ন হস্তাক্ষর,

ইহা লক্ষ করা উচিত যে, পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র এবং জাতির মধ্যে এক বা একাধিক রাষ্ট্রভাষা দুই প্রকার হস্তাক্ষরে লিখিত হয়না। সোভিয়েট ইউ-নিয়নে বিভিন্ন জাতির কন্‌ফিড্রেসীর ভিতর এবং সুইজারল্যাণ্ডের জর্মন, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয় প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির কনফিড্রেসীর ভিতর, অন্তরভুক্ত রাষ্ট্র-গুলির কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার থাকা সত্বেও সমুদয় রাষ্ট্রে সমস্ত সরকারী ভাষা একই হস্তা-ক্ষরে লিখিত হয়। রুষে যেমন সাইরিলিক (Cyrillic) হস্তাক্ষর সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, তেমনি সুইজা-রল্যাণ্ডে জর্মন, ফ্রেঞ্চ ও ইতালীয়, সকল জাতি ও ভাষাভাষীর পক্ষে লেটিন হস্তাক্ষর বাধ্যতামূলক—রহিয়াছে।

ব্যবস্থা ও ব্যবহারিকতার দিক দিয়াও কেন্দ্রীয় দফ্‌তরে আরাবী ও সংস্কৃত হস্তাক্ষরের দুই প্রকার ফাইল ও রেকর্ড রক্ষা করা সম্ভবপর নয়।

জাতীয় ভাষার প্রশ্ন মুছলিম সমাজের আভ্যন্তরীণ সমস্যা,

সপ্তম, পাকিস্তান একটী আদর্শবাদী ইছলামী রাষ্ট্র, ইহার ভিত্তি দ্বিজাতীয় দৃষ্টিভংগী এবং মুছলিম জাতীয়তার অদ্বৈততার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার লক্ষ ইছলামী কৃষ্টি ও জীবনপদ্ধতির উন্নয়ন সাধন। অতএব পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা সমস্যার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমাধান রাষ্ট্রের কেবল মুছলমান নাগরিকরাই সম্মিলিত ভাবে করার অধিকারী। হিন্দুরা ইছলামী জীবন দর্শন ও ইছলামী জাতীয়তার উপর ঈমান স্থাপন করেননাই, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ব-পাকিস্তানকে হিন্দুবাংলার সহিত যুক্ত করা, অতএব তাঁহাদিগকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার প্রদান করা যাইতে পারেনা। রুষ একটী আদর্শবাদী রাষ্ট্র, তাই যাহারা কম্যুনিজমকে মানিয়া লইয়াছে, তাহারা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির তথায় রাষ্ট্রের মৌলিক ও—বুনিয়াদী বিষয় সম্বন্ধে কোন অধিকার নাই। ভারত রাষ্ট্রও প্রকাশ্যতঃ একটী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী এবং উহার হস্তাক্ষর দেবনাগরী নির্বাচন করার ব্যাপারে মুছলমানদের দাবীর কোনই পরওয়া করা হয় নাই, কংগ্রেসী মুছলমানদেরও কোন আপত্তি গ্রাহ্য হয় নাই, এমন কি শিক্ষাসচীব মওলানা আবুল কালাম আযাদ যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন যে, অন্ততঃ সরকারী প্রচারপত্র সমূহে দেবনাগরীর সংগে উর্দু হস্তাক্ষরও বলবৎ থাকুক, তাহাও বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু সংখ্যাগুরু দল স্বীয় ব্রাহ্মণী হিন্দু সংস্কৃতি এবং হিন্দু জাতীয়তার সংরক্ষণ কল্পে শুধু হিন্দী আর দেবনাগরীকে কেন্দ্রের সরকারী ভাষা মানিয়া লইয়াছে এমন কি গান্ধীজীর নীতিকেও বর্জন করিয়াছে। পাকিস্তানের সম্মিলিত জনসংখ্যা কাশ্মীর, গিলগিট ও—ইয়াগিস্তানের গোত্রগুলি বাদ দিলে ৬ কোটি ৭০ লক্ষে দাঁড়ায়। ইয়াগিস্তান ও কাশ্মীরের মুছলমানগণ ছাড়াই পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষ আর পূর্বপাকিস্তানের মুছলিম অধিবাসীদের সংখ্যা তিন কোটি। কাশ্মীর ও ইয়াগিস্তান ছাড়াই মুছলমানগণের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানেই বেশী এবং বাঙলাভাষী মুছলমানগণ সংখ্যালঘু।

কোনরূপ প্রতিবাদের আশংকা না করিয়া ইহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পার যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ মুছলিম নাগরিক উর্দুকে কেন্দ্রীয় ভাষার পরিণত করার পক্ষপাতি। বাংলার ১ কোটি বিশ লক্ষ হিন্দু অধিবাসীদিগকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা নির্বাচন করার ভোটাধিকার প্রদান করা যাইতে পারেনা, কারণ তাঁহারা আজ পর্যন্ত যে নীতির—উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত, সেই দ্বিজাতীয় নীতি গ্রহণ করেননাই বরং সব সময় উহার বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন এবং পাক বাংলাকে হিন্দু বাংলার সহিত যুক্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার প্রশ্ন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মুছলমানদের নিজস্ব ও ঘরোয়া ব্যাপার। ইহা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাঙালী গোষ্ঠির প্রশ্ন নয়।

বংগ বিভাগ বাঙলাভাষী জাতীয়তাকে খতম করিয়া ফেলিয়াছে,

পাকিস্তান ইছলাম ও হিন্দুত্বের ধর্মীয় ভেদরেখার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে. ভাষাগত জাতীয়তা পাকিস্তানের দৃষ্টিভংগীতে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইলে পূর্ব বাঙলা পশ্চিম বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতনা এবং পূর্ব পাঞ্জাব পশ্চিম পাঞ্জাব হইতে কর্তিত হইতনা, সিলহেট আসাম হইতে পৃথক হইতনা। বাংলা ও পাঞ্জাবের বিভাগ ভাষা ও গোত্রগত যাবতীয় ঐক্যের অবসান ঘটাইয়াছে, উহা ঈমানী ঐক্য এবং ইছলামী ভ্রাতৃত্বের সত্যতার জলন্ত নিদর্শন।

জাতীয় ভাষার প্রশ্ন সংখ্যাগুরুদের ভোটাধিক্য অথবা সংখ্যালঘুদের সন্ত্রাসবাদ দ্বারা মীমাংসিত হইবার নয়,

পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রশ্ন সংখ্যাগুরুদের মতাধিক্যের হবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া অথবা সংখ্যালঘুদের পক্ষ হইতে নরহত্যা, খুন, যখম, দাংগা ফাছাদ এবং অন্যবিধ সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় লইয়া সমাধান করা সম্ভবপর নয়। উভয় পদ্ধতি যবরদস্তিমূলক, যবরদস্তির সাহায্যে—জটিলতা বৃদ্ধি হওয়া ছাড়া কোন বিষয়ের সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যকাতুল ফিত্‌র

ছা'র ওজন

ফিত্‌রা ও উশর প্রভৃতি যকাত এবং বহুবিধ কফ্‌ফারা ছা'র হিছাবে প্রদান করা শরীঅতের— বিধান। অথচ ছা'র মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যথেষ্ট মত-ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে যত-দূর সম্ভব নিরপেক্ষ তহ্‌কীক দ্বারা একটী নির্দিষ্ট— সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হইবে।

والله ولى التوفيق وبيده ازمة التحقيق

ছাঅ্‌ (صاع), ছুওয়াঅ্‌, ছিওয়াঅ্‌ (صواع) এবং ছওঅ্‌ (صوع) সম-অর্থবোধক। কোরআনের শুধু একস্থানে ছুরত ইউছুফে "ছুওয়াঅ্‌" রূপে এই— শব্দের প্রয়োগ দেখা- صواع الملك যায়। রাগিব বলেন, "সম্রাটের ছুওয়াঅ্‌" অর্থাৎ মিছর সম্রাটের একটী পাত্র ছিল, উক্ত পাত্রে তিনি পান করিতেন এবং পণ্যদ্রব্যের মাপ নির্ধারণ করিয়া দিতেন। ফিরুযাবাদী বলেন,—যাহা দিয়া মাপ করা হয়, তাহাকে ছাঅ্‌ বলে। *

* মুফ্‌রদাত ২৯২; কামূছ (৩) ৫৩ পৃঃ।

ইমাম রাগিবের কথায় বুঝা যায় যে, প্রাচীন মিছরীয়রা পণ্য দ্রব্যের মাপ ও ওজনকে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেন, স্বয়ং সম্রাটের বহু মূল্য পান-পাত্র মাপের আদর্শ বিবেচিত হইত।

ফল কথা, আমাদের দেশের সের, কাঠা বা ধামার ন্যায় ছাঅ্‌ একটী পরিমাপ পাত্র [Measure]. উহা কোন ওজনের (Weight] নাম নয়। সুতরাং মাপের পাত্র বা ভাণ্ডের আকার অথবা পরিমিত দ্রব্যের — হাল্‌কা ও ভারি হওয়ার ফলে ছা'র ওজনে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে এবং ঘটিয়াছে।

ছা'র ওজন সম্বন্ধে বিদ্বানগণ তিন শ্রেণীতে— বিভক্ত— এক দলের উক্তি, এক ছা'র ওজন আট রত্‌ল। ইহা ইমাম আবুহানীফা ও ইমাম মোহাম্মদ বিন্‌ল হাছানের অভিমত। *

ইমাম মালিক, কাযী আবু ইউছুফ, ইমাম —

* শরহে মআনীল আছার (১) ৩২২; হিদায়া, ইনায়া ও ফত্‌হুল কদীর সহ (২) ৪০ পৃঃ।

২০৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ—

ফলে অশান্তি বাড়িয়াই চলিবে এবং পাকিস্তানের সংহতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব জাতীয় ভাষার প্রশ্নকে সর্বপ্রকার দলীয় রাজনীতি এবং নির্বাচনী দ্বন্দ্বের উর্ধে রাখিতে হইবে এবং স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া প্রসারিত দৃষ্টিভংগী লইয়া উহার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গোল টেবিল বৈঠক,

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমুদয় উলামা, উচ্চ-শিক্ষিত, নেতৃবৃন্দ এবং চিন্তামনীষীদিগকে একটী— গোল টেবিলের বৈঠকে সমবেত করা উচিত এবং ইছলামী ও বৈজ্ঞানিক, পরিবেশে পরম শান্তি ও— স্বাধীনতার সহিত ভ্রাতৃস্নেহ ও উদারতার ভাব লইয়া পাকিস্তানের ন্যায় অভিন্ন-মিল্লত অথচ বিভিন্ন ভাষাভাষী রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারী ভাষার প্রশ্ন সকল দিক দিয়া পাকিস্তান ও ইছলামের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আলোচনা করা এবং একটী সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। সকলকে সর্বক্ষণের জন্য ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, গোত্রীয় ও ভাষাগত জাতীয়তা মিল্লতে ইছলাম ও পাকিস্তানের সর্বনাশের অনিবার্য কারণ এবং মুছলমানদের সকল সময় এ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য। সমুদয় মুছলমানের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিত যে— পাকিস্তানের জাতীয়তার বুনিয়াদ হইবে ঈমান এবং ইছলাম, গোত্র ও ভাষা নয় আর ঈমান ও ইছলামের ঐক্যই পাকিস্তানকে জীবিত রাখার একমাত্র উপায়।

www.ahlehadeethbd.org

শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল, ইমাম দাউদ যাহেরী ও হাফিয ইব্‌নে হযম এক ছা'র ওজন পাঁচ এবং দুই তৃতীয়াংশ রতল হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ — করিয়াছেন। *

কেহ কেহ বলেন— মদীনার রতল বাগদাদ বা ইরাকের রতল অপেক্ষা ভারি। অর্থাৎ বাগদাদী— ছা'র ওজন ৮ রতল হইলেও উহা মদনী ৫⅓ রতলের ওজনের সমান। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, বাগদাদের রতলের পরিমাণ ২০ ইছতার আর মদীনার রতলের পরিমাণ ৩০ ইছ্‌তার। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পরিমাণের দিক দিয়া কোনই প্রভেদ নাই। কিন্তু আল্লামা ইব্‌নুল হুমাম ও ইব্‌নে মুজয়ম একথা স্বীকার করেন নাই। "মি'রাজুদ্‌দিরায়া'র গ্রন্থকারও তাঁহাদের সমর্থন করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন—আছল ওজনের দিক দিয়াই বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ — ঘটিয়াছে। †

প্রকৃতপক্ষে ইব্‌নুল হুমাম ও ইব্‌নে মুজয়মের— উক্তি সঠিক। ইমাম আবু ইউছুফ, যিনি ইমামে আ'যমের প্রধানতম ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহার অভিমত পরিত্যাগ করিয়া ইমাম মালেকের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তিনি ইরাকী ছা'র হিছাব ধরিয়াই ৫⅓ রতল ওজন নিরূপিত করিয়াছেন। ‡

ইব্‌নেরুশ্‌দ্‌ তম ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের উক্তি রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, ছা'র পরিমাণ — ওজনের সাহায্যে নিরূপণ করা চলেনা, ছা'র পরিমাণ মাপের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইবে। কোন ব্যক্তি অর্ধ-ছাআ গমের জন্য চার রতল গম ওজন করিয়া ফিত্‌রা দিলেও উহা আদা হইবেনা, কারণ গমের ভারত্বের দরুণ চার রতল ওজন করা সত্ত্বেও উহা অর্ধ ছাআ নাও হইতে পারে। ¶

* মুওয়াত্তা (১) ২১৭; যুরকানীর শরহে মুওয়াত্তা (১) ৮২; বলুগোল আমানী (৯) ১৪৯; মছায়েলে ইমাম আহমদ ৮৪; আলমুহল্লা (৫) ২৪০ পৃঃ।

† ফত্‌হুলকদীর (২) ৪২; বহুরুর রায়েক ও মিন্‌হাতুল খালেক (২) ২৭৪ পৃঃ।

‡ কিতাবুল খিরাজ, ৬৩ পৃঃ।

¶ হিদায়া (২) ৪০ পৃঃ।

৮ রত্‌লে এক ছা হইবার দলীল,

ইমাম আবুহানীফার অভিমত অর্থাৎ এক ছা'র ওজন আটরতল হইবার দলীলের পক্ষে যেসকল— হাদীছ উপস্থিত করা যাইতে পারে, আমরা প্রথমে সেগুলি উপস্থিত করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিব,—

১। তাহাবী শরীক বিনে আবদুল্লাহ কাযীর মধ্যস্থতায় আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, — كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد وهو رطلان — রছুলুল্লাহ (দঃ) এক মুদ দ্বারা ওযু করিতেন, উহা দুই রতল,— শরহে মআনীল আছার। *

২। অভিন্ন ছনদে তাহাবী আনছের বাচনিক ইহাও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) كان يتوضا برطلين و يغتسل بالصاع — দুই রতল দ্বারা ওযু এবং এক ছাআ, দ্বারা গোছল করিতেন। *

আবুজা'ফর তাহাবী বলেন, এই হযরত আনছ স্পষ্ট ভাবে সংবাদ দিতেছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ্‌দের ওজন দুই রতল ছিল এবং ইহা সর্বসম্মত যে চার মুদ্‌দে এক ছাআ্‌ হয়। সুতরাং মুদ্দের ওজন দুই রতল প্রমাণিত হওয়ার সংগে সংগে ইহাও প্রমাণিত হইয়া গেল যে, এক ছা'র ওজন ৮ রতল। ¶

হাফিয ইবনে হযম শরীক বিনে আবদুল্লাহ — কাযীকে প্রত্যাখ্যাত (مطروح) বলিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন যে, শরীক দূষিত হাদীছসমূহ শিক্ষকদের নাম করিয়া, যাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ছিলনা, চালাইয়া দিতেন। আবদুল্লাহ বিনুল-মুবারক ও ইয়াহ্‌য়া বিনে ছঈদুল কাত্তান তাঁহার হাদীছ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। † জওযজানী শরীকের স্মৃতির দোষ ধরিয়াছেন এবং তাঁহাকে অসংলগ্ন — বলিয়াছেন। জওহরী শরীকের চারি শত হাদীছে দোষ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইব্‌নে মুঈন তাঁহাকে সত্যবাদী বলিলেও তাঁহার বিপরীত উক্তির বর্ণনাকারীকে অগ্রগণ্য করিয়াছেন। দারকুত্‌নী তাঁহাকে

* শরহে মআনীল আছার (১) ৩২৩ পৃঃ।

† মুহাল্লা (৫) ২৪১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দুর্বল বলিয়াছেন। *

আমি বলিতে চাই, আবুদাউদ উপরিউক্ত — হাদীছটী এই মর্মে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এমন একটী يتوضأ بإناء يسع رطلين পাত্রে ওযু করিতেন, যাহাতে দুই রতল পানী সংকুলিত হইত। আবুদাউদের রেওয়ায়তের লফ্‌যে মুদ্দের উল্লেখ নাই এবং মুদ্দের ওজন যে দুই রতল তাহারও ইংগিত নাই।

তাহাবীর দ্বিতীয় হাদীছ, যাহা একই ছনদে— বর্ণিত, তাহাতেও মুদ্দের উল্লেখ নাই, অথচ আবু— উবায়দ কাছেম বিনে ছল্লাম এই হাদীছটী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ كان يتوضأ برطلين (দঃ) দুই রতল দ্বারা ওযু করিতেন। †

অতএব তাহাবীর উধৃত হাদীছ দুইটী ৮ রতলে এক ছাঅ প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

৩। দারকুতনী ছালেহ বিনে মুছা তল্‌হীর — মধ্যস্থতায় জননী আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ جرت السنة من رسول (দঃ) কর্তৃক এই ছুন্নত الله صلى الله عليه وسلم প্রচলিত আছে যে, في الغسل من الجنابة ফরয গোছল এক ছাঅ صاع والوضوء رطلين আর ওযু দুই রতল দ্বারা — والصاع ثمانية ارطال সম্পন্ন হয় এবং আট রতলে এক ছাঅ হইয়া থাকে। ইয়াহয়াবিনেমুঈন, দারকুতনী ও বয়হকী প্রভৃতি — ছালেহবিনে মুছাকে হাদীছে দুর্বল বলিয়াছেন। ‡

৪। দারকুতনী আবুআছেম মুছা বিনে নছরের মধ্যস্থতায় আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ বর্ণনা— করিয়াছেন যে, রছু- ان النبى صلى الله عليه লুল্লাহ (দঃ) দুই রতল وسلم كان يتوضأ برطلين দ্বারা ওযু করিতেন ويغتسل بالصاع ثمانية এবং আট রতলের — ارطال একছা দ্বারা গোছল করিতেন।

দারকুতনী মুছাবিনে নছরকে হাদীছে দুর্বল বলিয়াছেন।

৫। দারকুতনী জা'ফর বিনে আওন ও ইবনে আবি লায়লার মধ্যস্থতায় আনছ বিনে মালিকের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) দুই রতলের মুদ্দে كان يتوضأ بمد رطلين ওযু আর আটরতলের و يغتسل بصاع ثمانية ছাঅ দ্বারা গোছল ارطال — করিতেন। বয়হকী এই হাদীছটী জরীরবিনে ইয়াযীদের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

বয়হকী বলেন, উভয় হাদীছের ছনদ দুর্বল। †

৬। ইবনেআদী তাঁহার কামেলে উপরিউক্ত হাদীছ উমরবিনে মুছা বিনে ওয়াজীহ ওয়াজীহীর মধ্যস্থতায় জাবিরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

হাফিয যয়লয়ী মন্তব্য করিয়াছেন যে, বুখারী, নছয়ী এবং ইবনেমুঈন উমর বিনে মুছাকে দুর্বল বলিয়াছেন। ইবনেআদী বলেন ইবনে মুছা হাদীছের জালিয়াৎগণের অন্যতম। ‡

৭। আবুউবায়দ ও তাহাবী শরীকের মধ্যস্থতায় মুছা জহনীর উক্তি উধৃত করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি একটী পাত্র, যাহাতে ৮ রতল সংকুলিত হইত, মুজাহিদের নিকট উপস্থিত করিল। তিনি বলিলেন হযরত আয়েশা বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এই পরমাণ দ্বারা গোছল করিতেন ¶

উপরিউক্ত হাদীছ ইয়াহয়া বিনে ছঈদের মধ্যস্থতায় আবুউবায়দ ও ইবনেহযমও রেওয়ায়ত করিয়াছেন, মুছা জহনী বলিলেন আমি মুজাহিদের— নিকট ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি একটি পাত্র লইয়া আসিল, যাহাতে ৮, ৯ অথবা ১০ রতল সংকুলিত হইতে পারিত। তখন মুজাহিদ মা আয়েশার পূর্বোক্ত হাদীছ উল্লেখ করিলেন। §

প্রথম হাদীছটী কাযী শরীকের জন্য ছহীহ নয়, দ্বিতীয় হাদীছের ছনদ বিশুদ্ধ কিন্তু উহার

* মীযানুল ইতিদাল (১) ৪০০ পৃঃ
† আল্‌আমওয়াল ৫১৬ পৃঃ
‡ দারকুতনী (১) ২২৬ ও ছুননে বয়হকী (৪) ১৭১ পৃঃ

* দারকুতনী (১) ৩৫ পৃঃ
† ছুননেকুবরা (৪) ১৭২ পৃঃ
‡ নছবুররায়া (১) ৪৩৩ পৃঃ
¶ আমওয়াল ৫১৬; শরহেমআনী (১) ৩২৩ পৃঃ
§ আমওয়াল ৫১৬; মুহাল্লা (৫) ২৪২ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্রিবিধ জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে,—

(ক) পাত্রটির পরিমাপ সম্বন্ধে স্বয়ং রেওয়াতকারী সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, উহা ৮ রত্‌ল হইতে ১০ রত্‌ল পর্যন্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল, অথচ ছাঅ্‌কে ৮ রত্‌লের অতিরিক্ত কেহই বলেন নাই। অতএব ছা'র পরিমাপ সম্বন্ধে এই হাদীছ অগ্রাহ্য।

(খ) মুজাহিদ উক্ত পাত্র সম্বন্ধে একথা বলেন নাই যে, উহা ছাঅ্‌ ছিল।

(গ) ছা'র পরিমাপ হাদীছে সুনির্দিষ্ট রহিয়াছে এবং উক্ত পাত্রের পরিমাপ মুজাহিদের অনির্দিষ্ট অনুমান মাত্র।

অতএব উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা ছা'র ৮ রত্‌ল ওজন প্রমাণিত করা যাইতে পারেনা।

৮। ইয়াহ্‌য়া বিনে আদম ও তাহাবী আবু-ইছহাকের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মুছা বিনে তল্‌হা বলিয়াছেন— হজ্‌জাজী কফীয (মাপের পাত্র) হযরত উমরের কফীয বা হযরত— উমরের ছাঅ্‌। †

ان القفيز الحجاجي قفيز عمر اوصاع عمر—

এই আছরটী বিচ্ছিন্ন, আবুইছহাক ও মুছার মধ্যবর্তী রাবী কে, তাহার উল্লেখ নাই, সুতরাং উহা অগ্রাহ্য।

৯। মুজালিদ শঅ্‌বীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত— করিয়াছেন যে, হজ্‌জাজী মাপপাত্র— হযরত উমরের ছাঅ্‌। *

القفيز الحجاجي صاع عمر—

মুজালিদকে ইমাম আবুহানীফা, ইবনেমুঈন,— ইবনেআদী, নছয়ী ও ইবনেহযম দুর্বল বলিয়াছেন। *

১০। তাহাবী ইব্‌রাহীম নখয়ীর বাচনিক— রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমরা হযরত উমরের ছাঅ্‌ পরিমাপ করিয়া দেখিলাম উহা হজ্‌জাজী। হজ্‌জাজী ছা'র ওজন বাগ্‌দাদী ৮ রত্‌ল। ইব্‌রাহীম নখয়ী ইহাও বলিয়াছেন যে, হজ্‌জাজ— তাঁহার পরিমাপ পাত্র হযরত উমরের ছাঅ্‌ অনুসারে নির্মাণ করিয়াছিলেন।

وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر—

১১। ইয়াহ্‌য়া বিনে আদম তাঁহার কিতাবুল-খিরাজে লিখিয়াছেন, ইছরাঈল আবুইছহাকের বাচনিক আমার নিকট রেওয়ায়ত করিলেন যে, ইরাকের শাসনকর্তা হজ্‌জাজ বিনে ইউছুফ মদীনা হইতে— আগমন করিয়া বলিলেন আমি উমর বিন্‌ল খত্তাবের ছাঅ্‌ অনুসারে তোমাদের জন্য পরিমাপ-পাত্র ঠিক করিয়াছি।

এই রেওয়ায়ত পরস্পর সংলগ্ন ও উহার ছনদ ছহীহ। †

ফলকথা, হযরত উমরের যে একটী ছাঅ্‌ ছিল এবং হাজ্‌জাজ যে তদনুসারে ইরাকে একটী পরিমাপ-পাত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করার কিছুই নাই। কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে মদীনায় যে ছাঅ্‌ প্রচলিত ছিল এবং যাহার সাহায্যে ফিত্‌রা ও উশর প্রভৃতি পরিমাপ করা হইত, তাহার ওজন যে ৮ রত্‌ল ছিল, উল্লিখিত হাদীছগুলির সাহায্যে তাহা বিশুদ্ধ ও সঠিক ভাবে প্রমাণিত হয়নাই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ্‌

১। বুখারী ছাহেব বিনে ইয়াযীদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, — রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়-কার ছাঅ তোমাদের বর্তমান মুদের ১½ গুণ ছিল। হযরত উমর বিনে আবদুল আযী-যের সময় উহা বর্ধিত করা হয়। ¶

كان الصاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم فزيد فيه فى زمن عمر بن عبد العزيز!

কিরমানী এই হাদীছের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে ছা'র পরিমাণ ছিল চার মুদ এবং মুদের পরিমাণ হইতেছে এক— রত্‌ল ও ⅓ রত্‌ল ইরাকী। উমর বিনে আবদুল— আযীয উহার পরিমাণ বর্ধিত করেন যাহার ফলে হযরত উমরের এক মুদ অপেক্ষা বাড়িয়া উহা ১⅓ মুদে

† মুহাল্লা (৫) ২৪৩ পৃঃ ; শরহেমআনীল আছার (১) ৩২৪ পৃঃ।
* ঐ এবং খুলাছা ৩৬৯ পৃঃ।

† কিতাবুল খিরাজ ৪৭৭ পৃঃ।
¶ বুখারী—(১১) ৫১৭

www.ahlehadeethbd.org

পরিণত হয়। *

২। বুখারী হযরত আবদুল্লাহ বিনে উমর সম্বন্ধে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদের সাহায্যে ফিতরা প্রদান করিতেন—প্রথম মুদ! †

كان يعطى زكاة رمضان بمد النبى صلى الله عليه وسلم المد الاول !

হাফেয ইব্নে হজর বলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ 'প্রথম মুদ' নামে পরিচিত ছিল। উহা উক্ত — মুদের অপরিহার্য বিশেষণ এবং রাবী নাফেঅ্ ইহার সাহায্যে একথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, হিশাম যে মুদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, ইবনে উমর সে মুদের হিছাবে ফিতরা দিতেননা।

ইবনে বত্তাল বলিয়াছেন যে, হিশামের মুদ রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ অপেক্ষা ⅔ দুই তৃতীয়াংশ রতল বড় ছিল। ইবনেহজর মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইবনে বত্তালের কথা সত্য, কারণ হাশেমী মুদের পরিমাণ দুই রতল এবং উহার ছাঅ ৮ রতল। ‡

৩। ইবনে খুযয়মা, হাকেম ও বয়হকী আছমা বিন্তে আবিবকর ছিদ্দিকের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত— করিয়াছেন যে, — রছুলুল্লাহর (দঃ) পরিবারবর্গ যে মুদ বা— ছা'র সাহায্যে খাদ্য বস্তু ওজন করিতেন, ছাহাবাগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে তাহার, সাহায্যেই ফিতরা— বাহির করিতেন।— মদীনার সকল অধিবাসীই এরূপ করিতেন।

انهم كانوا يخرجون زكاة الفطر فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذى يقتات به اهل البيت او الصاع الذى يقتاتون به - يفعل ذلك اهل المدينة كلهم -

হাকেম এই হাদীছটীকে বুখারী ও মুছলিমের শর্তানুসারে ছহীহ বলিয়াছেন এবং যহবী তাঁহার— দাবী সমর্থন করিয়াছেন। §

ইমাম মালেক বলেন, ফিতরার যকাত ও উশরের যকাত সমস্তই রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ অর্থাৎ— ছোট মুদের সাহায্যে প্রদান করা হইত। * ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন, শস্যের ও যয়তুনের যকাত রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ অর্থাৎ প্রথম ছা'র সাহায্যে প্রদত্ত হইবে। †

বর্ণিত হাদীছগুলির সাহায্যে কয়েকটী কথা — নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। যথা, মদীনায় ছাহাবী ছায়েব বিনে ইয়াযীদের (মৃত্যু ৮৬ হিঃ) সময়ে— রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ্ ও মুদ ছাড়াও অন্য মাপের ছাঅ ও মুদ মদীনায় প্রচলিত ছিল। রছুলুল্লাহর (দঃ) এই ছাঅ প্রথম ছাঅ বা ছোট ছাঅ বলিয়াও আখ্যাত হইত। ছাহাবাগণ উক্ত প্রথম ছা'র সাহায্যেই যকাত আদা করিতেন। হযরত উমরের মুদ বা ছাঅ সম্বন্ধে কিছু বলার না থাকিলেও উল্লিখিত হাদীছগুলির — দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, হযরত উমরের ছাঅ বা মুদ রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ বা মুদ নয়। উমরের ছাঅ যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ হইত,— তাহা হইলে উহা উমরের নামে আখ্যাত না হইয়া আবুবকর অথবা স্বয়ং রছুলুল্লাহর (দঃ) নামে আখ্যাত হইত। কারণ রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ ও ছাঅ ইমাম মালেকের সময় পর্যন্ত তাঁহার নামেই বিদ্যমান ছিল— বলিয়া উল্লিখিত হাদীছ সমূহে প্রমাণিত হইতেছে। অতএব উমরের ছাঅ বলিয়া যে পরিমাপ ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন এবং যে ছাঅটীকে মদীনার জনৈক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধা তাঁহার হস্তে উমরের ছাঅ বলিয়া প্রদান করিয়াছিলেন (‡), হযরত উমরের ছাঅ বলিয়া মানিয়া লইলেও উহাকে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ রূপে গণ্য করার উপায় নাই।

ফল কথা, হিশামের মুদ হিশাম কর্তৃক আর হযরত উমরের ছাঅ হযরত উমর কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছে। ইরাকের নাগরিকদের ক্রয়-বিক্রয় এবং খাদ্যবস্তু পরিমাপের কার্যে ব্যবহার করার জন্য মিছরের পরিমাপ— পাত্র ওয়বা ও অর্দব এবং শামের মুদীর ন্যায় তিনি

* আওনুলমাবুদ (১) ৩৫ পৃঃ
† বুখারী (১১) ৫১৭
‡ ফতহুলবারী [১১] ৫১৮ পৃঃ
§ মুছতদরক (১) ৪১২; ছুননেকুবরা (৪) ১৭০ পৃঃ

* মুওয়াত্তা, যুরকানী সহ [২] ৮৩ পৃঃ
† মুওয়াত্তা [২] ৬৮ পৃঃ
‡ মুহাল্লা [৫] ২৪৪ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহা প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। মরওয়ানও এই ভাবে মদীনায় এক প্রকার মুদ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, হিশাম বিনে ইছমায়ীলও এক ধরণের মুদ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইরাকী বা বগদাদী, উমরী বা হাজজাজী ছাঅ আমাদের আলোচ্য নয়। আমাদের আলোচ্য ও দ্রষ্টব্য শুধু ইহা হওয়া উচিত যে,—রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র পরিমাপ ও ওজন কি ছিল?

৪। আনছ বিনে মালেক বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক মুদে ওযু এবং চারি মুদ হইতে পাঁচ মুদ পর্যন্ত পানী দ্বারা গোছল করিতেন,— বুখারী ও মুছলিম।

كان النبى صلے الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد !

(ক) মুছলিম ছফীনার প্রমুখাৎ অনুরূপ — রেওয়ায়ত করিয়াছেন। *

৫। জননী আয়েশা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছাঅ দ্বারা গোছল ও এক মুদ দ্বারা ওযু করিতেন,—আবুদাউদ, নছয়ী ও ইবনেমাজা। †

كان يغتسل بالصاع و يتوضأ بالمد -

(ক) আবুদাউদ জাবিরের বাচনিকও উহা রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

৬। আবু উবায়দ ইবনেশিহাবের প্রমুখাৎ — মুর্ছল রূপে আর মুছ্‌লিম মা আয়েশার বাচনিক মওছুল ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ— (দঃ) যে পাত্রে গোছল করিতেন তাহাতে— এক ফরক পানী সংকুলিত হইত। ‡

كان يغتسل من اناء يسع الفرق -

৭। উম্মে উমারা বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ওযু করিলেন, তাঁহার— নিকট একটী পাত্র আনা হইল, উহাতে ⅔ দুই তৃতীয়াংশ মুদ পরিমাণ পানী ছিল,— আবুদাউদ ও নছয়ী। §

ان النبى صلے الله عليه وسلم توضأ فاتى باناء فيه ماء قدر ثلثى المد -

৮। আবুদাউদ আনছ বিনে মালিকের প্রমুখাৎ দুইটী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। প্রথম রেওয়ায়তে আছে— রছুলুল্লাহ (দঃ) এমন একটী— পাত্র দ্বারা ওযু করিলেন যাহাতে দুই রতল পানী সংকুলিত হইত এবং এক ছাঅ দ্বারা গোছল করিলেন। দ্বিতীয় রেওয়ায়তে আছে রছুলুল্লাহ (দঃ) মক্কুক দ্বারা ওযু করিলেন। ইহাতে দুই রতলের উল্লেখ নাই। *

يتوضأ باناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع -

يتوضأ بمكوك -

৯। মুছলিম ও দারমী হযরত আনছের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) পাঁচ মক্কুক দ্বারা গোছল আর এক মক্কুক দ্বারা ওযু করিলেন। †

يغتسل بخمس مكاكيك و يتوضأ بمكوك -

১০। জননী আয়েশা বলেন, তিনি এবং — রছুলুল্লাহ (দঃ) একই পাত্র হইতে গোছল করিতেছিলেন, উহা এক ফরক পরিমাণ ছিল,— বুখারী ও মুছলিম।

انها كانت تغتسل هى والنبى صلے الله عليه وسلم من اناء واحد هو الفرق -

১১। মুছলিমের স্বতন্ত্র রেওয়ায়তে উল্লিখিত আছে, তিনি বলিলেন— রছুলুল্লাহ— (দঃ) একটী পাত্র— হইতে গোছল করিলেন, তাহাতে তিন মুদ পানী সংকুলিত হইত। ‡

ان النبى صلے الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء يسع ثلثة امداد !

১২। আবুউবয়দ স্বীয় ছনদে মা আয়েশার— উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি ও রছুলুল্লাহ (দঃ) একই পাত্র হইতে গোছল করিতেছিলেন, যাহাতে তিন মুদ পানী সংকুলিত হইত। §

انها كانت هى و رسول الله صلے الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد يسع ثلثة امداد -

* বুখারী ফত্‌হ সহ [১] ২৬৩ ও মুছলিম [১] ১৪৯ পৃঃ
† আবুদাউদ আওন সহ [১] ৩৫ পৃঃ
‡ আমওয়াল ৫১৫; মুছলিম [১] ১৪৮ পৃঃ
§ আবুদাউদ [১] ৩৫ পৃঃ

* আবুদাউদ [১] ৩৫ পৃঃ
† মুছলিম [১] ১৪৯; দারমী ৯৩ পৃঃ
‡ বুখারী (১) ৩১৩; মুছলিম [১] ১৪৮ পৃঃ
§ আমওয়াল, ৫১৫ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৩। ইমাম লয়েছ তাঁহার রেওয়ায়তে বলিয়াছেন অথবা ইহার কাছাকাছি। ১

او قريبا من ذلك -

১৪। আতাবিনে আবিরিবাহ হযরত আয়েশার উক্তি উধৃত করিয়াছেন,— আমি এবং আমার প্রিয়তম (দঃ) একই পাত্র — হইতে গোছল করিতাম। আতা বলেন, অতঃপর জননী গৃহের একটী পাত্রের দিকে ইংগিত করিলেন, ফরক পরিমাণ। ১

كنت اغتسل انا وحبيبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - قال : واشارت الى اناء فى البيت قدر الفرق -

১৫। ইবনেহিব্বান মা আয়েশার বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন— ফরক ছয় আকছাতের সমান। ২

قدر ستة اقساط -

ফরক কি?

"ফরক" ও "ফরেক" দ্বিবিধ ভাষা, ইহা ইবনেদরীদের অভিমত। ইবনুত্তীন বলেন, "রা" অক্ষর কছরা যুক্ত হইলেও আমাদের কাছে ফতহাও — রেওয়ায়ত করা হইয়াছে। কতক বিদ্বান উভয় উচ্চারণকে বিধেয় বলিয়াছেন। ছঅলব প্রভৃতি ফতহাযুক্ত পড়িয়াছেন, আরবদের পাঠও এইরূপ। মুহাদ্দিছগণ ছাকেন (ফরক) পড়িয়া থাকেন। ৩

আতাবিনে আবি রিবাহ বলেন, ফরক ছয় কিছ্‌তে হয়। ৪

ছুফয়ান বিনে উআয়নিয়া এবং শাফেয়ী প্রভৃতি বলেন, ফরকের পরিমাণ তিন ছাঅ। ৫

আহ্‌মদ বিনে হাম্বল ও আবুদাউদ বলেন,—ফরকের পরিমাণ ষোল রতল। ৬

আবু উবায়দ কাছেম বিনে ছল্লাম বলেন,— এক ফরক তিন ছাঅ বা ষোল রতলের সমান। ৭

জওহরী বলেন, ফরক মদীনার প্রসিদ্ধ মাপপাত্র, ষোল রতলের সমান। ১

ইবনেহয্‌ম বলেন, এক ফরকের পরিমাণ বার মুদ। ২

খত্তাবী বলেন, এক ফরক ষোল রতলের সমান, তিন ছাঅ তে এক ফরক হয়। ৩

ইবনেহজর বলেন, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, তিন ছাঅ বা ষোল রতলে এক ফরক হয়। ৪

আবুউবায়দও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। ৫

ফলকথা ফরক বা ফরেক এমন একটী পরিমাপপাত্র যাহার পরিমাণ তিন ছাঅ বা ছয় কিছ্‌ত বা বার মুদ বা ষোল রতল।

কিছ্‌ত কি?

ইবনেহজর বলেন কছরা যুক্ত বড় কাফ। সকল আভিধানিক সমবেতভাবে উহার পরিমাণ অর্ধছাঅ বলিয়াছেন। ৫

মুন্‌জিদ নামক অভিধান গ্রন্থে আছে— পরিমাপ পাত্র, যাহাতে অর্ধ ছাঅ সংকুলিত হয়। ৬

مكيال يسع نصف صاع

মুদ্ কি?

মীমে যম্‌মা। আভিধানিক ভাবে ছ'ার এক চতুর্থ অংশ কে মুদ্ বলে। ফিরুযাবাদী বলেন, প্রমাণ (মানুষের) দুই হস্তের মিলিত অঞ্জলিপূর্ণ বস্তুর পরিমাণকে মুদ্ বলে। আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা সঠিক। ৭

মক্‌কুক কি?

নববী বলেন, মীমে ফত্‌হ, কাফে যম্‌মা এবং তশ্‌দীদ— বহু বচনে মকাকীক ও মকাকী। — মক্‌কুকের অর্থ মুদ। ৮

১ আম্‌ওয়াল, ৫১৫ পৃঃ
২ ফত্‌হুলবারী (১) ৩১৩ পৃঃ
৩ ফত্‌হুলবারী (১) ৩১৩ ; শর্হে মুছলিম, নববী [১] ১৫৮ পৃঃ
৪ আবুউবায়দ, আম্‌ওয়াল, ৫১৫ পৃঃ
৫ ফতহুলবারী [১] ২৬৩ পৃঃ
৬ আবুদাউদ [১] ৯৭ পৃঃ
৭ আম্‌ওয়াল, ৫১৭ পৃঃ

১ আওনুলমাবুদ [১] ৯৭ পৃঃ
২ মুহাল্লা [৫] ২৪২ পৃঃ
৩ আওন [২] ১১১ পৃঃ
৪ ফত্‌হুলবারী [১] ৩১৩ পৃঃ
৫ ফত্‌হুলবারী [১] ৩১৩ পৃঃ
৬ মুন্‌জিদ ৬৬৩ পৃঃ
৭ কামুছ [১] ৩৩৭ পৃঃ
৮ শর্হে মুছলিম [১] ১৫৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইবনুল আছীর, কর্তবী ও আবু খয়ছমা প্রভৃতি মক্‌কুকের অর্থ মুদ বলিয়াছেন। ১

বৈষম্যের সমন্বয়,

রছুলুল্লাহর (দঃ) ওযু ও গোছলের পানীর পরিমাণ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলির মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে কতকটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। আহ্‌লেহাদীছগণের অন্যতম ঈমাম হাফেয ইব্‌নেহয্‌ম ইহার জওয়াবে লিখিয়াছেন যে, "রছুলুল্লাহ (দঃ) তৈলের ন্যায় ওজন করা পানীতে গোছল করিতেননা এবং তাঁহার ওযু বা গোছলের জন্য কোন পরিমাপ-পাত্র নির্ধারিত ছিলনা। গৃহে ও প্রবাসে পানীর পরিমাণ লক্ষ না করিয়াই তিনি ওযু বা গোছল সম্পন্ন করিতেন। হানাফী বিদ্বানগণও ওযু ও গোছলের পানীর জন্য কোন নির্ধারিত পরিমাণকে অস্বীকার করিয়াছেন, এমন কি কেহ অর্ধ ছাঅ পানীতে গোছল করিলে উহা জায়েজ হইবে বলিয়া তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন। অতএব রছুলুল্লাহর (দঃ) ওযু ও গোছলের পানীর হাদীছদ্বারা ইহা প্রতিপাদন করা সম্ভবপর নয় যে, এক ছা'র পরিমাণ আট রত্‌ল। ইহা সঠিকভাবে প্রমাণিত যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আয়েশা মিলিতভাবে তিনমুদ, পাঁচমুদ, বারমুদ পাঁচ মুক্কাকী পরিমাণ পানীতে গোছল করিয়াছেন।" ২

অর্থবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ, ইমাম শাফেয়ীর সমসাময়িক ইমাম আবুউবায়দ কাছেম বিনে ছল্লাম (১৫৭—২২৪) এসম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ করা কর্তব্য :—

"ইরাকের বিদ্বানগণ বলিয়া থাকেন—একছা'র পরিমাণ ৮ রত্‌ল। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কারণ এই যে, তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) একছাঅ পানীতে গোছল করার হাদীছ শ্রবণ করিয়াছেন, আবার — তাঁহারা ইহাও শুনিয়াছেন যে, তিনি ৮ রত্‌লে— গোছল করিয়াছেন। অন্য হাদীছদ্বারা তাঁহারা অবগত হইয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) দুই রতল পানীতে ওযু করিয়াছেন। উল্লিখিত ত্রিবিধ হাদীছের সমষ্টি দ্বারা তাঁহারা ধারণা করিয়াফেলিয়াছেন যে, একছা'র পরিমাণ ৮ রত্‌ল।

"বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ পানীদ্বারা গোছল করিলেও রছুলুল্লাহর (দঃ) গোছলের সর্বাপেক্ষা কম পানীর পরিমাণ হইত একছাঅ, অর্থাৎ ৫½ রতল আর সর্বাধিক পরিমাণ হইত ৮ রতল। এসম্পর্কে যতগুলি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, চিন্তা করিয়া দেখিলে সমস্তই উল্লিখিত উভয়বিধ পরিমাণের যে কোন একটি সাব্যস্ত করিবে এবং দ্বিবিধ— পরিমাণের বহির্ভূত অন্য কিছু উল্লিখিত হাদীছগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হইবেনা।

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ যে হাদীছে বলা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আয়েশা মিলিতভাবে এক ফরক পানীতে গোছল করিয়াছেন, উহা আট রতল দ্বারা গোছল সাব্যস্ত করিতেছে। কারণ ফরকের পরিমাণ সর্বসম্মতভাবে তিন ছাঅ বা ষোল রতল। অতএব রছুলুল্লাহ (দঃ) ও হযরত আয়েশা প্রত্যেকেই ৮ রতল করিয়া পানী ব্যবহার করিয়াছিলেন। — আকৃছাতের হাদীছদ্বারাও এই একই অভিন্ন তাৎপর্য প্রমাণিত হইতেছে, কারণ এক কিছ্‌তের পরিমাণ অর্ধ ছা আর স্বয়ং হাদীছের ভিতরেই এক ফরককে ছয় কিছ্‌ত বলা হইয়াছে অর্থাৎ ছয় আকৃছাতে তিন ছাঅ বা ষোল রতলে রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং হযরত আয়েশা গোছল করিয়াছিলেন। অতএব এই হাদীছের সাহায্যেও প্রত্যেকের ৮ রতল পানীদ্বারা— গোছল করা প্রমাণিত হইতেছে। যে হাদীছে — রছুলুল্লাহর (দঃ) পাঁচ মুদ পানীদ্বারা গোছল করার উল্লেখ আছে, সে হাদীছ তাঁহার একক গোছল সম্পর্কে বর্ণিত এবং যেসকল হাদীছ রছুলুল্লাহর (দঃ) একছা পানীতে গোছল আর এক মুদ পানীতে ওযু সম্বন্ধে বর্ণিত, এ হাদীছটী সেগুলিরই পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ তিনি এক মুদে ওযু আর চার মুদ বা একছাঅ দ্বারা গোছল করিয়াছিলেন। আর এক ছাঅ দ্বারা রছুলুল্লাহর (দঃ) এবং হযরত আয়েশার গোছল করা সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, আমি তাহার তাৎপর্য এই বুঝিয়াছি যে, প্রত্যেকেই

১ আওনুলমা'বুদ [১] ৩৫ পৃঃ
২ আলমুহাল্লা (৫) ২২২ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক এক ছা পানীতে গোছল করিয়াছেন।" *

ইমাম আবুউবায়দের বিশ্লেষণ অতি সুন্দর—হইলেও মুছলিম কর্তৃক এবং তাঁহার নিজের বর্ণিত রছুলুল্লাহর (দঃ) তিনমুদ পানীদ্বারা গোছল করার হাদীছ তাঁহার এ দাবীকে উল্‌টাইয়াদিতেছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এক ছা'র কম পানীতে কখনও—গোছল করেন নাই, কারণ এক ছা'র পরিমাণ সর্ব-সম্মতভাবে চারমুদ।

৫⅓ রতলে এক ছাঅ হইবার গাণিতিক প্রমাণ,

ওযু ও গোছলের পানীর পরিমাণ সম্পর্কে যে সকল হাদীছ আমরা দ্বিতীয় দলের দাবীর—পোষকতায় উধৃত করিয়াছি, সেগুলির অধিকাংশ ছিহাহের অন্তরভুক্ত আর আছারগুলি সম্বন্ধে হাদীছের কঠোর সমালোচক হাফেয ইবনেহযম সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ওগুলি و كل هذه الاثار فى غاية الصحة — চরমভাবে বিশুদ্ধ। আমি বলিতে চাই যে এই সকল হাদীছ ও আছার পরস্পরের সহিত সংযোজিত করিলে গণিতশাস্ত্রের পদ্ধতিতেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, একছা'র—পরিমাণ পাঁচ রত্‌লের কিছু উপর, কদাচ আট রতল নয়।

জননী আয়েশা স্বয়ং বলিতেছেন— এক ফরকের পরিমাণ ছয় কিছ্‌ত আর সমুদয় বিদ্বান সমবেত ভাবে এক কিছ্‌তকে অর্ধ ছাঅ্‌ বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ফরক তিন ছা'র সমান। আর এ বিষয়েও—বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ নাই যে, এক ফরক ষোল রতলের সমান। সুতরাং পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, তিন ছাঅ্‌ ষোল রতলের সমতুল্য। অতএব এক-ছাঅ্‌ ৫⅓ রত্‌লের সমান হইবেই। এক-ছাঅ্‌কে আট রতলের সমান ধরিলে এক ফরক চব্বিশ রত্‌ল হইয়া পড়িতেছে এবং এ কথা বিদ্বানগণের কোন পক্ষই বলেননা।

১৬। বুখারী, মুছ্‌লিম, আবুদাউদ, তিরমিযী নছয়ী ও তাবারী প্রভৃতি কঅব বিনে উজ্‌রার—বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুল্লাহ (দঃ) হুদয়বিয়ায় আমার নিকট দাঁড়াইলেন। আমার—মাথা উকুনে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। হুযুর (দঃ) বলিলেন— উকুন— يوذيك هوامك? তোমার মাথাকে পীড়িত করিতেছে? আমি বলিলাম জী হাঁ! রছু- فا خلق راسك! লুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহাহইলে তোমার মস্তক মুণ্ডন কর। কঅব বলিতেছেন— আমার সম্বন্ধেই এই আয়ত নাযিল হইয়াছে— فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك! অতএব যাহারা তোমাদের মধ্যে রোগী অথবা যাহার মস্তক পীড়িত, তাহার জন্ম বদ্‌লা হইতেছে ছিয়ামের বা ছদকার বা কুর্‌বানীর,— আলবাকারা: ১৯৬ আয়ত। অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) কঅব কে বলিলেন,— صم ثلاثة ايام او تصدق بفرق بين ستة او نسك مما تيسر— হয় তিন দিন ছিয়াম পালন কর, অথবা এক ফরক ছয় জন মিছ্‌কীনের মধ্যে ছদ্‌কা করিয়া দাও কিংবা যাহা সহজলভ্য হয়, তাহার কুরবানী কর। * আর একটী রেওয়ায়তে আছে— فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع! তাহা হইলে তিন দিন ছিয়াম—পালন কর বা ছয় জন মিছ্‌কীন কে খাওয়াও,—প্রত্যেক মিছ্‌কীন কে অর্ধ ছাঅ করিয়া। * মুছলিম ও আবুদাউদের রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, او اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين — অথবা তিন ছাঅ্‌ খেজুর ছয় জন মিছ্‌কীন কে খাওয়াও। মুছ্‌লিমের স্বতন্ত্র রেওয়ায়তে আছে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন— واطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة اصع এক ফরক ছয় জন মিছ্‌কীন কে খাওয়াও আর এক ফরক তিন ছাঅ্‌। †

---

* আম্‌ওয়াল, ৫১৬ পৃঃ

* বুখারী (৪) ১৪ পৃঃ; মুছলিম (১) ৩৮২; আবুদাউদ (২) ১১১ পৃঃ; তফ্‌ছির তাবারী (২) ১৩৫ পৃঃ

† মুছ্‌লিম (১) ৩৮২ ও আবুদাউদ (২) ১১০ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

আবুদাউদ, আবুউবায়দ এবং তাবারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ)বলিলেন, যদি ইচ্ছা কর তিন দিন ছিয়াম পালন কর— আর যদি ইচ্ছা কর তিন ছাঅ খেজুর — ছয়জন মিছকিনের মধ্যে ছদ্‌কা কর, প্রত্যেক মিছকীনের জন্য অর্ধছাঅ এবং তোমার মস্তক মুড়াইয়া ফেল। ১

فان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فتصدق بثلاثة أصع تمرا بين ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع واحلق راسك !

আবুউবায়দ ও ইব্‌নেজরীর তাবারী রেওয়ায়ত করিয়াছেন— ছয়জন মিছকীনকে এক ফরক খাদ্য খাওয়াও। ইব্‌নেজরীর বলেন, হাদীছের— অন্যতম রাবী ছুফ্‌য়ান বিনে উআয়নিয়া বলিয়াছেন এক ফরক তিন ছাঅ। ১

اطعم ستة مساكين فرقا من طعام —

এই হাদীছটী ইমাম আহ্‌মদ ও তবরানীও ছুফ্‌য়ানের ছনদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ২

ইব্‌নেজরীর আতার বাচনিক মুছলভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কঅবকে— বলিলেন—অথবা ছয়জন মিছকীনকে দুই দুই মুদ হিছাবে খাওয়াও। রাবী ইব্‌নেজুরয়জ আতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) "দুই দুই মুদ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন কি? আতা বলিলেন, হাঁ! ৩

او اطعم ستة مساكين مدين مدين —

বিভিন্ন রেওয়ায়তের শব্দগুলি একত্রিত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন—

(ক) ছয়জনকে এক ফরক,

(খ) ছয়জনের প্রত্যেককে অর্ধ ছাঅ,

(গ) ছয়জনকে তিন ছাঅ,

(ঘ) ছয়জনের প্রত্যেককে দুই দুই মুদ।

হাদীছগুলি পরস্পরের ব্যাখ্যা, সুতরাং পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইতেছে যে, একফরক তিন ছাঅ আর বার মুদ পরিমাণের দিক দিয়া অভিন্ন। আর উভয় পক্ষের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে একমত যে, ফরকের পরিমাণ ষোল রতল। সুতরাং উল্লিখিত হাদীছদ্বারা স্বচ্ছন্দে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক ছাঅ ৫⅓ রতল।

হযরত উমর ফারুকের পরিমাপ,

উমরফারুকের মওলা আছলম বলেন যে, হযরত উমর স্বর্ণের জন্য চারি দীনারের জিয্‌য়া এবং মুছলমানদের খাদ্যের জন্য গমের দুই মুদী এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য তিন কিছ্‌ত তৈল প্রতিমাসে নির্ধারিত করিয়াছিলেন আর রৌপ্যমুদ্রার জন্য চল্লিশ দিরহম এবং প্রতিমানুষের জন্য ১৫ ছাঅ নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

আবুউবায়দ বলিতেছেন, আমি উমরের হাদীছটী ভাবিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম তিনি ৪০ দিরহমকে চার দিনারের সমতুল্য স্থির করিয়াছেন, কারণ মূলতঃ এক দীনার দশ দিরহমের সমান। এই ভাবে তিনি দুই মুদী খাদ্য পনের ছা'র সমান স্থির করিয়াছেন। আবু উবায়দ বলেন, অতঃপর আমি মুদ্রার পার্থক্য এবং মুদ ও ছা'র তুলনামূলক হিসাব ধরিয়া ওজনের — পরিমাণ স্থির করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে আমি দেখি দুই মুদীর ওজন ৮০ রতলের অতিরিক্ত কিছু ভগ্নাংশ হইতেছে। এই ভাবে পনের ছাঅ আশি রতলের সমান দাঁড়াইতেছে। অতিরিক্ত যে টুকু, তাহা অতি সামান্য আর এই সামান্য প্রভেদের কারণ খাদ্যবস্তুর ওজনের গুরুত্ব ও লঘুত্বও হইতে পারে। পক্ষান্তরে— ইরাকীদের উক্তি মত হিছাব করিয়া দেখিলে পনের ছাঅ এক শত বিশ রতলের সমান দাঁড়াইতেছে। এ প্রভেদ অত্যন্ত অধিক।

এই হিছাবের সাহায্যে আমি বুঝিতে পারি যে, ছাঅ সম্বন্ধে হেজাযবাসীদের উক্তি ৫⅓ রতলই — সঠিক। *

অনুসরণীয় ইমামগণের অভিমত,

হিশাম বিনে উর্‌ওয়া বিনুয্‌যুবয়র, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে মুদের সাহায্যে ছদাকাৎ—

১ আমওয়াল ৫২১ পৃঃ; তবরী (২) ১৩৬ পৃঃ।
২ ফত্‌হুলবারী (৪) ১৪ পৃঃ।
৩ তবরী (২) ১৩৪ পৃঃ।

১। আমওয়াল ৫১৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করিতেন তাহার পরিমাণ দেড় রতল ছিল। ১ মালিক বিনে আনছ,

ইমাম মালেক তাঁহার মুওয়াত্তায় বলিয়াছেন,—যকাতুল ফিতরের পরিমাপ— ছোট মুদের সাহায্যে, রছুলুল্লাহর মুদ। শস্যাদি ও যয়তুনের যকাত প্রসংগে লিখিয়াছেন—প্রথম ছা'র দ্বারা, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ। ২

বুখারী কুতয়বার উক্তি উধৃত করিয়াছেন, তিনি বলেন, ইমাম মালেক বলিলেন, আমাদের মুদ তোমাদের মুদ অপেক্ষা বড়। আমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ ছাড়া অন্য কোন মুদে গৌরববোধ করিনা! অতঃপর মালেক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেখ, কোন শাসনকর্তা যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ অপেক্ষা ক্ষুদ্র মুদ প্রবর্তিত করে, তাহা হইলে তোমরা কোন্ মুদের হিছাবে ছদকাত ইত্যাদি প্রদান করিবে? আমরা বলিলাম, রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদের হিছাবে। অতঃপর ইমাম ছাহেব বলিলেন, তোমরা কি দেখিতেছনা যে, শরয়ী নির্দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদের দিকেই গড়াইতেছে।

ইবনে হজর ইমাম মালেকের উক্তির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিয়াছেন—ইমামের উক্তি "আমাদের মুদ তোমাদের মুদ অপেক্ষা বড়" ইহার অর্থ মদীনার মুদ বরকতের দিক দিয়া বড়, কিন্তু পরিমাণের দিক দিয়া হিশামের মুদ বড়। রছুলুল্লাহর (দঃ) দুআর ফলে মদীনার মুদ যে বরকত অর্জন করিয়াছে, তাহা উহার জন্য নির্দিষ্ট এবং এই দিক দিয়া উহা হিশামের মুদ অপেক্ষা বড়। ৩

দারকুতনী ইছহাক বিনে ছুলয়মান রাযীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তিনি ইমাম মালেককে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহর পিতা, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র ওজন কত? ইমাম ছাহেব বলিলেন, ৫ রতল ও এক তৃতীয়াংশ রতল ইরাকী। ৪

ইমাম যুহলী বলেন, আমি ইছমাঈল বিনে—আবি উআয়ছের নিকট হইতে ইমাম মালেকের ছাঅ চাহিয়া লই এবং দেখিতে পাই, উহাতে লেখা আছে মালিক বিন আনছের ছাঅ, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র পরিমাপ অনুসারে নির্মিত। যুহলী বলেন, আমি উহার এক ছাঅ মসুর কলাই ওজন করিয়া ৫⅓ রতল দেখিতে পাই। ১

ইছমাঈল বিনে ইছহাক বলেন যে, ইবনে আবি উআইছ আমাদের হস্তে একটী মুদ দিয়া বলেন, ইহা ইমাম মালেকের মুদ, রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদের অনুরূপ। আমি উহার পরিমাপ অনুসারে একটী মুদ প্রস্তুত করাইয়া বছরায় লইয়া যাই। বছরার মাপ অনুসারে উহা অর্ধ কয়লজা (نِصْفُ قَفِيزٍ) হয়। বছরার অর্ধ কয়লজা বাগদাদের শিকি কয়লজার সমান। চার মুদে এক ছা'অ, সুতরাং বাগদাদের এক কয়লজা এক ছা'র সমতুল্য। ২

আমি বলিতে চাই, মিছবাহ নামক অভিধান গ্রন্থে এক কয়লজাকে ২⅔ মন্নের সমতুল্য বলা হইয়াছে এবং এক মন্নকে দুই রতলের সমান উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩ সুতরাং ২⅔ মন্ন ৫⅓ রতলে দাঁড়াইল এবং ইহাইমাম মালেকের এক ছা'র পরিমাণ। এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন এক মন্নকে দুই পাউণ্ডের সমান বলিয়াছেন, সুতরাং ইমাম মালেকের ছাঅ ৫⅓ পাউণ্ডের সমান হইল। ৪

ইছমায়ীল বিনে আবি উআইছ ইমাম মালেকের ভগ্নীর পুত্র। বুখারী ইঁহারই মধ্যস্থতায় মালেকের হাদীছ গ্রহণ করিয়াছেন। ৫

আবুইউছুফ কাযী,

হুছয়ন বিনে ওলীদ কোরাশী বলেন, ইমাম আবুইউছুফ হজ্জ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য ইল্‌মের একটী দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে চাই। আমি মদীনায় গিয়া ছাঅ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা আমাকে—বলিলেন, আমাদের ছাঅ রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ!

১ মুহাল্লা (৫) ২-৫ পৃঃ
২ মুওয়াত্তা, ১১৮ ও ১২৪ পৃঃ
৩ বুখারী ও ফতহুলবারী (১১) ৫১৮ পৃঃ
৪ দারকুতনী ১ ২২৫ পৃঃ

১ ছুনানে বয়হকী [৪] ১৭১ পৃঃ
২ মুহাল্লা [৫] ২৪৫ পৃঃ
৩ মিছবাহ [২] ৮৬ পৃঃ
৪ Lane's Lexicon Book I. Part 7, P. P. 2628,
৫ বুখারী ১৫ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, একথার প্রমাণ কি? তাঁহারা পরদিবস প্রভাতে দলীল প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। পরদিবস প্রভাতে মুহাজিরীন ও আন্‌ছারের প্রায় ৫০ জন বৃদ্ধ সন্তান আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের চাদরের নীচে একটী করিয়া ছাঅ্‌ ছিল। তাঁহারা প্রত্যেকেই তাঁহাদের পিতা এবং আত্মীয়গণের প্রমুখাৎ বর্ণনা প্রদান করিলেন যে, ইহা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ্‌! আমি সমস্তগুলি সমান দেখিলাম এবং মাপ করিয়া ওজন করিলাম, সমস্তগুলির ওজন ৫⅓ রতল হইল, সামান্য ক্ষতি সহ। আমি ইহাকে যবরদস্ত প্রমাণ বুঝিলাম এবং ছাঅ্‌ সম্বন্ধে ইমাম আবুহানীফার উক্তি পরিত্যাগ করিয়া মদীনাবাসীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম। ১

হাফেয ত্বহাবী বলেন, ইহাই আবুইউছুফের প্রসিদ্ধতম উক্তি। তন্‌কীহের গ্রন্থকার বলেন, ইমাম মালেক কাযী ছাহেবের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হন এবং তিনি উল্লিখিত ব্যক্তিগণের ছাঅ্‌গুলি প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। ফলে কাযী ছাহেব তাঁহার পূর্ব অভিমত প্রত্যাহার করিয়া লন। ২

তাহাবীও ইহার উল্লেখ সংক্ষিপ্ত ভাবে করিয়াছেন। ৩

স্বয়ং কাযী আবুইউছুফ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, ষাট ছাঅ্‌তে এক ওছক, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ্‌ অনুসারে। এক ছাঅ ৫⅓ রতল। উহা—হজ্জাজের কফীযের সমান এবং হাশেমীর শিকি! ৪

ইমাম শাফেয়ী,

ইমাম ছাহেব তাঁহার কিতাবুল উম নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, যকাতুল ফিত্‌র যাহা প্রদান করিবে, তাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। উহা অপেক্ষা কম করা আমার কাছে জায়েয হইবেনা। ৫

১। ছুনানেকুবরা (৪) ১৭১ পৃঃ
২। নছবুররায়া (১) ৪৩২ পৃঃ
৩। তাহাবী (১) ৩২৪ পৃঃ
৪। কিতাবুল খিরাজ ৬৩ পৃঃ
৫। কিতাবুল উম (২) ৫৭ পৃঃ

ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল,

ইমাম ছাহেব বলেন, ইব্‌নোআবি যেআবের — ছাঅ ৫⅓ রতল, ইরাকের রতল অনুসারে, আবুদাউদ বলেন, উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ। ইমাম আহ্‌মদকে ৮ রতলের রেওয়ায়ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন উহা সুরক্ষিত (محفوظ) নয়। আবুদাউদ ফেতরায় খেজুরের ওজন সম্বন্ধে ইমাম ছাহেবের দুইটী রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন। উভয় রেওয়ায়তেই খেজুরের পরিমাণ ৫⅓ রতল বলা হইয়াছে। ১ মছায়েলে আহমদ গ্রন্থে ইমাম ছাহেবের ছা'র ওজন সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়ত বর্ণিত আছে। ইবনে কুদামা বলেন, একজন বিদ্বান ইমাম আহমদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ছাঅ ওজন করিয়া দেখিয়াছি। উহা ৫⅓ রতল গমের সমান।

ইমাম আহমদ বলিলেন, আমি আবুন্‌নযরের নিকট হইতে ছাঅ গ্রহণ করিলাম। আবুন্‌নযর বলিলেন, আমি ইব্‌নেআবি যুয়বের নিকট হইতে ছাঅ গ্রহণ করিলাম। ইবনেআবি যুয়ব বলিলেন, ইহা—রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাঅ, ইহা মদীনায় সুপরিচিত! ইমাম আহমদ বলিলেন, আমি মন্তুর কলাইয়ের এক ছাঅ ওজন করিলাম, মন্তুর পরিমাপের পক্ষে উৎকৃষ্ট, উহা স্থান জুড়িয়া থাকে এবং স্থানচ্যুত হয়না। মন্তুর কলাইয়ের ওজন দাঁড়াইল ৫⅓ রতল। গম ও মন্তুর সর্বাপেক্ষা ভার এবং ফিত্‌রার অন্যান্য জিনিষগুলি অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। অতএব ৫⅓ রতল ফেতরা প্রদান করিলেই যথেষ্ট হইবে। ২

ইব্‌নে আবিযুয়বের পরিচয়,

নাম, মোহাম্মদ বিনে আবদুররহমান বিনে মুগীরা বিনুল হারিছ বিনে আবি যুয়ব কোরায়শী আমেরী। ১৫৯ হিজরীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। বুখারী ও মুছলিমে তাঁহার হাদীছ রহিয়াছে। ছুফয়ান — ছওরী, ইয়াহয়া বিনে ছঈদুল কত্তান, আবুন্নুআইম এবং

১। আবুদাউদ (১) ৯৭ পৃঃ; মুগ্‌নী (৫) ২৪৪; মছায়েলে ইমাম আহমদ ৮৪ পৃঃ
২। বলুগোল আমানী (৯) ১৪৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বহু বিদ্বান তাঁহার ছাত্র। আহমদ বিনে হাম্বল বলেন, তিনি ছঈদ বিনুল মুছাইয়েবের অনুরূপ এবং ইমাম মালেক অপেক্ষা ধর্মপরায়ণ এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। খলীফা মহ্দী হজ্জ করিতে গিয়া যখন রছুলুল্লাহর (দঃ) মছজিদে প্রবেশ করিলেন, সকলেই তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য দাঁড়াইলেন কিন্তু ইবনে আবি-যুয়ব বসিয়া রহিলেন। মুছাইয়েব বিনে যহীর — তাঁহাকে বলিলেন দাঁড়াইয়া যান, ইনি আমীরুল-মুমিনীন! ইবনে আবি যুয়ব তদুত্তরে কোরআনের এই আয়ত পাঠ — يوم يقوم الناس لرب العالمين — করিলেন—কিয়ামতের দিন মানুষেরা সকল বিশ্বের অধিপতির জন্য দণ্ডায়-মান হইবে। ১

ইছমাঈল বিনে আবি উআইছ,

মোহাম্মদ বিনে ছঅদ জিলাবের অনুরোধক্রমে ইছমাঈল বিনে আবি উআইছ মদীনায় একটী অতি পুরাতন ক্ষয়প্রাপ্ত ছাঅ বাহির করিয়া বলিলেন,— ইহাই রছুলুল্লাহর (দঃ) নিজস্ব ছাঅ! মোহাম্মদ বিনে ছঅদ ওজন করিয়া দেখিলেন ৫½ রতল। ২

ইমাম বুখারী.

ইমামুল আম্বিয়া মোহাম্মদ বিনে ইছমাঈল — বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন,

মদীনার ছাঅ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) মুদ এবং উহার বর্কত এবং মদীনাবাসীগণ যুগে যুগে উত্তরা-ধিকার সূত্রে যাহা পাইয়া আসিতেছেন।

ইবনে বত্তাল ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যুগের পর যুগ ধরিয়া বংশানুক্রমে মদীনাবাসীগণ যাহা— বহন করিয়া আসিতেছেন, বুখারী তাহার প্রামা-ণিকতা সাব্যস্ত করিয়াছেন। ৩

আলী বিনুল মদীনী,

দারমী ইব্নুল মদীনীর উক্তি রেওয়ায়ত করি-য়াছেন। তিনি বলিলেন, আমি রছুলুল্লাহর ছাঅ ওজন করিলাম, খেজুরের ওজনে উহা ৫½ রতল — হইল— ষয়লয়ী। ১

আবু উবায়দ কাছেম বিনে ছল্লাম,

হেজাযের অধিবাসীগণের মধ্যে আমার জ্ঞানে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে, ছা'র ওজন ৫½ রতল। আমি স্বয়ং ইহার উপর আমল করি। কারণ হেজাযীদের ঐক্য ছাড়া আমি হযরত উমরের নির্দেশকেও অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছি এবং উহা তাঁহাদের অনুকূলে গিয়াছে। অতএব এ বিষয়ে রছুলু-ল্লাহর (দঃ) হাদীছ, উমরের হাদীছের বিশ্লেষণ এবং হেজাযের অধিবাসীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই তিন প্রকার প্রমাণ একত্রিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর ময়হব কোথায়? মোটের উপর ছাঅ্ হইল ৫½ — রতল আর মুদ উহার চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১½ রতল। আমাদের ওজন অনুসারে এই এক রতল ১ শত — আটাশ দিরহমের সমান। ২

ইয়াযীদ বিনে হারূণ,

আবু উবায়দ বলেন যে, ইমাম ইয়াযীদ বিনে হারূণ সর্বদা ফতওয়া প্রদান করিতেন যে, এক ছা'র ওজন ৫½ রতল। ৩

ইমাম ইব্নেহযম,

হাফেয ইবনেহযম বলেন, আমার জন্য একটী মুদ প্রস্তুত করা হয়। আবদুল্লাহ বিনে আলী বাজীর পরিবারে যে মুদটী বংশানুক্রমে চলিয়া আসিতেছিল এবং যাহা তাহাদের গৃহের বাহিরে যাইতে পারিত না এবং গোষ্ঠির সর্বাপেক্ষা বয়স্ক ব্যক্তির নিকট— সুরক্ষিত থাকিত, তদনুসারে আমার মুদটী প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই মুদটী বাজী গোষ্ঠির পিতৃ পিতা মহের। তাঁহার পিতামহ উহা আহমদ বিনে — খালিদের মুদের অনুকরণে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং আহ্মদ উহা ইয়াহ্য়া বিনে ইয়াহ্য়ার মুদের অনু-করণে গড়িয়াছিলেন এবং ইয়াহয়া ইমাম মালেকের মুদের নমুনায় উহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, ইয়াহয়া ইবনে ইয়াহয়া ইবনে

১। খুলাছা, ২৪৮ পৃঃ
২। ছুনানে বয়হকী (৪) ১৭২ পৃঃ
৩। বুখারী ও ফতহুলবারী (১১) ৫১৭ পৃঃ

১ নছবুররায়া [১] ৪৩২ পৃঃ
২ আমওয়াল ৫২৩ পৃঃ
৩ আমওয়াল ৫১৯ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহ্‌হাবের মুদের সংগেও উহা মিলাইয়া লইয়াছিলেন কারণ ইবনে ওয়াহ্‌হাব মদীনায় তাঁহার মুদ ঠিক করিয়াছিলেন। ইবনে হযম বলেন, আমি উৎকৃষ্ট গম উক্ত মুদের সাহায্যে পরিমাপ করি, উহা ওজন করিলে দেড় রতল হয়, একটি দানাও কম বা বেশী নয়! তারপর যব পরিমাপ করি, কিন্তু উহা উৎকৃষ্ট ছিলনা। যবের ওজন হয় এক রতল এবং অর্ধ উকিয়া।

মদীনার এক জনেরও এবিষয়ে মতভেদ নাই যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) যে মুদ্দে ছদকাত প্রদত্ত হইত, উহা দেড় রতলের অধিক এবং ১⅓ রতলের কম নয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন ১⅓ রতল। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নয়। গম, খেজুর ও যব প্রভৃতি দ্রব্যের ভারত্ব কম বেশী হওয়ায় ওজনে এই টুকু—পার্থক্য ঘটিয়াছে। ১

ফলকথা, ছহীহ হাদীছ, বিশুদ্ধ আছার এবং প্রসিদ্ধ ইমামগণের প্রমাণিত উক্তির সাহায্যে ইহা সন্দেহাতীত ভাবে সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, মদীনার অধিবাসীগণের ছা'র মাপ ৫⅓ রতল। ইহা সাবস্ত হওয়ার পর আমরা প্রমাণ করিব যে, মদীনার পরিমাপই মুছলমানদের শর্‌য়ী কাজকর্মে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

মদীনার পরিমাপ,

নছয়ী ছুফ্‌য়ান ছওরী এবং হন্‌যলা বিনে আবি জম্‌হীর ছনদে তাউছের মধ্যস্থতায় ইব্‌নে উমরের বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন—রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— পরিমাপ মদীনার অধিবাসীগণের পরিমাপ অনুসারে আর ওজন মক্কাবাসীদের ওজন অনুসারে হইবে।

المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة -

ইবনে হযম তাঁহার গ্রন্থে ইহা উধৃত করিয়াছেন এবং আবু উবয়দ ও বয়হকীও স্ব স্ব ছনদে এই হাদীছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ২

১ মুহাল্লা (৫) ২৪৫ ও ২৪৬ পৃঃ
২ নছয়ী, ৪০২ পৃঃ, মুহাল্লা (৫) ২৪৫; আমওয়াল ৫২০ ও ছুনানেকুবরা (৪) ১৭০ পৃঃ

এই হাদীছের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, মদীনার পরিমাপের পরিবর্তে অন্যস্থানের পরিমাপ শর্‌য়ী আদান প্রদানের ব্যাপারে গ্রাহ্য নয়।

যাঁহারা কাযী শরীক ও ইবনো আবি লয়লার রেওয়ায়ত অনুসারে ছা'র পরিমাপ ৮ রতল বলিতে চান, তাঁহাদের দুইটী বিষয় লক্ষ করা উচিত। প্রথম, তাঁহাদের রেওয়ায়তের দুর্বলতা এবং আমরা তাঁহাদের হাদীছের উল্লেখ প্রসংগে ইহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।

দ্বিতীয়, বিষয় এইযে, তাঁহারা স্বয়ং ৮ রতলে ছাঅ হইবার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন।

আবুবকর বিনে আবি শয়বা ও আবুউবায়দ—তাঁহাদের ছনদে আব্দুররহমান বিনে আবি লয়লার উক্তি উধৃত করিয়াছেন— তিনি বলিয়াছেন, ছাঅ পরিমাপের দিক — الصاع يزيد على الحجاجى مكيالا — দিয়া হাজ্‌জাজী — অপেক্ষা বেশী। ১

কাযী শরীকের উক্তি আবুউবায়দ রেওয়ায়ত করিয়াছেন— তিনি الصاع اقل من ثمانية ارطال واكثر من سبعة - বলিয়াছেন, ছাঅ— আট রতলের কম এবং সাত রতলের অধিক।

অতএব তাঁহাদের উক্তি অনুসারেই হজ্‌জাজী ছা'র পরিমাপ বাতিল সাব্যস্ত হইল এবং রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ যাহা সঠিক ভাবে প্রমাণিত, তাহা গ্রহণ করা আবশ্যক প্রমাণিত হইল।

واما قول الامام ابراهيم النخعى فى صاع النبى صلى الله عليه وسلم ومده فنقوله وقول الامام ابى حنيفة رضى الله عنهما سواء فى الزيادة عنهما اذا خالفا الصواب وبالله التوفيق وحسبنا الله ونعم الوكيل -

উৎপন্ন ফসলের যকাত, ছদকাতুল ফিতর, কছম ও যিহার প্রভৃতির কফ্‌ফারা, হজ্জের মনাছিক ও ছিয়ামের ত্রুটির ফিদ্‌য়া প্রভৃতি শর্‌য়ী নির্দেশ-সমূহ যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করিতে হইলে ছাঅ ও মুদের —

১ মুহাল্লা [৫] ২৪৪; আমওয়াল ৫১৮ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিমাপ এবং ওজন সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক। এ সকল ব্যাপার অনুমান আর খুশখিয়াল মত এবং গতানুগতিক ভাবে সম্পন্ন করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। অনেক পরিশ্রম করিয়া আমরা তাই ছা'অ ও মুদের পরিমাপ ও ওজন সম্বন্ধে একটী স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র পরিমাণ ছিল ৫½ রতল হইতে ৫¾ রতল পর্যন্ত, সুতরাং সাবধানতা স্বরূপ উহাকে ৫¾ রতল পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে, ইহার কম বা অধিক করা সংগত হইবেনা।

কিন্তু কথা এই খানেই শেষ হইতেছে না। — রতল কে আমাদের দেশীয় পরিমাপ ও ওজনে পরিবর্তিত না করা পর্যন্ত এই পরিশ্রমের কার্যতঃ সার্থকতা নাই, সুতরাং অতঃপর আমরা সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইব— والله المستعان وعليه التكلان

রতলের পরিমাপ

রতল কে ফত্হা ও কছ্রা উভয় উচ্চারণে পাঠ করা যাইতে পারে। যাহার সাহায্যে জিনিষ পত্র ওজন করা হয় তাহাকে রতল বা রিতল বলে।— আরাবীতে কথিত হইয়া থাকে—রাতালা, অর্থাৎ সে কোন দ্রব্য ওজন করিল।

১ রতল = ১২ উকিয়া
১ উকিয়া = ১½ ইছতার
১ ইছতার = ৪½ মিছকাল
১ মিছকাল = ১½ দিরহম
১ দিরহম = ৬ দানিক

অতএব এক রতল নব্বুই মিছকাল অথবা ১ শত ২৮½ দিরহম।

ইহা ইমাম নববী ফৈয়ূমী, এডওয়ার্ড উইলিয়ম লেন এবং মওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভীর হিছাব। হাফেয ইব্নে হযম ও আবু উবায়দ বলেন, এক রতল একশত আটাশ দিরহম মাত্র, তাঁহারা ভগ্নাংশ— স্বীকার করেননা। আল্লামা ইবনুল হুমামের অভিমত অনুসারে এক রতলের ওজন ১ শত ত্রিশ দিরহম। ১

১ শরহে মুছলিম [১] ৩১৫; মিছ্বাহ ১০৬; Lane's—Lexicon Book I. Part III, P. P. 1102; শরহেবিকায়া, উম্দাতুর রেআয়া নহ [১] ২৩১; মুহাল্লা [৫] ২৪৬ পৃঃ; ফত্হুলকদীর [২] ৪০ পৃঃ

মোটের উপর এ বিষয়ে বিদ্বানগণ একমত হইয়াছেন যে,

এক রতল = ১২ উকিয়া
এক রতল = ২০ ইছ্তার
এক রতল = ৯০ মিছকাল

কিন্তু অতঃপর মতভেদ শুরু হইয়াছে। রৌপ্যমুদ্রা বা দিরহমে মিছ্কালের ওজন লইয়া যে মতভেদ ঘটিয়াছে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ছয় দানিকে এক দিরহম হইবার কথা সকলেই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু একদল বলিতেছেন যে এক দানিকের পরিমাণ দুই কিরাত (ক্যারেট), এই হিছাবে বার কিরাতে এক দিরহম হইতেছে। ১ অন্য দল দিরহমের ওজন বলিতেছেন চৌদ্দ কিরাত। ২ আবার কিরাত সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন চার যবে এক কিরাত হইবে, লেন সাহেব, হাকীম মোহাম্মদ শরীফখান এবং মুন্তখবের গ্রন্থকার প্রভৃতি এই উক্তি সমর্থন করিতেছেন, কিন্তু মজ্মাউল বাহারায়েনের লেখক, দুররে মুখতারের সংকলয়িতা ও মওলানা আবদুল হাই প্রভৃতি পাঁচ যবে এক কিরাত বলিতেছেন। এই সকল মতভেদের দরুণ যবের হিছাবে রতলের ওজনে যে পার্থক্য ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

একমতে এক রতল = ৯ সহস্র যব—হিদায়া, দুররে মুখতার
অন্যমতে ... ... = ৬ ,, ৪ শত ৮০ যব—কিরমানী, ফৈয়ূমী
... ... = ৯ ,, ১ শত যব—মজ্মাউল বাহারায়েন
... ... = ৬ ,, ১ ,, ৭১½ যব—মুন্তখব
... ... = ৭ ,, ৭ ,, ১৪½ ,, ,,
... ... = ৭ ,, ২ শত—লেন ও হাকীম মোহাঃ শরীফ
... ... = ৭ ,, ২ ,, ৮০
... ... = ৭ ,, ৮ ,, ×
... ... = ৬ ,, ২ শত ৪০

ফলকথা, কল্পে সৃষ্টে দিরহমের ওজন পর্যন্ত রতল সম্বন্ধে একটা মিলিত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু দিরহমের মতভেদ এবং তারপর কিরাত ও যবের বৈষম্য সমন্বিত করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব আমরা অন্যপথে ইহার সমাধানকল্পে অগ্রসর হইব।

১ মুগ্রব (১) ১৮৫ পৃঃ
২ উম্দাতুর রিআয়া (১) ২৩১ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিভিন্ন অভিধান গ্রন্থে এক উকিয়াকে এক আউন্স ধরা হইয়াছে। ১ ট্রয় ওজন অনুসারে বার আউন্সে এক পাউণ্ড হয়, অপরদিকে সর্বসম্মতভাবে বার উকিয়ায় এক রতল হইয়া থাকে। অতএব একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, এক রতল ও ট্রয় ওজনের (স্বর্ণরৌপ্য মান) এক পউণ্ড অভিন্ন।

সুতরাং একছাঅ্ অথবা ৫⅓ রতলের ওজন হইল পাঁচ পাউণ্ড আট আউন্স।

হাকীম মোহাম্মদ শরীফখান তাঁহার করাবাদীনে মিছ্কালের পরিমাণ নির্ধারিত করিয়াছেন ৪½ সাড়ে চার মাষা এবং ইহা সর্বসম্মত যে, এক রতলের পরিমাণ নব্বই মিছকাল। সুতরাং এক রতলের পরিমাণ হইল চারিশত পাঁচ মাষা এবং এক ছাঅ্ বা ৫⅓ রতলের — ওজন দাঁড়াইল ২ হাজার ২ শত ২৫ মাষা। অর্থাৎ /২ সের ৩১ তোলা তিন মাষা।

নওয়াব ছৈয়েদ ছিদ্দীক হাছানখান্ বলুগোল্ — মরামের ফার্ছী ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,— অর্ধছাঅ্ ইংরাজী সের অনুসারে আশি টাকার সমান। প্রত্যেক টাকার পরিমাণ এগার মাষা ও চার রতি। অধ ছা'র ওজন /১ সের অর্ধপোয়া, অর্ধ ছটাক, একতোলা ও তিন মাষা। সুতরাং একছাঅ হইল /২ দুই সের, ১ পোয়া, অর্ধছটাক। ২

আমি ইংরাজী ১৯৪১ সালে মদীনার বাযার হইতে একটী ছাঅ ক্রয় করিয়াছিলাম। গৃহে— প্রত্যাবর্তন করার পর উক্ত ছাঅ উৎকৃষ্ট চাউলে পূর্ণ করিয়া ওজন করায় উহার পরিমাণ /২ সের ১০ ছটাকের কিছু উপর হইয়াছিল।

**   **   **   **

চাউল, যব বা গম সমুদয় শস্যদানার ওজন কখনও সমান হয়না। মশুর কলাই গম অপেক্ষা আর — উৎকৃষ্ট গম ও চাউল যব অপেক্ষা ভারি হইয়া থাকে। কতক চাউল অন্য চাউল অপেক্ষা ওজনে অধিকতর ভারি বা হাল্‌কা হয়। সুতরাং আমার বিবেচনায় ছা'র নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট কোন ওজন হইতে— পারেনা। অনেক বিদ্বান এই কারণে ছাঅ সম্বন্ধে ওজনকে নির্ভর করেননাই, তাঁহারা বলিয়াছেন,— পরিমাপে যাহা স্থির হইবে তাহাই প্রদান করিতে হইবে। বিদ্বানগণ শুধু স্মরণ রাখার জন্য ওজনের কথা বলিয়াছেন। ১

ইমাম মোহাম্মদ বিনুল হাছানের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ছাঅ সম্বন্ধে পরিমাপ নির্ভরযোগ্য, ওজন নয়। ২

ইমাম আবুল ফর্জ দারমীর অভিমত, ছাঅ সম্বন্ধে ওজনের পরিবর্তে পরিমাপের উপর নির্ভর করাই সঠিক কথা। রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র অনুরূপ ছাঅ দ্বারা পরিমাপ করিয়া আদা করা ওয়াজিব— এবং সে ছাঅ মওজুদ রহিয়াছে। যাহার পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র অনুরূপ পরিমাপ পাত্র সংগ্রহ করা সম্ভবপর নয়, তাহার জন্য ন্যূনাধিক ৫⅓ রতল ওয়াজিব হইবে। আল্লামা বন্দনেজীও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। ৩

ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী ইবনুছ্ছলজীর— উক্তি উধৃত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ছা'র পরিমাণ উহার পরিমাপের উপর নির্ভর করে। ওজনের দিক দিয়া মাশ, কিশ্‌মিশ এবং মশুর কলাইয়ের ওজন বেশী নির্ভরযোগ্য, কারণ ইহা কথিত হয় যে উল্লিখিত দ্রব্যগুলির পরিমাপ ও ওজন অভিন্ন। ৪

আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, ছা'র ওজন সম্বন্ধে যে সকল সামগ্রীর পরিমাপ ও ওজন সমান, সেই গুলি নির্ভরযোগ্য, যেমন মশুর কলাই ও— মাশ। ৫

শরহে বিকায়ার গ্রন্থকার ইবনুল হুমামের— বিরোধ করিয়াছেন, তিনি বলেন, মাশ অধিকতর ভার, উহা গম অপেক্ষা অল্প পরিমাণেই ওজন পূর্ণ করিবে, সুতরাং উৎকৃষ্ট গমের সাহায্যেই পরিমাপ করা উচিত

১ Arabic Lexicon, Supplement [8] P. P. 3059; আলকামুছুল আছারী, ২৮ পৃঃ; বয়ানুল্‌লিছান ৭৪ পৃঃ
২ মিছ্‌কুল খিতাম [১] ৪৮৬ পৃঃ

১ বলুগোল আমানী [৯] ১৫৯ পৃঃ
২ ফতহুলকদীর [২] ৪০ পৃঃ
৩ বলুগোল আমানী [৯] ১৫০ পৃঃ
৪ শরহে মআনীল আছার [১] ৩২৪ পৃঃ
৫ ফতহুলকদীর [২] ৪১ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

রূপায়ণ

—আতাউল হক তালুকদার

তোর সাধের নীড়ে জমেছে রে যুগের জঞ্জাল বিশ্রী;
তুই পারিস্ নি ক' চোখের জলে আন্‌তে ধু'য়ে সুশ্রী।
আজ লগন এল যুগের পরে, উড়্‌ছে রে দেখ ঝাণ্ডা;
তাই পথের পানে ছুট্‌ছে রে ভাই পাথর-চাপা প্রাণটা!
আজ অক্টোপাশের কঠিন বাঁধন শিথিল হ'য়ে উঠল;
তাই বাঁধন-মুক্ত খাঁচার পাখী বনের পানে ছুট্‌ল!
রাজ মিস্ত্রীকে তুই আন্‌রে আজি আরব থেকে যত্নে;
তোর ভাঙা নীড়টী রাঙা ক'রে গড়িয়ে নে রত্নে!
ভুল করিস্ না ভাই, খুঁজিস্ না ক' বিশ্ব জু'ড়ে মিস্ত্রী;
এই বিশ্বতলে কেউ জানে না গড়্‌তে খাঁটী সুশ্রী!
ওই আরব দেশের রত্নাকরের মাণিক ঝরে হাস্যে;
সেই রাঙা হাসির বন্যা বহে আজও নিখিল বিশ্বে!
তুই তা'রি হাতের পরশ দিয়ে সাধের নীড়্‌টী গড়্‌রে;
তুই ধুলার ধরায় যা' গ'ড়ে ভাই সোনা-মণির ঘর্ রে
তোর সাধের নীড়টী, সত্যি বল্‌ছি, স্বর্গ হ'য়ে উঠ্‌বে;
শুন্, অস্ফুট তোর স্বপন সেথায় রঙীন হ'য়ে ফুটবে!

(২১৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

যাহাতে ৮ রতল পূর্ণ হয়।

আমি বলিব, ইহা তাঁহার দলীয় অভিমত, প্রকৃত-পক্ষে ৫⅓ রতল উৎকৃষ্ট গম যে পাত্রে সংকুলিত হয়— তাহাকেই ছা'র আদর্শরূপে গ্রহণ সঠিক ও শক্তিশালী অভিমত। কিন্তু মুশকিল এই যে, এই রতলের ওজন সম্বন্ধেও বিদ্বনগণ একমত হইতে পারেন নাই।

শেষ সমাধান,

একদল উলামা বলিয়াছেন যে, পরিণত ও প্রমাণ গঠনের মানুষের দুই হস্তের মিলিত চারি অঞ্জলীকে ছাঅ বলা হয়। সকল দলের বিদ্বানগণ এ বিষয়ে এক মত যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছা'র পরিমাণ চার মুদ।— আর এ বিষয়েও মতভেদ নাই যে, প্রমাণ গঠনের মানুষের মিলিত হস্তদ্বয়ের তেলোকে আরাবী ভাষায় মুদ বলা হয়। সুতরাং যে কেহ মতভেদ এড়াইতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে বর্ণিত পদ্ধতিতে চারি অঞ্জলী এক ছা'র পরিবর্তে ছদকাত বাহির করিতে হইবে এবং সন্দেহ ভঞ্জনার্থে উহার উপর অতিরিক্ত কিছু ধরিয়া দিতে হইবে। এই পদ্ধতি সকল যুগের ও সকল স্থানের মানুষের পক্ষে ইন্‌শাআল্লাহ উপযোগী হইবে। ১

আমার বিবেচনায় যে পাত্রে আশি তোলা ওজনের দুইসের ১০ ছটাক উৎকৃষ্ট গম সংকুলিত হইবে, সেই পাত্র ভর্তি করিয়া ফিত্‌রা, উশর ও কফ্‌ফারা ইত্যাদি পরিশোধ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ তাহাও নিঃসংশয়ে আদা হইবে।

هذا ماتيسرلى فى تحقيق الصاع مع قصور الباع' والمسئول ان يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا الجهد المقل' والله اعلم وعلمه اتم واحكم –

১ বনুগোন আমানা (৯) ১৫০ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

تاريخ الاسلام
ইছলামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্লামের আবির্ভাব

(৬)

দাহির সংগ্রামের ডায়রী,

মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম ৯৩ হিজরীর প্রথম — রামাযান মঙ্গলবার হইতে সম্রাট দাহিরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সর্বশুদ্ধ ১০ দিন তাঁহাকে ক্যাম্প করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে এই সময়ে ৭টী যুদ্ধ লড়িতে হয়, গোড়ার দিককার দুইটী লড়াই হাল্কা ধরণের ছিল, চারিদিবস উভয় পক্ষকে জমিয়া লড়িতে হইয়াছিল আর পঞ্চম দিবসের লড়াই ছিল চূড়ান্ত। চচ্নামায় ইব্নুল কাছেমের যুদ্ধের ডায়রী উল্লিখিত আছে:

নিরোঁ এবং অসীহর দুর্গ জয়ের পর,— প্রথম যুদ্ধ হয় সিন্ধুনদের একটী শাখা নদীর পশ্চিম উপকূলে। এই শাখানদীটী নিরোঁর উপর দিয়া প্রবাহিত ছিল।

দ্বিতীয় রক্তাক্ত সমর সংঘটিত হয় ঝুমের মাটির উপর। আরবরা যখন নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়া সিন্ধুনদ পার হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে এই যুদ্ধ লড়িতে হয়। দাহিরের পক্ষে উপকূল ভাগ রক্ষা করার ভার রাজা রাসেলের উপর ন্যস্ত ছিল, তিনি এই সংগ্রামে পরাভূত হন।

তৃতীয় যুদ্ধ হয় কিন্ঝড় ঝিলের সংলগ্ন জিওর নামক স্থানে।

চতুর্থ যুদ্ধ হয় সপ্তম রামাযান সোমবার দিবসে। কিন্ঝড় পার হওয়ার পর করীবাহ নদীর উপকূলে কাণা ঠাকুরের সংগে। এই যুদ্ধে আরবরাই জয়লাভ করেন।

পঞ্চম যুদ্ধ ৮ই রামাযান মংগলবার দিবসে— উল্লিখিত স্থানেই আর একজন ঠাকুর সেনানীর সহিত সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধেও আরবগণ জয়লাভ করেন।

৯ম রামাযান বুধবার করীবাহ অতিক্রম করিয়া দাহিরের সহিত ইব্নুল কাছেমকে একটি প্রচণ্ড কিন্তু অমীমাংসিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

সম্রাট দাহিরের সহিত শেষ যুদ্ধ হয় ৯৩ হিজরীর ১০ম রামাযান বৃহস্পতিবার দিবসে। এই— সংগ্রামে দাহির নিধনপ্রাপ্ত হন। রাদ্র দুর্গের অল্প কিছু দূরে এই শেষ সংগ্রাম সংঘটিত হয়।

দাহির-পুত্রের ব্রাহ্মণাবাদে পলায়ন,

দাহির নিহত হওয়ার পর তদীয় পুত্র জয়সিংহ রাদ্র দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত রাণীবাইও ছিলেন। রাণীবাই সম্রাট দাহিরের সহোদরা ভগ্নী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভ্রাতার কামাগ্নির যজ্ঞে আত্মাহুতি দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ফলে রাজা ভগ্নীকে প্রধানা মহিষীর আসন প্রদান করিয়াছিলেন রাণীবাই এবং জয়সিংহ মিলিতভাবে সৈন্যদল সুসজ্জিত করিতে লাগিয়া যান এবং অবরুদ্ধ অবস্থায় ইব্নুলকাছেমের সহিত সংগ্রাম করিতে বদ্ধপরিকর হন। পরাজিত বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরাও তাঁহাদের সহিত যোগদান করে।

আরব সেনাপতি এই সংবাদ অবগত হইয়া রাদ্র দুর্গ কঠোর হস্তে অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। এ পর্যন্ত তিনি নগরের প্রাকার হইতে দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, এক্ষণে প্রাকারের সন্নিহিত নিম্ন ভূমিতে শিবির স্থাপন করিয়া চতুর্দিকে প্রস্তর নিক্ষেপকারী— মন্জনীক যন্ত্র সন্নিবেশিত করার আদেশ দিলেন। মুছ্লিম বাহিনী মনজনীকের সাহায্যে নগর প্রাকার — বিধ্বস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জয়সিংহ দুর্গের অধিবাসী এবং সেনাবাহিনীকে একত্রিত করিয়া এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আলাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, পরাজিত জীবন যাপন করা অপেক্ষা বীরত্বের সহিত মৃত্যু বরণ করা সহস্র গুণে শ্রেয়।

মন্ত্রী সী-সাকর জয়সিংহের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, শূন্যে অট্টালিকা নির্মাণ করার দুরাশা পরিহার করা উচিত। দাহিরের পরাভব ও নিধন—প্রাপ্তির যে প্রতিক্রিয়া এতদঞ্চলে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে সকলেই নিরুৎসাহিত ও সন্ত্রাসিত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এ অঞ্চলে যুদ্ধ করা বৃথা। সমস্ত লাও-লশ্‌কর সমভিব্যাহারে আপনি ব্রাহ্মণাবাদ চলিয়া যান এবং আপনার নিজ ভূমিতে আপনার বিশ্বস্ত লোকজন লইয়া যুদ্ধের প্রস্তুতি করুন। তথায় অর্থ এবং রসদ সমস্তই পর্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে এবং প্রজা ও সৈন্য বাহিনী সকলেই আপনার জন্য অকাতরে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইবে।

বিদ্রোহী আরব গোত্র আল্লাফীদের শৌর্য ও বিশ্বস্ততায় দাহিরের ন্যায় জয়সিংহেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাঁহারাও মন্ত্রী সী-সাকরের পরামর্শ সমর্থন করিলেন, ফলে জয়সিংহ আত্মীয় পরিজন এবং—বিশ্বাসভাজন দল সহকারে রাত্র হইতে বহির্গত হইলেন এবং ব্রাহ্মণাবাদ যাত্রা করিলেন।

রাত্র দুর্গের পতন,

দাহিরের ভগ্নী রাণীবাই, যাহাকে দাহির বিবাহ করিয়াছিলেন, কিছুতেই জয়সিংহের সহিত যাইতে রাযী হইলেননা। তিনি স্বয়ং একটী সৈন্য দল গঠন করিলেন। পনের হাজার যুবক তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল এবং দাহিরের বিধ্বস্ত বাহিনীর—বিরাট অংশও উহাতে যোগদান করিল।

ইবনুলকাছিম দুর্গ প্রাকারের নিকটবর্তী হওয়া-মাত্র রাণীর সৈন্যদল বংশী ধ্বনি করিয়া যুদ্ধ শুরু করিয়া দিল এবং প্রাচীরের উপর হইতে তীর এবং প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল। ইবনুলকাছেমও তাঁহার বাহিনী দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। একদল দিবাভাগে তীর ও প্রস্তর ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, অন্য দলটী রাত্রিযোগে পেট্রোল বর্ষণ করিয়া অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করিতে থাকিলেন। কয়েক দিবসের অবিরাম প্রস্তর বর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ফলে দুর্গের বুর্জ (টাওয়ার) গুলি সমস্তই ভাংগিয়া ধরাশায়ী হইল। মুছলিম বাহিনী বীর বিক্রমে প্রাকার ভেদ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন এবং শত্রুপক্ষের ছয় সহস্র সৈন্য নিহত এবং ত্রিশ সহস্রকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন। নারী বন্দিনীদের মধ্যে ঠাকুরদের ত্রিশ জন কন্যা এবং সম্রাট দাহিরের ভগ্নীর কন্যা, যিনি রূপে ও গুণে অতুলনীয়া ছিলেন, সবিশেষ উল্লেখ—যোগ্য।

বলাযুরী এবং চচ্‌নামার উক্তি অনুসারে দাহিরের প্রধানা মহিষী অর্থাৎ তাঁহার ভগ্নী রাণী বাই আগুনে পুড়িয়া সতী হইয়াছিলেন কিন্তু তুহ্‌ফাতুল-কিরামের গ্রন্থকার বলেন যে, রাণী বাই আগুনে প্রবেশ করেন নাই। তিনি ইবনুল কাছেমের প্রেমে পড়িয়াছিলেন বলিয়া জয়সিংহের সহিত ব্রাহ্মণাবাদ যাইতে স্বীকার করেননাই এবং পরে তিনি আরব-সেনাপতির সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। আমার বিবেচনায় ইহা অপ্রমাণিত উক্তি, তুহ্‌ফার লেখক ছাড়া অন্য কেহই একথা বলেন নাই।

দমশ্‌কের খলীফার দরবারে সিন্ধুর গনীমৎ

৯৩ হিজরীর শওওয়াল মাসের প্রথম ভাগে—কঅব বিনে মুহারিক বা কয়েছের মারফত সম্রাট—দাহিরের মস্তক, গনীমতের পঞ্চমাংশ এবং যুদ্ধের বন্দীগণ হজ্জাজ বিনে ইউছুফের নিকট ইরাকে প্রেরিত হইল। হজ্জাজ সমস্ত দর্শন করিয়া আল্লাহর শোক্‌র করিলেন এবং কুফার জামে মছ্‌জিদে সকলকে—সমবেত করিয়া সিন্ধুজয়ের শুভসংবাদ জ্ঞাপিত এবং সকলকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করিলেন। অতঃ-পর দাহিরের মস্তক, রাজছত্র এবং অন্যান্য দ্রব্য—রাজধানী দমশ্‌কে খলীফা ওলীদ বিনে আব্দুল—মালিকের নিকট প্রেরিত হইল। ওলীদ হজ্জাজের পত্র পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং ইবনুলকাছে-মের কর্মকুশলতার পুনঃ পুনঃ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সম্রাট দাহিরের ভাগিনেয়ী কে স্বয়ং খলীফা নিজের সেবায় নিয়োজিত করিতে চাহিয়া-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছিলেন কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিনে আব্বাছের প্রার্থনা মত অবশেষে তাঁহার হস্তেই তিনি তাঁহাকে অর্পণ করেন। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইব্নেআব্বাছের সহধর্মিনীর গৌরব লাভ করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি সন্তানবতী হইতে পারেননাই। †

একখানা পত্র,

মোহাম্মদ বিনুল কাছেমের অতুল্য বিজয় গৌরবের মূলে তাঁহার যে নীতি কার্যকরী ছিল, ইরাকের শাসনকর্তার একখানা পত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ইব্নুলকাছেম যখন রাজ্যের প্রাচীরের ভিতর শিবির সন্নিবেশিত করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই পত্র তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। হজ্জাজ লিখিয়াছিলেন,

হে আমার চাচার পুত্র,

তোমার আনন্দ-লিপি আমার হস্তগত হইয়াছে। সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি যেসকল নীতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছ, সেগুলি সমস্তই শরীঅতের অনুমোদিত, কিন্তু আমি ইহাও শুনিতেছি যে, তুমি ছোট ও বড় সকলকে তুল্য নিরাপত্তা প্রদান করিতেছ, শত্রু ও মিত্রে কোন প্রভেদ রাখিতেছনা। আল্লাহ বলিয়াছেন,— কাফেরদিগকে فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم দারুল হরবের যেস্থানেই পাও, হত্যা কর। তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহর নির্দেশ অবশ্য প্রতিপালনীয়। নিরাপত্তা প্রদান করার বেলায় এরূপ "দর্‌ইয়া-দিল" হইওনা, এরূপ করিলে ভবিষ্যতের— কার্যতৎপরতা রুদ্ধ হইয়া যাইবে, অথচ তুমি ইহার জন্য দায়ী আর এই উদ্দেশ্যেই তোমাকে প্রেরণ করা হইয়াছে। অতএব ভবিষ্যতে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া শত্রুপক্ষের যাহাকে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিওনা। কারণ তোমার অসামান্য দয়া গুণকে — লোকেরা তোমার দুর্বলতার নিদর্শন ভাবিবে এবং তোমার প্রভাব নষ্ট হইয়া যাইবে।

লেখক— নাফেঅ্‌ হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ

† চচ্‌নামা ৮৩ পৃঃ।

জয়সিংহের প্রস্তুতি,

সম্রাট দাহিরের পুত্র জয়সিংহ রাত্র হইতে পলায়ন করিয়া ব্রাহ্মণাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্তী সমুদয় স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জয়সিংহের এক ভ্রাতা গোপীরায় অরুর দুর্গে বাস করিতেন, ধরসিংহের পুত্র চচ্ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র — ছিলেন, তিনি বাত্যা দুর্গের অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র ধবল, যিনি চন্দ্রের পুত্র ছিলেন, বোদ্ধা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। উল্লিখিত সমুদয় লোককে জয়সিংহ পত্রযোগে সম্রাট— দাহিরের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের কি করণীয় হইবে, তজ্জন্য তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে তিনি ইবনুলকাছেমের সহিত সংগ্রামের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভ্রর ও ধলীলা দুর্গের পতন,

মোহাম্মদ বিনুল কাছেমও শওওয়াল মাসেই ব্রাহ্মণাবাদ যাত্রা করিয়াছিলেন। পথে ভ্রর ও ধলীলা নামক দুইটী দুর্গ অবস্থিত ছিল। ধলীলা দুর্গে ষোল সহস্র সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। ইব্নুল কাছেম প্রথমে ভ্রর অবরোধ করেন। ভ্রবের অধিবাসীরা দুই মাস পর্যন্ত প্রতিরোধ করে, অবশেষে যে প্রণালীতে ইব্নুল কাছেম রাত্র দুর্গ জয় করিয়াছিলেন সেই ভাবে মন্‌জনীক ও পেট্রোলের সাহায্যে ভ্রর দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ভ্রবের পরিণাম অবগত— হইয়া ধলীলা দুর্গের ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম নগর ত্যাগ করে কিন্তু সামরিক অধিবাসীরা নিপুণতা সহকারে অবরুদ্ধ অবস্থায় ইবনুল কাছেমের সহিত বুঝিবার জন্য সুসজ্জিত হয়। আরব সেনাপতি বুলহিজ্জার— চান্দ্র মাসে ধলীলায় পদার্পণ করেন এবং দুই মাস পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন। দুর্গের অধিবাসীরা অবশেষে হতাশ হইয়া প্রথমতঃ রাত্রির অন্ধকারে তাহাদের পরিবারবর্গকে সেতুর সম্মুখবর্তী দুর্গে — প্রেরণ করে এবং নিজেরা বনোক নদী অতিক্রম করিয়া পলাইয়া যায়। কতিপয় আরব সৈন্য পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। যাহারা নদী অতিক্রম করিতে পারিয়াছিল তাহাদের কতক রণমল্লের রাজ্যে এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কতিপয় দেবরাজের সাম্রাজ্যের সীমান্তে প্রবেশ করে আর কতক হিন্দুস্থান অঞ্চলে চলিয়া যায়। দেবরাজ সম্রাট দাহিরের পিতৃব্য পুত্র ছিলেন। *

অতঃপর মোহাম্মদ বিন্‌ল কাছেম ৯৪ হিজরীর ছফর মাসে অতি সহজেই ধলীলা দুর্গ অধিকার করিয়া লন। গনীমতের পঞ্চমাংশ হজ্জাজের নিকট প্রেরিত হয় এবং বিশ্রামলাভের জন্য সেনাপতি — ধলীলায় কিছুকাল স্থায়ী ভাবে বাস করেন।

তবলীগে ইছ্‌লামের ব্যবস্থা,

অধিকৃত জনপদগুলিতে আভ্যন্তরীণ ও বর্হিমুখী যে সকল ব্যবস্থা ইবনুল কাছেম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ ছিল ইছ্‌লাম প্রচারের সুব্যবস্থা। ধলীলা দুর্গে অবস্থানকালে তিনি সিন্ধুর অন্তরগত যিলাগুলির ভূম্যাধিকারীগণের — নিকট ইছ্‌লামের দা'ওয়াত-পত্র প্রেরণ করেন। যাহারা ইছ্‌লাম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগকে খলীফায়-ইছ্‌লামের আনুগত্য স্বীকার এবং ভূমি রাজস্ব যথারীতি পরিশোধ করার জন্য তাকীদ দেন। এই সময়ে সিন্ধুর বহু বিশিষ্ট কৃষক প্রজা— ইছ্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অনেকে খিরাজ প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বীয় পৈতৃক ধর্মে কায়েম থাকিয়া যান।

ইবনুলকাছেম কর্তৃক ইছলামের দা'ওয়াত-পত্র প্রেরিত হইবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া দাহিরের প্রধান মন্ত্রী সী-সাকর তাঁহার কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর ইবনুল কাছেমের নিকট প্রেরণ করিয়া নিরাপত্তার ফর্মাণ প্রার্থনা করেন। ইবনুল কাছেম পরম ঔদার্যের সহিত সী-সাকরের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন এবং তাঁহাকে আশ্বস্তি প্রদান করা হয়। সী-সাকর আরাবী শিবিরের নিকটবর্তী হইলে ইবনুলকাছেম জনৈক সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ কর্মচারীকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রেরণ করেন। দরবারে প্রবেশ করিলে তিনি সী-সাকরকে সম্মানের সহিত নিজের সম্মুখ ভাগে বসিতে দেন, তাঁহার জন্য সর্ববিধ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। সিংহলের আরব ব্যবসায়ীগণের যেসকল মহিলা দীবলের উপকূলে লুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন, সী-সাকর সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদিগকে ইবনুল কাছেমের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই লুণ্ঠিতা মহিলাগণের উদ্‌ধার সাধন কল্পেই ইরাকের অধিনায়ক হজ্জাজ বিনে ইউছুফ ছকফীকে সিন্ধু প্রদেশে সৈন্য পরিচালনা — করিতে হইয়াছিল। দীবল জয়ের বর্ণনা প্রসংগে চচ্‌নামার গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইবনুলকাছেম মুছ্‌লিম বন্দীগণের উদ্‌ধার সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় এই স্থানে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, দীবলে মহিলাবন্দীগণের উদ্‌ধার সাধন সম্ভবপর হয় নাই।

এক্ষণে ইব্‌নুলকাছেমের দরবারে প্রতিষ্ঠালাভের আশায় সী-সাকর বন্দিনীদিগকে পেশ করিলেন।— তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, উদ্‌ধার-প্রাপ্তা মহিলাগণকে সসম্মানে আরবে প্রেরণ করা হইল এবং সী-সাকরকে ইবনুলকাছেম মন্ত্রীত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করিলেন।

ব্রাহ্মণাবাদের পতন,

৯৪ হিজরীর জমাদীলউলায় আরব-বাহিনী— ব্রাহ্মণাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ধারণের পুত্র নবকে ধলীলা দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল, তিনি নূতন ভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণাবাদ হইতে তিন মাইল দূরবর্তী দোহাটি পর্যন্ত ঔপকূলিক নৌকার ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। ব্রাহ্মণাবাদে জয়সিংহের অধীনে ৪০ সহস্র সৈন্য সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্য হইতে তিনি ষোলজন সেনাপতি বাছিয়া বাহির করেন। উক্ত ষোলজনের মধ্য হইতে চারিজনকে নগরের চারিটী তোরণ রক্ষাকরার ভার সমর্পণ করা হয়। অবশিষ্ট বারজন সেনাপতি বিভিন্ন বিভাগের স্বাধীন অধিনায়ক নিযুক্ত হন। অতঃপর জয়সিংহ বাত্যা অঞ্চলের চুনার বা চুনয়র নামক স্থানে চলিয়া গেলেন।

মুছ্‌লিম সেনাপতি তাঁহার বাহিনী সহকারে ব্রাহ্মণাবাদে উপস্থিত হইলেন। নগর প্রাকারের— পূর্বভাগের নিম্নদেশে যে স্রোতস্বতী প্রবাহমানা ছিল,

* চচ্‌নামা ৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারই উপকূলে তিনি শিবির সন্নিবেশিত করিলেন। অতঃপর জনৈক বিশ্বস্ত কাছিদের মারফত ব্রাহ্মণাবাদের দুর্গে পয়গাম প্রেরিত হইল—

হয় মুছলমান হও! অথবা খলীফায়-ইছলামের আনুগত্য ও ভূমিরাজস্ব (খিরাজ) প্রদান করিতে স্বীকার কর! এ দুইয়ের একটীও যদি তোমাদের মনঃপুত না হয়, তাহাহইলে তরবারি সর্বোৎকৃষ্ট মীমাংসাকারী হইবে।

জয়সিংহ পূর্বেই ব্রাহ্মণাবাদ পরিত্যাগ করায় নগরবাসীরা নিশ্চিত কোন জওয়াব দিতে পারিলনা। দীর্ঘ অবরোধ অপরিহার্য বিবেচনা করিয়া ইবনুল-কাছেম তাঁহার সৈন্য শিবিরের চতুষ্পার্শ্বে পরিখা খনন করিলেন। প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করার পর ৯৪ হিজরীর প্রথম রজব শনিবার দিবসে আরব সেনাপতি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। দুর্গের অধিবাসীরা প্রত্যহ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সন্ধা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইত এবং সন্ধায় ফিরিয়া যাইত। এই ভাবে ছয়মাস কাটিয়া গেল কিন্তু দুর্গ জয় করা সম্ভবপর হইলনা।

অবশেষে ৯৪ হিজরীর যুলহিজ্জায় স্বয়ং জয়সিংহ প্রত্যাবর্তন করিলেন। আরব বাহিনীর অবরোধের ফলে তিনি দুর্গের অভ্যন্তরে যাইতে অথবা কোনরূপ সাহায্য প্রেরণ করিতে পারিলেননা বটে কিন্তু আরব বাহিনীর রসদের পথ অবরুদ্ধ করিয়াদিলেন এবং মুছলিম সেনাবাহিনীর শিবিরের অদূরে তিনিও—তাঁহার সৈন্য শিবির স্থাপন করিলেন। মুছলিম সৈন্যবৃন্দের অসুবিধা লক্ষ করিয়া সেনাপতি মোহাম্মদ বিনুল-কাছেম অবিলম্বে বনানা বিনে হনযলা — কিলাবী, আতীঈয়া ছঅলবী, ছারিম বিনে আবিছারিম হাম্দানী ও আব্দুল মালিক মদারিনী প্রভৃতি সেনানীবৃন্দ কে একটী রেজিমেণ্ট সহ জয়সিংহের—বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন মুছলমানগণের মিত্র মোকা এবং জুযযম বিনে আম্র (মুছী অথবা দিহী?)

জয়সিংহের পলায়ন এবং কাশ্মীরের প্রথম মুছলিম উপনিবেশ।

সম্রাট দাহিরের পুত্র জয়সিংহ যেমনি শুনিলেন যে, আরব সৈন্য তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে, অমনি তিনি তাঁহার পরিবার বর্গ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। তিনি জংকন, আওয়ারা এবং কায়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া জয়পুরে উপস্থিত হইলেন। ইহা বর্তমান সুপরিচিত জয়পুর নয়, ছুলতান মহমুদ গযনভীর সময় পর্যন্ত এই নগরী — আবাদ ছিল। বিদ্রোহী আরব নেতা মোহাম্মদ আল্লাফী জয়পুর পর্যন্ত জয়সিংহের সাহচর্য স্বীকার — করিয়াছিলেন কিন্তু জয়সিংহ যখন জয়পুর পরিত্যাগ করিয়া কাশ্মীর যাত্রা করিলেন তখন তিনি আর তাঁহার সাহচর্য সমীচীন মনে করিলেননা। জয়সিংহ স্বীয় ভ্রাতা গোপী কে লিখিলেন আমি রাজত্বের দাবী প্রত্যাহার করিতেছি, তুমি সমস্ত শক্তি ও সাহস প্রয়োগ করিয়া রোর বা আলোর দুর্গ রক্ষা করিবে। [৭]

জয়সিংহ কাশ্মীর অধিপতির অধীনে আজীবন শাকল্য অঞ্চলের জায়গীর ভোগ করিতে থাকেন। তিনি অপুত্রক মানবলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার—অকৃত্রিম মিত্র ও আমরণ সহচর অন্যতম বিদ্রোহী আরব ছর্দার হামীম বিনে ছামা শামী উক্ত জায়গীরের উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি পরে উক্ত ইলাকায় মছজিদ, মুছাফির খানা ও বিবিধ প্রকার ইমারত নির্মাণ করেন। কাশমীরের রাজাও তাঁহার কার্যে কোনদিন প্রতিবন্ধক হন নাই। জেনারেল কিংহমের তদন্ত অনুসারে শাকল্য অঞ্চল বর্তমানে কলোথর নামে অভিহিত এবং কোহিস্তানে-নমকের অন্তরভুক্ত। আজও উহা কাশ্মীরের সীমান্তরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণাবাদের পতন,

জয়সিংহের পলায়নের পর নগরবাসীরা কিছু দিন যাবৎ ইবনুলকাছেমের প্রতিরোধ করিতে থাকে, পরে তাহারা নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া ইবনুলকাছেমের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে

[৭] চচ্নামা, ৮৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, একদিন আমরা প্রকাশ্যতঃ যুদ্ধের উদ্দেশ্যেই—বহির্গত হইব কিন্তু অবিলম্বেই পশ্চাদ্বর্তী হইয়া প্রত্যাবর্তন করিব এবং দুর্গের তোরণ মুক্ত রাখিয়া দিব আপনারা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইবেন।

ইবনুল কাছেম নগরবাসীদের প্রস্তাব হজ্জাজ বিনে ইউছুফকে জ্ঞাপিত করিলে তিনি লিখিয়া—পাঠাইলেন যে, তুমি অধিবাসীদের সহিত যে চুক্তিতে আবদ্ধ হইবে, শেষ পর্যন্ত তাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে।

ফলকথা, নগরবাসীদের পরামর্শ মত ইবনুলকাছেম একটী দিবস নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং উল্লিখিত ব্যবস্থা মত পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গের সামরিক দল মুছলমানগণের তকবীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল এবং দিশাহারা হইয়া বিভিন্ন দুর্গদ্বার দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল।

ইবনুলকাছেম পূর্বেই নগরের অসামরিক অধিবাসীদিগকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা সশস্ত্র প্রতিরোধ করিবে, তাহারা ছাড়া অন্য কাহাকেও নিহত করা হইবেনা। অস্ত্রধারী ব্যক্তিদিগকে গেরেফতার করিয়া সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিল তাহাদের প্রত্যেককে তাহাদের পরিবারবর্গ ও—ধনসম্পত্তি সহকারে মুক্তি প্রদান করা হইল।

রাণী লাডী,

ব্রাহ্মণাবাদে সম্রাট দাহিরের অন্যতমা পত্নী রাণী লাডী বাস করিতেছিলেন। তিনি স্বীয় জন্মভূমি ও আত্মীয় পরিজনকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করা পছন্দ করেন নাই। তিনি দাহিরের নিধনপ্রাপ্তির পর ব্রাহ্মণাবাদে আসিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার মুক্ত করেন এবং একটী বাহিনীও গঠন করিয়া ফেলেন। নগরের চারিটী তোরণের মধ্যে একটী তোরণ—তাঁহারই সৈন্যদল রক্ষা করিতেছিল। তাঁহার—অজ্ঞাতসারেই মুছলিম সৈন্য বাহিনী দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলেন এবং তিনিও আকস্মিক ভাবে ধৃত—হইয়া ইবনুলকাছেমের সম্মুখে নীত হন। সেনাপতি রাণীর প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়া মাত্র তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অন্তঃপুরে প্রেরণ করেন। তাঁহার পরিচারিকাগণ সহ স্বতন্ত্র অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়।

কথিত হয় যে, দমশকের বয়তুলমালের জন্য—প্রেরিত কয়েদীগণের পঞ্চমাংশের সংখ্যা ছিল বিশ সহস্র। মুছলিম গাযীগণের মধ্যে যে সকল যুদ্ধবন্দী বণ্টন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে যাহাদের—সম্বন্ধে জানা যায় যে তাহারা ভ্রম ক্রমে গেরেফতার হইয়াছে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি প্রদান করা—হয়।

সম্রাট দাহিরের বিধবা রাণী লাডীকে মোহাম্মদ বিনুল কাছেম রাজনৈতিক কারণে স্বয়ং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। বিবাহের পূর্বে সেনাপতি ইরাকের অধিনায়ক হজ্জাজ বিনে ইউছুফ এবং খলীফায়-ইছলাম ওলীদ বিনে আব্দুলমালিকের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণী যুদ্ধের বন্দিনী রূপে ধৃতা হইয়াছিলেন, ইবনুল কাছেম তাঁহাকে প্রথমতঃ মুক্তিপ্রদান করিলেন এবং পরে তাঁহার সহিত যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। মোহাম্মদ বিনুল কাছেমের ঔরসে যখন রাণী লাডীর প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তিনি স্বীয় বন্দীত্বের যে কাহিনী প্রকাশ—করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তাঁহার গেরেফতার সম্পর্কে বর্ণিত পূর্ব কাহিনীর মিলনাই। রাণী বলেন যে, দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করার প্রাক্কালে রাণীদের কয়েকজন দেহরক্ষী নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে নিহত হইলে প্রত্যেক জন দেহরক্ষী তাহার যিম্মার রাণীকে বধ করিবে। রাণী লাডীকে তাঁহার দেহরক্ষী হত্যা করিতে উদ্যত হইলে তিনি দুর্গের শীর্ষদেশ হইতে নিজেকে ভূপাতিত করেন এবং মুছলিম বাহিনীর সারির ভিতর ঢুকিয়া পড়েন। দেহরক্ষী তাঁহাকে বধ করিতে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া যায় এবং রাণী ধৃতা হইয়া সেনাপতির সম্মুখে নীতা হন। *

* চচনামা, ৭৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেহ কেহ মনে করেন, দ্বিতীয় বর্ণনাটী রাণীর কল্পিত উপাখ্যান মাত্র, কারণ বলাযুরী প্রভৃতি স্বীকার — করিয়াছেন যে, রাদ্র দুর্গে দাহিরের প্রধানা মহিষী স্বয়ং চিতায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ হত্যা করেনাই। * আমার বিবেচনায় বলাযুরীর বর্ণিত রেওয়ায়ত রাণী লাডীর কাহিনীর পরিপন্থী নয়। কারণ সম্রাটের যে সকল মহিষী স্বেচ্ছায় বা যবরদস্তী ভাবে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেহরক্ষীরা হত্যা করিবে কেন? রাণী লাডী এ অপমৃত্যু স্বীকার করেননাই বলিয়াই তাঁহার রক্ষী— তাঁহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিল আর রাণীও স্বীয় জীবন ও যৌবনের মায়ায় পরম দুঃসাহসিক উপায়ে মুছলিম বাহিনীতে ঢুকিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তুহফাতুল কিরামের গ্রন্থকার রাণী বাইয়ের চিতা প্রবেশের কথা স্বীকার করেননাই, বরং তিনি ইংগিত করিয়াছেন যে, তিনিই ইবনুল-কাছেমের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন। রাণী বাই আর রাণী লাডী যে একই ব্যক্তি নহেন, তাহাই বা কিরূপে জোর করিয়া বলা যায়?

ইবনুল কাছেমের শাসন শৃংখলার রীতি,

অতঃপর সেনাপতি ব্রাহ্মণাবাদ জিলার সুশৃংখলা বিধানে মনোনিবেশ করেন,

১। যাহারা ইছলামী জীবনাদর্শ বরণ করিলেন তাঁহারা সকল বিষয়ে আরব বিজেতাদের সমতুল্য অধিকার লাভ করিলেন।

২। যাহাদের ইছলামে রুচি হইলনা তাহাদের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে সামরিক ট্যাক্স ধার্য করা হইল :—

(ক) ধনবানদের নিকট হইতে জন প্রতি বার্ষিক ৪৮ দিরহম অর্থাৎ প্রায় ১৩৲ টাকা।

(খ) মধ্যবিত্তগণের নিকট হইতে জন প্রতি বার্ষিক ২৪ দিরহম অর্থাৎ প্রায় ছয় টাকা।

(গ) সর্ব সাধারণের নিকট হইতে জনপ্রতি বার্ষিক ১২ দিরহম অর্থাৎ প্রায় তিন টাকা।

৩। কাহারও সম্পত্তি যবরদখল করা হইলনা। ব্রাহ্মণরা অমুছলিম রাজত্বের ভিতর যেসকল অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, সেগুলি পূর্ববৎ বহাল রহিল। সরকারী রাজস্ব হইতে ব্রাহ্মণদের জন্য একটী নির্দিষ্ট অংশ বৃত্তি স্বরূপ ধার্য করা হইল।

৪। যুদ্ধের ভিতর যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১ লক্ষ বিশ হাজার দিরহম প্রদত্ত হইল। *

৫। ব্রাহ্মণাবাদ দুর্গের প্রত্যেক তোরণে একদল সৈন্য মুতাইয়ন করা হইল, তাহাদের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন ব্রাহ্মণগণ। এই সকল ব্রাহ্মণকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের প্রত্যেককে সুসজ্জিত অশ্ব প্রদান করা হইল, প্রচলিত প্রথানুসারে তাহাদের হাতে ও পায়ে সুবর্ণ বলয় পরান হইল। প্রকাশ্য দরবারে তাহাদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করা হইল।

৬। রাজস্ব ওছুল করার ভারও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করা হইল, কিন্তু তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইল,—

(ক) প্রজাদিগকে যেন কিছুতেই উৎপীড়িত করা না হয়।

(খ) তাহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত শুল্ক, রাজস্ব এবং সামরিক ট্যাক্স যেন ধার্য না হয়।

(গ) সকল সময়ে যেন মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা হয় এবং প্রজাহিতকর পরিকল্পনা সর্বদা কর্তৃপক্ষমহলকে যেন জ্ঞাপিত করা হয়।

ইবনুলকাছেমের উদারতায় ব্রাহ্মণগণ এরূপ— মোহিত হইলেন যে, তাঁহারাই গ্রামে গ্রামে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে,—

"আমাদের রাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, আমাদের সামরিক বল বিপর্যস্ত হইয়াছে। আরব বিজেতাদের প্রতিরোধ করার শক্তি আর আমাদের নাই। আরবগণ যদি অমায়িক ও মহানুভব না হইতেন, তাহা হইলে আমরা দেশবিতাড়িত এবং আমাদের ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইতাম। আরব বিজেতাগণের মহত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার ফলে আমরা এখনও সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছি। এরূপ অবস্থায় যদি

* ফতুহুল বুলদান, ৪৩৯ পৃঃ।

* চচনামা ৮৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমরা বাস্তত্যাগী হইয়া হিন্দুস্থানে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমরা সর্বস্বান্ত হইয়া যাইব, আমাদের সমুদয় স্থাবর অস্থাবর এই স্থানে পড়িয়া থাকিবে। অতএব ইছ্লামের খলীফার আনুগত্য স্বীকার করিয়া জিয্য়া (সামরিক ট্যাক্স) প্রদান করা এবং স্বীয় জন্মভূমিতে সকল প্রকার সুখ, স্বাচ্ছন্দের অধিকারী হইয়া গৌরবের জীবন যাপন করাই আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।"

ব্রাহ্মণদের প্রচারের ফলে অচিরাৎ সমস্ত প্রদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, বাস্তত্যাগীদের হিড়িক বন্ধ হইয়া গেল। সকলেই জিয্য়া প্রদান করিয়া নির্বিঘ্নে আপন দেশে বসবাস করিতে প্রস্তুত হইল।

৭। মোহাম্মদ বিনুল কাছেম নগর এবং গ্রামের জননেতা ও সম্ভ্রান্তগণের প্রত্যেককে ডাকাইয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং তাহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া শ্রবণ করা হইবে এবং পরামর্শ গৃহীত হইবে বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।

৮। যুদ্ধের গোলযোগের ভিতর ব্রাহ্মণাবাদের বিশাল মন্দিরে পাহারা বসিয়াছিল, শান্তি স্থাপিত হইবার সংগে সংগে হিন্দুনাগরিকরা মন্দিরের মুক্তি এবং পূজা অর্চনার অবাধ অধিকার দাবী করিয়া বসিল। ইছ্লামে প্রতিমা পূজা মহাপাপ ও কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় ইব্নুলকাছেম এ সম্পর্কে — ইরাকের অধিনায়ক হজ্জাজ বিনে ইউছুফের অভিমত প্রার্থনা করিলেন। হজ্জাজ উত্তর দিলেন,—

"তোমার পত্র পাইলাম, লিখিত সমুদয় বিষয় অবগত হইলাম। হিন্দুরা মন্দির আবাদ রাখিতে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকর্মের অনুকরণ করিতে চায়। তাহারা যখন আমাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং জিয্য়া প্রদান করিতেছে তখন তাহাদের ধর্ম এবং ঘরোয়া বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোনই প্রয়োজন নাই। তাহাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করা আমাদের জন্য ফরয, কারণ তাহারা আমাদের অধীনস্থ ও আশ্রিত। *

হজ্জাজের ফর্মান অনুসারে মন্দির হিন্দুদের — যথেচ্ছ অধিকারে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

* চচ্নামা, ৯০ পৃঃ।

৯। ভূমি রাজস্বের শতকরা তিন ভাগ দরিদ্র ও আতুর ব্রাহ্মণদের জন্য নির্ধারিত হইল।

১০। সমুদয় কর্মচারীদের জন্য বেতন নির্দিষ্ট করা হইল। মাসিক বেতনের তখন দস্তুর ছিলনা। বার্ষিক বৃত্তি বা কমিশন রূপে কর্মচারী এবং দেশের শাসনকর্তাদের বেতনের জন্য সেনাপতির পক্ষ হইতে তমীম বিনে যয়েদ করছী এবং হকম বিনে আওয়ানা কলবী কে দায়ী করা হইল।

১১। বৌদ্ধ ধর্মের ফায়া ও ফুংগীরাও স্বস্ব — অধিকার পূর্ববৎ ভোগ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইলেন।

১২। নব নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদিগকে— অপসারিত করিয়া স্থানীয় লোকদের হস্তে শাসন শৃংখলার ভার সমর্পণ করা হইল।

১৩। লোহানার জাট দস্যুদের সম্মা ও লাক্ষা নামক দুইটী গোত্র, যাহারা আইন ও শৃংখলার ধার ধারিতনা, সুযোগ পাইলেই যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিত, লুটতারাজ যাহাদের পেশা ছিল, সমুদ্রোপকূলে যাহারা ব্যাপকভাবে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। দীবলের অধিবাসীরাও যাহাদের গোপনে সাহায্য করিত। দেশের ভূতপূর্ব হিন্দু শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে,—

(ক) তাহারা টুপি ও জুতা সহ বাহির হইতে পারিবেনা।

(খ) সর্বদা তাহারা মোটা কাপড়ের চাদর — ব্যবহার করিবে। কম্বলের জামা ও ইযার পরিধান করিবে।

(গ) গৃহ হইতে বাহির হইলে সর্বদা একটী কুকুর সংগে রাখিবে।

(ঘ) তাহাদের সর্দারগণ অশ্বের শূন্য পিঠে ছওয়ার হইবে।

(ঙ) তাহারা পথ-প্রদর্শকের কাজ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(চ) পথঘাট সুরক্ষিত থাকার জন্য তাহারা দায়ী রহিবে, কোন স্থানে খুন যখম বা লুঠ তারাজ হইলে এবং অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহাদিগকে সপরিবারে আগুনে পোড়াইয়া মারা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

২৮। শরীঅত ও তরীকত,

মওলবী আবদুল লতিফ বি, এ।
ইন্‌স্‌পেক্টর, সেন্‌ট্রাল একসাইজ বাউরা, রংপুর।

দারমীর বরাতে যে উক্তি আপনি উধৃত করিয়াছেন, তাহা রছুলুল্লাহর (দঃ) হাদীছ নয়। উহা বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম হছন বছ্‌রীর অভিমত। হছন বছ্‌রী বিদ্যাকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন, যথা, অধ্যাত্ম বিদ্যা। তিনি علم فى القلب ইহাকে "ইল্‌মুন নাফিঅ্‌" উপকারী বিদ্যারূপে অভিহিত করিয়াছেন। علم على اللسان — আর রাসনিক বিদ্যাকে তিনি মানবজাতির প্রতি আল্লাহর শেষ হুজ্‌জত বা চরম কথা রূপে নির্দেশিত করিয়াছেন। ইমাম ছাহেবের এই উক্তির সাহায্যে যাহারা শরীঅতের বহির্ভূত তরীকত নামক স্বতন্ত্র কোন বিদ্যার অস্তিত্ব প্রমাণিত—করিতে চায়, তাহারা একদম মূর্খ। হাছান বছ্‌রীর উল্লিখিত কথার ভিতর ইহার কোন ইংগিত নাই। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শরীঅতের অনুগমন করার জন্যই আল্লাহ তদীয় রছুল হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে আদেশ ثم جعلناك على شريعة করিয়াছেন, (অতঃপর من الامر فاتبعها ولاتتبع আমরা দীনের যে اهواءالذين لايعلمون — শরীঅতে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আপনি শুধু তাহারই অনুগমন করিতে থাকুন এবং যাহারা অজ্ঞ, আপনি কদাচ তাহাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ—করিবেননা—আল্‌জাছিয়া : ১৮ আয়ত।) শরীঅতের বহির্ভূত সমস্তই অনুমান, দুরাকাংখা ও প্রবৃত্তির উন্মাদনা মাত্র। হছনবছ্‌রী যে দুইটী বিদ্যার কথা—বলিয়াছেন, উহাদের সমষ্টি দ্বারাই শরীঅত বিরচিত ও গঠিত। শরীঅতের লক্ষণীয় বিষয় প্রধানতঃ দুইটী, প্রথমতঃ আত্মার শুদ্ধি ও সুসজ্জা। মতবাদ, (اعتقاد) ও সংকল্প (نيت) গুলি ইহার অন্তরভুক্ত। মতবাদ বা ই'তিকাদ দুরস্ত না হইলে এবং সংকল্প বা নিয়তকে ঐকান্তিক করিতে না পারিলে সমস্তই বৃথা! আল্লাহর

(২২৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

রায় চচ্‌ এবং সম্রাট দাহিরের সময়ে লোহানা জাটদের সংঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করা হইত। মোকা এবং সী-সাকরের পরামর্শ অনুযায়ী ইব্‌নুল কাছেম উপরিউক্ত ব্যবস্থা বলবৎ রাখিলেন।

এই গোত্রগুলি পরে ব্যাপক ভাবে ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিল। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ময়মনদিগকে কেহ কেহ ইহাদেরই বংশধর বলিয়া অনুমান করেন।

(১৫) মোহাম্মদ বিনুল কাছেম সিন্ধু রাজ্যে—ইহাও বিধিবদ্ধ করেন যে, কোন মুছলমান আগন্তুক রাজ্যের কোনস্থানে গমন করিলে একদিবস ও এক রাত্রির জন্য এবং পীড়িত হইয়া পড়িলে তিন দিবস ও তিন রাত্রি পর্যন্ত তাঁহাকে অতিথির সম্বর্ধনা দান করিতে হইবে।

(১৬) দিওয়ানী মামলা মুকদ্দমা যাহাতে—প্রত্যেকের শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারে চুকানো হয়, তাহা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইব্‌নুল কাছেম ব্রাহ্মণাবাদের চারিজন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর একটী কমিটী গঠন করিয়া দিলেন। কমিটীর চূড়ান্ত মীমাংসা সেনাপতির অনুমতিসাপেক্ষ থাকিল।

(১৭) বিদাঅ. বিনে হুময়দ নজ্‌দী কে ব্রাহ্মণাবাদের পুলিশ কমিশনার পদে নিয়োগ করা হইল।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি, তাঁর তওহীদ ও অদ্বিতীয়তার প্রতি এবং তিনি ব্যতীত সমস্তই—নবোদ্ভিন্ন একথার প্রতি, ফিরিশ্‌তা, কিতাব, ওয়াহী, রছুল, অদৃষ্ট এবং বিচার দিবসের প্রতি ঈমান—ইছ্‌লামী মতবাদ বা হছন বছ্‌রীর কথিত অধ্যাত্ম-বিদ্যার অন্তরভুক্ত। মধ্যলোক, পুনরুত্থান, সমাবেশ, হিছাব, মানদণ্ড, পুলছিরাত, বেহেশ্‌ত, দুযখ, ইত্যাদি বিচার দিবসের বিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহর—অনুরাগ, তাঁহার জন্য প্রেম ও ক্রোধ, রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুরাগ, তাঁহার সম্বর্ধনা ও মর্যাদাবোধ তাঁহার—আনুগত্য সমস্তই হৃদয়ের সহিত সম্পর্কিত, সুতরাং অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তরভুক্ত।

এইরূপ আমলের নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা, কপটতা-বর্জন, তওবা, ভয়, আশা, শোকর, বিশ্বস্ততা, ছবর, সন্তোষ, তাওয়াক্কুল, দয়া, বিনয় এই অধ্যাত্মবিদ্যারই অন্তর্গত। জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান, কনিষ্ঠদের প্রতি মমত্ববোধ এবং অহমিকতা, আত্মশ্লাঘা, পরশ্রীকাতরতা, কলহপরায়ণতা ও বিদ্বেষভাব ইত্যাদির পরিহারও উল্লিখিত বিদ্যার অন্তর্গত। মোটামুটি ভাবে বর্ণিত ২৫টী অধ্যাত্মগুণ علم فى القلب ইল্‌মুনফিল্ কলবের মধ্যে দাখিল। এগুলির পরিণতি ও পরিপক্কতা রাসনিক ও ইন্দ্রিয়িক অনুষ্ঠান বা আচরণের উপর নির্ভর করে। ইন্দ্রিয়িক বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা পরস্পর এরূপ নিবিড় ও অংগাংগিভাবে বিজড়িত যে একটীকে বাদদিয়া আর একটী কল্পনা করা দুঃসাধ্য। মতবাদের দৃঢ়তার উপর আচরণের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে। আমরা মোটামুটি ভাবে ৩৮টী রাসনিক বিদ্যা বা অভ্যাস গণনা করিতে পারি। রসনা যাহা উচ্চারণ করিবে, এরূপ বিদ্যা বা গুণ ৭টী যথা, তওহীদ মন্ত্র, কোরআনের পঠন ও পাঠন, বিদ্যা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, দুআ ও যিক্‌র। ইছ্‌তিগ্‌ফার করিতে থাকা ও—অনর্থক উক্তি হইতে বিরত থাকা যিক্‌রের পর্যায়ভুক্ত। রসনাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ইন্দ্রিয়িক ৩৮টী গুণ উল্লেখ করিতে পারা যায়। তন্মধ্যে ঈমানের সংগে সম্পর্কিত পনেরটী, যথা দৈহিক বিশুদ্ধতার অনুভূতি ও কার্যতঃ বিদ্যমানতা, নাপাকী বা অশৌচ বর্জন, বিবস্ত্রতা বিদূরিত করা, ফরয ও নফল নমায, যকাত, দানশীলতা, আহার্যদান, আতিথ্য, ফরয ও নফল ছিয়াম, হজ্জ, উম্‌রা, বয়তুল্লাহর প্রদক্ষিণ, ই'তিকাফ, লয়লতুলকদ্‌রের অনুসন্ধান, পরোপকার ও জনসেবা, শির্কের ভূমি হইতে হিজ্‌রত, নযর পালন, কছম পালন, কফ্‌ফারা পরিশোধ ইহারই পর্যায়ভুক্ত। ইতিতিবাঅ্ বা অনুসরণীয় অভ্যাস ছয়টী, যথা হারাম, যাচ্ঞা ও লজ্জাকর পাপাচরণ বর্জন করা, পরিবার প্রতিপালন, জনক জননীর সেবা করা, আত্মীয়-বিচ্ছেদ পরিহার করা, সন্তান পালন, জ্ঞাতিদের সহিত সদ্ব্যবহার, মাননীয় গণের অনুসরণ ও দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা। ইন্দ্রিয়িক বিদ্যার অন্তর্গত ১৭টী অভ্যাস সামাজিক: যথা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কল্পে দণ্ডায়মান হওয়া, সংহতি বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত না হওয়া, রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ও শর্তাধীন আনুগত্য স্বীকার করা, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যত্নবান হওয়া। জমাআত বিরোধী, রাষ্ট্র—বিদ্রোহী, বাতেনী, হুলুলী ও দজ্‌জালীদের সহিত সংগ্রাম এবং সমুদয় সৎকার্যে সহায়তা ও সহযোগ শান্তি-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার অন্তরভুক্ত। ইহারই পর্যায়ভুক্ত হইতেছে ন্যায়ের জন্য আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধের অভ্যাস, আল্লাহর হুদুদের প্রতিষ্ঠা, রসনা, লিখনী ও তরবারীর সংগ্রাম, সীমান্ত রক্ষার জন্য আয়োজন, আমানত পরিশোধ, গনিমতের পঞ্চমাংশ পরিশোধ, ঋণদান ও ঋণ পরিশোধ, প্রতিবেশীর সম্মান, লেনদেন ও ব্যবহারের সাধুতা ও মাধুর্য। বৈধ ও সৎ উপায়ে উপার্জন এবং হকদারদের মধ্যে বন্টন, অমিত ও অপব্যয় এবং অপচয় বর্জন এই লেনদেনের সাধুতার পর্যায়ভুক্ত। ছালামের—জওয়াব, হাঁচির দোআর জওয়াব, হস্ত ও জিহ্বার সাহায্যে কাহাকেও পীড়া না দেওয়া, গীত বাদ্য বর্জন করা এবং পথের কষ্টকর বস্তু বিদূরিত করা সমস্তই রাসনিক বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, শরীঅত—ছাড়াও মুক্তি এবং নজাতের অন্য কোন পথ রহিয়াছে অথবা প্রকাশ্য শরীঅতের বিপরীত আর একটী গোপনীয় সত্য বা তাৎপর্য রহিয়াছে এরূপ কথা ছাহাবা, তাবেয়ীন, আয়েম্‌মায়-দীন এবং বিশ্বস্ত দরবেশ ও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধুসজ্জনগণের কেহই কোনদিন উচ্চারণ করেননাই, ইছলাম বিরোধী মুনাফিক বা একান্ত হস্তীমূর্খ ছাড়া এরূপ উক্তি সজ্ঞানে কাহারও মুখ দিয়া বাহির হইতে পারেনা। রাসনিক বিদ্যার সাহায্যেই জনগণকে কলিমায় হক্কের প্রতিষ্ঠা দান এবং কলিমায় কুফ্‌রের উৎপাটন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করা যাইতে পারে। মোল্লা আলীকারী মিশ্‌কাতের শরুহে লিখিয়াছেন, এই বিদ্যা দ্বারা ছুন্নত কে প্রকাশিত ও বিদ্‌আতকে অবনমিত করা যাইতে পারে। আমি বলি, এই জন্যই বিদ্‌আতীর দল বাস্তবতা বা হকীকতকে শরীঅত হইতে স্বতন্ত্র চীয বলিয়া প্রচার করিতে চান, অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে শরীঅতে-মুহাম্মদীয়ার বহির্ভূত কোন হকীকত বা বাস্তবতার অস্তিত্ব নাই।

আর হযরত আবুহোরায়রার বাচনিক বর্ণিত বুখারীর যে হাদীছ আপনি উল্লেখ করিয়াছেন — তাহাতেও শরীঅত বহির্ভূত কোন হকীকতের উল্লেখ নাই। আবুহোরায়রা বলিয়াছেন, আমি— রছুলুল্লাহর (দঃ)— নিকট হইতে দুইটী পাত্র স্বরক্ষিত করিয়াছি, তন্মধ্যে একটী কে তোমাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছি আর অপরটী যদি ছড়াই তাহা হইলে এই কণ্ঠনালী কর্তিত হয়। আপনি নিজেই একটু চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে আবুহোরায়রার অপ্রচারিত হাদীছগুলির তাৎপর্য যদি হকীকৎ, তরীকৎ বা মা'রেফৎ ইত্যাদি হয় তাহা হইলে তরীকৎ পন্থীদের কণ্ঠনালী কর্তিত হয়না কেন? আবুহোরায়রার মত রছুলুল্লাহর (দঃ) বিশিষ্ট সহচর যে কথা উচ্চারণ করিতে নিহত হইবার আশংকা করিতেন, সেই বিদ্যার শতসহস্র পুথিপুস্তক, তাহার অনুশীলনের জন্য অগণিত দর্গা ও খানকা— আবুহোরায়রার পরলোক প্রাপ্তির পর হাজার বৎসর যাবৎ দিনে দুপুরে অবিরাম ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হইয়া আছে, কিন্তু নিহত হওয়ার পরিবর্তে তরীকতের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের বান প্রবাহমান রহিয়াছে! এক যাত্রার এরূপ পৃথক ফলের দৃষ্টান্ত আপনি কোনস্থানে দেখিয়াছেন কি? ফলকথা যাহা উচ্চারণ করা আবুহোরায়রার সময়ে বিপজ্জনক ছিল আজও তাহা প্রচারিত করা তুল্যরূপে বিপজ্জনক হওয়া উচিত আর প্রকৃতপক্ষে তাহা— আছেও! যে কথা বলিতে আবুহোরায়রা ভীত হইতেছিলেন, তাহা দুষ্ট শাসনকর্তাদের সম্পর্কিত রছুলুল্লাহর (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী। দুষ্ট শাসকদের নাম, অবস্থা ও যুগের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি হযরত আবুহোরায়রা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে আকারে ইংগীতে কতক হাদীছের কথা তিনি প্রকাশও করিয়াদিতেন যেমন আবুহোরায়রার উক্তি আমি আল্লাহর নিকট ৬০ হিজরীর সূচনা এবং ছোক্‌রাদের শাসন হইতে আশ্রয় ভিক্ষা করি। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে ৬০ হিজরী ইয়াযীদ বিনে মুআবীয়ার শাসন যুগ। আবুহোরায়রার এই — প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং তিনি ইহার এক বৎসর পূর্বেই ওফাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থের ফিতন অধ্যায়ে এরূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌নে আমর বিনে ছঈদ তাঁহার দাদা অর্থাৎ ছঈদের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা আমি আবুহোরায়রার সাহচর্যে মদীনার মছজিদে বসিয়াছিলাম। মরওয়ান (অর্থাৎ মদীনার তৎকালীন গভর্ণর) আমাদের সংগে ছিলেন। — আবুহোরায়রা বলিলেন আমি সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণের (দঃ) প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি তিনি বলিলেন, আমার উম্মত কোরয়শ গোত্রের— অন্তর্ভুক্ত ছোকরাদের হস্তে হালাক হইবে। মরওয়ান বলিলেন, ঐ সকল ছোকরাদের প্রতি আল্লাহর— অভিসম্পাৎ। আবুহোরায়রা বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিলে সেই ছোকরাদের সম্বন্ধে বলিয়াদিতে পারি তাহারা অমুক অমুকের পুত্র! হাদীছের বর্ণনাকারী বলিতেছেন যে, মরওয়ান যখন শামের সম্রাট হইলেন

حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيين فاما احدهما فبثثته فيكم واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم !

اعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان !

هلكة امتى على يدى غلمة من قريش -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমি আমার দাদার সংগে তথায় গমন করি। তিনি তাহাদের নবযুবক দলকে দেখিয়া বলিলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে ছোক্‌রার দলের কথা বলিয়াছেন, হয়তো ইহারাই সেই দল!

ইব্নুলমুনীর বলেন, বাতেনী ফির্কার লোকেরা তাহাদের মিথ্যা দাবীর পোষকতায় আবুহোরায়রার—হাদীছ উপস্থাপিত করিয়া থাকে। তাহারা মনে করে, শরীঅতের তাৎপর্য দ্বিবিধ অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপনীয়। এই অসত্য মতবাদের পরিণতি দীনের বিপর্যয় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আবুহোরায়রার উক্তির তাৎপর্য—এইযে, দুষ্ট ও অত্যাচারী শাসকদল তাঁহার শিরচ্ছেদন করিবে, যদি তাহারা তাহাদের নিন্দাবাদ শ্রবণ করে—ফত্হুলবারী (১) ১১০ পৃষ্ঠা।

আপনার উধৃত কোরআনের আয়ত দুইটীর অর্থ এবং ওছীলার তাৎপর্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য ইন্‌শা-আল্লাহ্ বারান্তরে শ্রবণ করিবেন।

২৯। ঈদায়নের দুই খুত্‌বা

মওলানা তমীযুদ্দীন আহ্মদ, সাতপোয়া, মুমেনশাহী।

জুমার ন্যায় ঈদায়নের খুত্‌বাও দুইটী হইবে, অর্থাৎ প্রথম খুত্‌বার পর উপবেশন করিয়া কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে, তারপর দ্বিতীয় খুত্‌বা প্রদান করা হইবে। জুমা ও ঈদায়নের খুত্‌বার এই পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। অবশ্য খুত্‌বা দেওয়ার সময় জুমা ও ঈদায়নে অভিন্ন নয়। জুমার খুত্‌বা নমাযের পূর্বে আর ঈদায়নের খুত্‌বা নমাযের পর প্রদান করা বিধেয়।

(ক) হানাফী ফিক্‌হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হিদায়ায় উল্লিখিত আছে—ঈদের নমাযের পর ইমাম দুইটী খুত্‌বা প্রদান করিবে,—ফত্হ সহ (১) ৪২৮ পৃঃ।

(খ) রহমতুল উম্মহ গ্রন্থে ইমাম মালেক,—শাফেয়ী ও আহ্মদের অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইছ্‌তিছ্‌কার নমাযে ঈদয়নের মত খুৎবা প্রদান করা ছুন্নত এবং ঈদের মতই নমাযের পর দুইটী খুত্‌বা দিতে হইবে। প্রথম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ।

(গ) ইমাম শাফেয়ী স্বীয় উম্ গ্রন্থে বলিয়াছেন—জুমার দিবস ইমাম যেরূপ আযানের জন্য কিছুক্ষণ উপবেশন করে, ঈদের নমাযের পরও তদ্রূপ ইমাম প্রথমে কিছুক্ষণ উপবেশন করিবে, তারপর দাঁড়াইয়া খুত্‌বা দিবে। অতঃপর প্রথম খুত্‌বা শেষ হইলে ইমাম প্রথম বৈঠক অপেক্ষা অল্প বা সমান সময়ের জন্য উপবেশন করিবে এবং পুনরায় দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় খুত্‌বা প্রদান করিবে,— (১) ২১১ পৃঃ।

(ঘ) ইমাম মুযানী বলেন, ইমাম দুইটী খুত্‌বাই দাঁড়াইয়া প্রদান করিবে এবং উভয় খুত্‌বার মধ্যভাগে কয়েক মুহূর্ত উপবেশন করিবে,—মুখ্‌তছর (১) ১৫৩ পৃঃ।

(ঙ) ঈদুল ফিত্‌রের তকবীরাতের শেষ সময় সম্পর্কে শা'রানী ইমাম আহ্মদের দুইটী উক্তি উধৃত করিয়াছেন, প্রথম, যখন ইমাম নির্গত হইবে।—দ্বিতীয়, যখন ইমাম দুই খুত্‌বাই শেষ করিবে,—মীযানুলকুব্‌রা (১) ২২৪ পৃঃ।

(চ) ইমাম রাফেয়ী বলেন জুমার ন্যায় ঈদের দুই খুত্‌বার মধ্যভাগে উপবেশন করিবে—তল্‌খীছুল হবীর (১) ১৪৫ পৃঃ।

(ছ) ঈদুলআয্‌হার দিবস কুরবাণীর সময়—শুরু হওয়া সম্পর্কে নববী ইমাম শাফেয়ী, ইমাম দাউদ, ইব্নুল মন্‌যর এবং অন্যান্য বিদ্বানগণের অভিমত উধৃত করিয়াছেন যে, সূর্য উদিত হওয়ার পর ঈদের নমায ও দুই খুত্‌বা প্রদানের পরিমাণ সময় অতিবাহিত হইলেই কুরবানীর সময় আরম্ভ হইবে।—ইমাম ইব্নেদকীকুলঈদও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন শরহে মুছলিম (২) ১৫৩ ও ইহ্‌কামুল আহ্‌কাম (১) ১০৩ পৃঃ।

(জ) ইব্নেকুদামা দুই খুত্‌বা পঠিত হওয়ার পর কুরবাণীর সময় সমাগত হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,— আলমুগ্‌নী (১১) ১১৩ পৃঃ।

(ঝ) ইমাম নববী বলেন, মশ্‌রূ খুত্‌বা দশটী, জুমা ও ঈদয়নের খুত্‌বা, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ এবং পানী প্রার্থনার খুত্‌বা এবং হজ্জের চারিটী খুত্‌বা। জুমা ও আরফার দিবস হজ্জের খুত্‌বা ছাড়া অন্যান্য সমস্তই নমাযের পর পঠনীয় এবং হজ্জের অবশিষ্ট তিনটী

www.ahlehadeethbd.org

ছাড়া অন্যান্য সময়ে সর্বদা দুই খুতবা প্রদান করাই মশরু—বদুরোল আমানী (৬) ১৫৬ পৃঃ।

(ঞ) আহ্‌লেহাদীছগণের ইমাম হাফিয ইব্‌নে-হয্‌ম বলেন—ইমাম ঈদের নমাযের ছালাম ফিরাই-বার পর দাঁড়াইবে এবং লোকদিগকে দুইটী খুতবা প্রদান করিবে, উভয় খুতবার মধ্যভাগে উপবেশন করিবে। ইমাম ছাহেব বলেন, এ মছআলায় বিদ্বান-গণের মধ্যে কোন মতভেদ নাই—মুহাল্লা (৫) ৮২ পৃঃ

(ট) সিরিয়ার অন্যতম বিশিষ্ট আহ্‌লেহাদীছ বিদ্বান আল্লামা শয়খ আহমদ আব্দুর রহমান আল্‌-বান্না মুছনদে আহমদের শরূহে লিখিয়াছেন, ঈদয়নে দুই খুতবা প্রদান করিবে এবং জুমার ন্যায় উভয় খুতবার মধ্যভাগে উপবেশন করিবে,—বদুরোল—আমানী (৫) ১৫৬ পৃঃ।

(ঠ) ভূপালের নওয়াব আল্লামা ছৈয়দ ছিদ্দীক হাছানের উছতায ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ শয়খ হুছয়ন বিনে মুহছিন আন্‌ছারী দুই খুত্‌বার ছুন্নত হওয়া সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটী পুস্তিকা রচনা—করিয়াছেন।

মোটের উপর আয়েম্মায় ইছলাম এবং আহ্‌লে-ফিক্‌হ ও আহ্‌লেহাদীছ গণের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে, ঈদয়নে দুই খুতবা পঠিত হইবে।

এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের ইজমার ভিত্তি লইয়া পরবর্তীদের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ ঘটিয়াছে।—আল্লামা নববী এবং মোহাম্মদ বিনে ইছমাঈল ইয়া-মানী প্রমুখ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, ঈদায়নের দুই খুতবা সম্পর্কে রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন হাদীছ প্রমাণিত হয়নাই এ বিষয়ে কিয়াছের উপর নির্ভর করা হই-য়াছে—ফতহুলকদীর (১) ৪২৯ পৃঃ; ছুবুলুছ ছালাম (২) ১১১ পৃঃ।

কিন্তু ইছলাম-জগতের সমুদয় বিদ্বান প্রমাণ-বিহীন কিয়াছ কে অবলম্বন করিয়া কোন বিষয়ে কখনও একমত হইতে পারেননা, অবশ্য তাঁহাদের সর্বসম্মতির দলীল প্রত্যেকের নিকট প্রকট নাও হইতে পারে। নববী বা ইয়ামানীর উক্তির সঠিক তাৎপর্য হৃদয়ংগম না করিয়া ঈদয়নের দুই খুত্‌বা কে নাজায়েয এবং বিদ্‌আত বলার ধৃষ্টতা অমার্জনীয় অপরাধ।

প্রকৃত সঠিক কথা এইযে, ঈদয়নের দুই খুতবার ভিত্তি কিয়াছ নয়, উহা মুত্‌তাছিল, মুছনদ ও মরফু' হাদীছ সমূহের সাহায্যে প্রমাণিত। ইব্‌নে হজর ও শওকানীও একথা স্বীকার করিয়াছেন— দেখুন ইব্‌নেহজরের তখরীজো আহাদিছিল হিদায়া, ১৩৬ পৃঃ, নয়লুল আওতার (৩) ২৫৯। নিম্নে সংক্ষেপে ১০টী হাদীছ উল্লিখিত হইল,—

প্রথম হাদীছ, জাবির বিনে ছমরা বলেন, রছুলু-ল্লাহ (দঃ) দুইটী খুতবা দিতেন উভয়ের মধ্য-ভাগে তিনি উপবে-শন করিতেন। খুত-বার ভিতর তিনি কোরআন পড়িতেন এবং লোক-দিগকে উপদেশ দিতেন। মুছলিম (১) ২৮৩ পৃঃ।

كانت للنبى صلى الله عليه وسلم خطبتان : يجلس بينهما يقرا القرآن ويذكرالناس ।

এই হাদীছে ঈদয়নের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু খুতবা সম্বন্ধে তাঁহার রীতি উল্লিখিত হইয়াছে, সুত-রাং ঈদয়নের খুতবার রীতির স্বাতন্ত্র্য অস্বরূপ অকাট্য ভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত উল্লিখিত হাদীছের প্রয়োগ ব্যাপক আকারে জুমা ও ঈদয়ন উভয়ের—উপরেই প্রযুক্ত হইবে। মুখছ্‌ছছ্‌ না পাওয়া পর্যন্ত এই হাদীছের অর্থের ব্যাপকতা ব্যাহত হইতে পারে-না। অতএব উল্লিখিত হাদীছ সূত্রে জুমার ন্যায় ঈদয়নের জন্যও দুই খুতবা এবং উভয়ের মধ্যভাগে উপবেশন করা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয় হাদীছ, ইব্‌নে মাজা জাবিরের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আয্‌হার—দিবস নিষ্ক্রান্ত হই-লেন এবং দাঁড়াইয়া খুতবা দিলেন, অতঃ-পর কিছুক্ষণ উপবে-শন করিলেন এবং পুনঃ দণ্ডায়মানিত হইলেন,—ইবনেমাজা, ৯৩ পৃঃ।

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى' فخطب قائما ثم قعد قعدة' ثم قام ।

ইব্‌নে হজর বলেন, ছনদের অন্যতম রাবী ইছ্‌-মাঈল বিনে মুছ্‌লিম যঈফ।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয়, ছমদ বিনে আবি ওয়াক্কাছ বলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) আযান ও ইকামৎ ছাড়া ঈদের নমায পড়িলেন, তিনি দাঁড়াইয়া দুইটী খুত্‌বা প্রদান করিতেন এবং উপবেশন দ্বারা উভয় খুতবাকে বিচ্ছিন্ন করিতেন,—বয্‌যার।

كان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة -

এই হাদীছটী বয্‌যার তাঁহার শয়খের গ্রন্থ হইতে সংকলিত করিয়াছেন, স্বয়ং রেওয়ায়ত করেননাই বা শয়খের প্রমুখাৎ শ্রবণও করেন নাই। হাফেয হয়ছমী বলেন, ছনদের জনৈক ব্যক্তি আমার অপরিচিত— মজ্‌মাউয্‌ যওয়ায়েদ (২) ২০৩ পৃঃ।

চতুর্থ, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাছ বলেন যে,— রছুলুল্লাহ (দঃ) জুমা, ঈদুলফিত্‌র ও ঈদুল আযহার খুতবা দিবার জন্য উপবেশন করিলেন। জুমার দিবস মুওয়ায্‌যিন চুপ করিলে তিনি দণ্ডায়মান হইতেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) অতঃপর খুতবা দিতেন, তারপর উপবেশন করিতেন, পুনশ্চ দাঁড়াইতেন এবং খুতবা দিতেন, তারপর অবতরণ করিতেন। বয়হকী এই হাদীছকে মহফুয (সুরক্ষিত) বলিয়াছেন— ছুননে কুবরা (৩) ২৯৯ পৃঃ।

قام فخطب، ثم جلس ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل -

পঞ্চম, উবায়দুল্লাহ বিনে আবদুল্লাহ বিনে উৎবা বিনে মছউদ বলেন, ছুন্নত এই যে, উভয় ঈদে ইমাম দুই খুতবা প্রদান করিবে এবং মধ্য ভাগে উপবেশন করিয়া উভয় খুতবাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে— শাফেয়ী ও বয়হকী। উম্‌ (১) ২১১ পৃঃ; ছুননে কুবরা (৩) ২৯৯ পৃঃ।

السنة ان يخطب الامام فى العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس -

উল্লিখিত উবায়দুল্লাহ স্বনামধন্য তাবেয়ী, বিশ্বস্ত, নির্দোষ এবং ইমাম; ফকীহ সপ্তকের অন্যতম— ফতহুল মুগীছ (৪) ৫৬; খুলাছা, ২৫১ পৃঃ।

ষষ্ঠ, উক্ত উবায়দুল্লাহ ইহাও বলেন, ছুন্নত— তরীকা এই যে, ফিতর ও আযহায় ইমাম প্রথম খুতবার জন্য দাঁড়াইয়া পূর্বে পর্যায়ক্রমে ৯ বার তকবীর প্রদান করিবে, মধ্যভাগে কথা বলিবেনা, তারপর— খুতবা দিবে। অতঃপর কিছুক্ষণ উপবেশন করিবে, তারপর দ্বিতীয় খুতবার জন্য দাঁড়াইবে এবং পর্যায়ক্রমে ৭ বার তকবীর দিবে, মাঝখানে বাক্যালাপ— করিবেনা তারপর খুতবা দিবে,— শাফেয়ী ও বয়হকী।

السنة ان يخطب فى العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس -

সপ্তম, অনুরূপ মর্মের হাদীছ বয়হকী স্বতন্ত্রভাবে এবং আবুবক্‌র বিনে আবিশয়বা পৃথক ভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন,— ছুননে কুবরা (৩) ২৯৯; নয়লুল আওতার (৩) ৩৫৯ পৃঃ।

অষ্টম, আবদুল্লাহ বিনে মছউদ বলেন, ছুন্নত— তরীকা এই যে, ঈদয়নে দুই খুতবা প্রদত্ত হইবে এবং মাঝখানে উপবেশন করিয়া উভয় খুতবাকে পৃথক করিতে হইবে, —নববী।

السنة ان يخطب فى العيدين بخطبتين، يفصل بينهما بجلوس -

নববী খুলাছায় ইহাকে দুর্বল ও অসংলগ্ন বলিয়াছেন। ফতহুল কদীর (১) ৪২৯ পৃঃ।

নবম, ইমাম শাফেয়ী জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তির— বাচনিক জানিতে পারিয়াছেন যে, আবুহোরায়রার একখানা প্রমাণিত গ্রন্থে ঈদুলফিতর ও আযহায় ইমামের প্রথম খুতবার ভিতর বিভিন্ন বারে মোট ৫১ অথবা ৫৩ বার তকবীর দেওয়ার কথা উল্লিখিত— আছে—ছুননে বয়হকী (৩) ৩০০ পৃঃ।

দশম, শাফেয়ী ছনদ সহকারে ইছমায়ীল বিনে উমাইয়ার সাক্ষ্য রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি প্রথম খুতবায় ৯ বার আর দ্বিতীয় খুতবায় ৭ বার তকবীর শ্রবণ করিয়াছিলেন,— উম (১) ২১১ পৃঃ।

প্রথম হাদীছটীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারেনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীছ দুর্বল হইলেও মুছলিমের শাহেদ হাদীছটীর সমবায়ে প্রামাণ্য এবং মুছলিমের হাদীছ ছাড়াও বয্‌যারের হাদীছের সমবায়ে ইবনেমাজার হাদীছের ছনদে জনৈক দুর্বল ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত হাদীছ গ্রহণীয় ও প্রামাণ্য। হাফিয ইরাকী আল্‌ফীয়ার শরহে বলেন যদি দুর্বল রাবীর উর্ধতন কাহাকেও তাহার অনুরূপ রেওয়ায়তকারী না—

ان لم تجد لاحد ممن فوق متابعا عليه، فانظر هل اتى بمعناه حديث

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাওয়া যায়, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, উহার সমঅর্থ বোধক কোন হাদীছ অন্য কেহ এই প্রসংগে আনিয়াছেন কিনা? যদি সমঅর্থ-বোধক হাদীছ অন্য কেহ রেওয়ায়ত করিয়া থাকেন, তাহাহইলে উক্ত হাদীছ শাহেদ রূপে অভিহিত—হইবে— ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ।

أخر فى الباب ام لا ؟ فان اتى بمعناه حديث أخر فسم ذلك الحديث شاهدا -

ইমাম নববী বলেন, যঈফ হাদীছ বিভিন্ন তরীকায় বর্ণিত হইলে উহা যঈফের দর্জা—হইতে হাছান-লি-গায়রিহীর আসনে উন্নত হয় এবং তখন উহা গ্রাহ্য ও আমলের উপযুক্ত হয়। ইমাম নববীর কথার ভিতর একটু অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। যঈফ হাদীছ মাত্রই বিভিন্ন তরীকায় বর্ণিত হইলে হাছানের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়না। তদ্‌রীবুর রাবীতে আছে, যে-সকল হাদীছের দুর্বলতা ইরছাল বা তদলীছ বা—রাবীর অপরিচয় নিবন্ধন সাব্যস্ত হইয়াছে শুধু সেই হাদীছগুলি বিভিন্ন তরীকায় বর্ণিত হইলে উহার দোষ দূরিভূত হইবে এবং উহাকে হাছান লি-যাতেহী অপেক্ষা নীচের মর্যাদা দেওয়া হইবে। আর হাদীছের দুর্বলতা—যদি রেওয়ায়তকারীর দুশ্চরিত্রতা বা মিথ্যা-বাদীতার দরুণ হয়, তাহা হইলে অনুরূপ ধরণের রাবীদের সমর্থন দ্বারা হাদীছের দুর্বলতা বিদূরিত—হইবেনা,— ৫৮ পৃঃ।

الضعيف عند تعدد الطرق يرتقى عن الضعيف الى الحسن لغيره ويصير مقبولا معمولا حينئذ !

اذا كان ضعفها لارسال او تدليس اوجهالة رجال زال بمجيئه من وجه أخر وكان دون الحسن لذاته واما الضعيف لفسق الراوى اوكذبه فلا يرتفع مرا فقة غيره له اذا كان الاخر مثله لقوة الضعف -

ইবনেমাজার হাদীছের অন্যতম রাবী ইছমাঈল বিনে মুছলিমের বিরুদ্ধে শেষোক্ত শ্রেণীর কোন—গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত নাই—সুতরাং বর্ষারের হাদীছের সমবায়ে উহা গ্রাহ্য এবং আমলের যোগ্য বিবেচিত হইবে। এই কারণেই হাফিয ইব্‌নেহজর তাঁহার তল্‌খীছে ইবনে মুছলিমের দুর্বলতা উল্লেখ করা সত্ত্বেও পুনশ্চ তাঁহার তখরীজে এই হাদীছ দ্বারাই ইমাম নববীর উক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। তখরীজ,—১৩৬ পৃঃ।

আমি বলিতে চাই যে, ইমাম নববীর উক্তি—হাফেয ইবনেহজর যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন,—আল্লামা ইবনুলহুমাম সেভাবে উল্লেখ করেন নাই। আমার বিবেচনায় নববীর উক্তি—"ঈদের দিবসের দুই খুতবা সম্বন্ধে কিছুই প্রমাণিত হয় নাই"— ইহার তাৎপর্য ইহা নয় যে, কোন রূপ হাদীছই এ বিষয়ে উল্লিখিত হয় নাই, বরং ইহার অর্থ এই যে, ঈদের দুই খুতবা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন ছহীহ হাদীছ নাই। স্বতন্ত্র — ছহীহ হাদীছ না থাকিলেও এরূপ বিভিন্ন দুর্বল হাদীছ অবশ্যই রহিয়াছে যাহার সমবায়ে ঈদয়নের দুই—খুতবার হাদীছ হাছানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে আর এই জন্যই ইবনেহজর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—— ঈদয়নের দুই খুতবার হাদীছ, যাহা ইবনে-মাজা রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহা নববীর উক্তি খণ্ডন করিতেছে,—তখরীজ আহাদীছিল হিদায়া, ১৩৬পৃঃ।

ولم يثبت فى تكبير الخطبة يوم العيد شيء - هذا يرد قول النووى

তারপর কোন হাদীছ যঈফ হওয়া সত্ত্বেও যদি পূর্বাপর হাদীছ তত্ত্ব-বিশারদগণ কর্তৃক উহা গৃহীত (متلقى بالقبول) হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা.—হইলে উক্ত হাদীছের অনুসরণ করা সম্বন্ধে বিদ্বান-গণ একমত হইয়াছেন।

হাফেয ছাখাবী আল্‌ফীয়ার শরহে বলিতেছেন, বিদ্বানগণ যদি কোন যঈফ হাদীছকে নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়া—থাকেন, সঠিক কথা এই যে, উহার উপর আমল করা হইবে, এমন কি উহা মুতাওয়াতর অর্থাৎ

اذاتلقت الامة الضعيف بالقبول يعمل الصعيح حتى ينزل منزلة المتواتر-

www.ahlehadeethbd.org

পৌনপুনিক হাদীছের মর্যাদালাভ করিবে।

হাফেয ইবনেহজর বলেন, যেসকল গুণের জন্য হাদীছ গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে তন্মধ্যে একটী হইতেছে কোন দুর্বল হাদীছের তাৎপর্যকে বিদ্বানগণের সর্বসম্মত ভাবে আমল করা। এরূপ হাদীছের উপর আমল ওয়াজিব হইয়া থাকে—ফত্হুলবারী (১) ২৯৫ পৃঃ।

ومن جملة صفات القبول ان يتفق العلماء على العمل بمدلول حديث ضعيف فانه يقبل حتى يجب العمل به —

ইমাম শাফেয়ী, হাফেয ইবনে আবদুল বর — উছতায আবু ইছ্হাক ইছফ্রায়িনী, ইবনে ফোরক ও ছৈয়ূতী প্রভৃতি স্বস্ব গ্রন্থে এই অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন— উম্ (১) ১১ পৃঃ; শরহে নযমুদ্দুরর (নুরুল আইন, ২১৩ পৃঃ)।

এরূপ হাদীছের বিভিন্ন দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করা যাইতে পারে: ওয়ারিছদের জন্য ওছীয়ত গ্রাহ্য না হওয়ার হাদীছকে — لا وصية لوارث — বিদ্বানগণ ছহীহ স্বীকার করেন নাই, কিন্তু পূর্বাপর ইহার উপর সর্বসম্মত ভাবে আমল চলিয়া আসিতেছে বলিয়া এই হাদীছটীকে সকলেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। এই রূপ নাপাকী পড়ার দরুণ পানীর স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ পরিবর্তিত হইলে সে পানী নাপাক হওয়ার — হাদীছ ছহীহ ভাবে প্রমাণিত হয় নাই, অথচ এই হাদীছের উপর আমল আগাগোড়া চলিয়া আসিতেছে —ফত্হুল বারী (১) ২৯৫ পৃঃ।

ফলকথা, ইবনেমাজার হাদীছ ছনদের দিক দিয়া দুর্বল হইলেও "মুতালক্কা-বিল-কবুল" হওয়ার জন্য— অবশ্যই গ্রহণীয় হইবে।

বয্যারের হাদীছটীও গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রথমতঃ ইবনেমাজার হাদীছ উহার সমর্থক, দ্বিতীয় ইহার উপর পূর্বাপর আমল চলিয়া আসিতেছে। তৃতীয়, মুহাদ্দিছের গ্রন্থ হইতে সংকলিত হাদীছ যে গ্রহণীয়, ইমাম শাফেয়ী, কাযী এয়ায, জুওয়ায়নী প্রভৃতি সেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, ফত্হুল মুগীছ (৩) ১৬ পৃঃ।

বয়হকী কর্তৃক বর্ণিত ইবনেআব্বাছের হাদীছটীও মর্ফু'। ইহার সম্বন্ধে কোন দোষের কথা কেহ উল্লেখ করেন নাই, বরং বয়হকী ইহাকে মহ্ফুয — বলিয়াছেন।

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম হাদীছগুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে, কোন বিষয়কে কোন বিশিষ্ট তাবেয়ী "ইহা ছুন্নত তরীকা" বলিলে উহা রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত রূপে আখ্যাত হইবে কিনা? ইমাম বুখারী, মুছলিম, হাফেয ইবনে আবদুল বর ও হাফেয ইবনে হজর এবং শয়খ আবুল হাছান সিন্ধী প্রভৃতি বলেন,— এরূপ— বিষয়কে রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নত বিবেচনা করিতে হইবে এবং উহা মর্ফু'র পর্যায়ভুক্ত হইবে — ফতহুল বারী (৩) ৪০৯ ও ৪১০ পৃঃ।

অতএব ঈদয়নে দুই খুতবা প্রদান করা যে — ছুন্নত, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম হাদীছগুলিকেও তাহার প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে।

অবশিষ্ট তিনটী হাদীছ, মুছ'ল, আমরা মর্ফু' হাদীছের পোষকতায় ওগুলি উধৃত করিয়াছি। ওগুলি স্বতন্ত্র দলীল নয়, আলোচ্য প্রমাণগুলির পরিশিষ্ট মাত্র।

ফলকথা, ঈদয়নে দুই খুতবা প্রদান করা ছুন্নত। বিভিন্ন ছহীহ ও যঈফ হাদীছ ইহার পোষকতায় — বিদ্যমান রহিয়াছে অথচ উহার প্রতিকূলে ঈদয়নে শুধু একটী খুতবা প্রদান করার নির্দিষ্ট কোন বিশুদ্ধ হাদীছ বা দুই খুতবার নিষিদ্ধতার কোন প্রমাণ মওজুদ নাই। সুতরাং ঈদয়নে এক খুত্বা প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা— অন্যায় এবং ইজ্মায়ে উম্মতের পক্ষে হানিকর। এহেন সর্বজনমান্য ও প্রমাণিত মছ্আলাকে অস্বীকার করা এবং উহাকে নাজায়েয ও বেদআত বলার — পিছনে মুছলমানগণের ভিতর দলাদলি ও কোন্দল সৃষ্টি অথবা ভিন্ন গোঠ রচনা করার মতলব ছাড়া আর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? এবং প্রকৃতপক্ষে যাহা সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

৩০। নাজায়েয মছ্জিদ,

মোহাম্মদ আব্দুল আযীয মণ্ডল, ছাতারভাগ, রাজশাহী

যাহারা পুরাতন মছ্জিদের গৃহনির্মাণে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের পক্ষেও উক্ত মছজিদের টিনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বারান্দা গোপনে বা যবরদস্তি অপসারিত করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। মছজিদের গৃহ ও জমি ওয়াক্‌ফের পর্যায়ভুক্ত, উহাতে কাহারো অধিকার নাই, মছজিদের গৃহ বা জমির কোন অংশ শরয়ী কারণ-ব্যতীত বিক্রিত বা হস্তান্তরিত হইতে পারেনা।—যাহারা এরূপ দুষ্কার্য করিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে তওবা করিয়া পুরাতন মছজিদের বারান্দাটী ফিরাইয়া দেওয়া ফরয।

পুরাতন মছজিদের বারান্দা লইয়া উহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নূতন মছজিদ নির্মাণ করিলেও তাহা জায়েয হইবার উপায় নাই। যে মছজিদ দ্বারা মুছলমানগণের সংহতি বিপন্ন হয়, শরয়ী কারণ ছাড়াই পুরাতন মছজিদকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়, সেরূপ মছজিদ সম্পূর্ণ না-জায়েয, উহাতে নমায পড়া নিষিদ্ধ ও হারাম। আল্লাহ বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি আল্লাহর মছজিদসমূহে আল্লাহকে স্মরণ করিতে বাধা দেয় এবং উহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর অত্যাচারী আর কে আছে? ঐ সকল বাধা প্রদানকারী ব্যক্তিরই শংকিত না হইয়া মছজিদসমূহে প্রবেশ—করা উচিত ছিলনা, তাহাদের জন্য দুনয়াতে অবমাননা এবং আখেরাতে ভীষণ শাস্তি রহিয়াছে—আলবাকারাহ: ১১৪ আয়ত।

ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عذاب عظيم —

ইমাম ইবনেজরীর উপরিউক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলেন, মছজিদ ধ্বংস করার অর্থ, যাহারা মছজিদে গিয়া নমায পড়ে, তাহাদিগকে মছজিদ হইতে বিচ্ছিন্ন করা। ফরয, নফল যে কোন নমায হউকনা কেন, মছজিদে গিয়া পড়িতে মুছল্লীদিগকে যে ব্যক্তি যে কোন পদ্ধতিতে বাধা দিবে, তাহার প্রতি এই আয়ত প্রযোজ্য হইবে, সে ব্যক্তি ইছলামের সীমা লংঘনকারী ও অত্যাচারী বলিয়া গণ্য হইবে,—১ম খণ্ড, ৩৯৮ পৃঃ।

নূতন মছজিদ স্থাপন করায় লোকদিগকে পুরাতন মছজিদে নমায পড়ার জন্য যাইতে বাধা দেওয়া হইয়াছে এবং পুরাতন মছজিদটীকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করা হইয়াছে। এইরূপ কার্য কোরআনের স্পষ্ট—নির্দেশ অনুসারে মহাপাপ ও হারাম।

এরূপ মছজিদে নমায পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, আল্লাহ বলেন, যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এবং আল্লাহর আদেশ কে লংঘন করার জন্য এবং—মুছলমানদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার—জন্য এবং আল্লাহ ও রছুলের সহিত ভূতপূর্ব সংগ্রামকারীর গুপ্ত আশ্রয়স্থল—নির্মাণ করিয়া দিবার জন্য মছজিদ তৈয়ার করিয়াছে এবং নিশ্চয় তাহারা শপথ করিয়া বলিবে, সৎকার্য করা ছাড়া আমরা—অন্য কোনরূপ ইচ্ছা করিনাই কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, উহারা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী। আপনি কখনও উক্ত মছজিদের সান্নিধ্যে দাঁড়াইবেননা—আত্তওবা: ১০৭ ও ১০৮ আয়ত।

الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين و ارصادا لمن حارب الله و رسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا —

উল্লিখিত আয়ত দ্বারা মণ্ডল পাড়ার জিজ্ঞাসিত নূতন মছজিদে দ্ব্যর্থহীন ভাবে নমায নাজায়েয সাব্যস্ত হইতেছে। জাতীয় ঐক্যের পক্ষে সর্বনাশকর কলহমান মছজিদ পরিহার করিয়া সমবেতভাবে পুরাতন—মছজিদে জুমা-জামাআত আদা করা সকলের কর্তব্য এবং যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত—আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

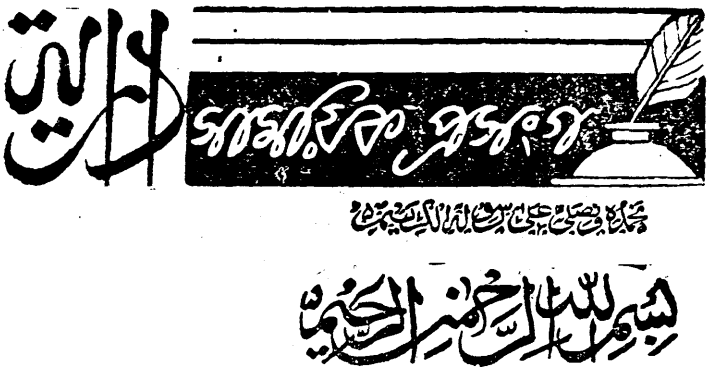

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

মুবারক রামাযান মুবারক !

সমৃদ্ধিসম্পন্ন পবিত্র রামাযান পূর্ণ এক বৎসর কাল পর পুনশ্চ ক্ষমা (মগ্‌ফিরত্‌), দয়া (রহ্‌মত) ও মুক্তির (ইত্‌ক) আবাহন লইয়া শুভাগমন করিয়াছে। অধ্যাত্মলোকের শোধন ও সুসজ্জার উপর জড়জগতের সৌন্দর্য ও শৃংখলা নির্ভরশীল, আদর্শ বা শিক্ষা যতই উৎকৃষ্ট ও মহৎ হউকনা কেন, ধারক ও বাহকের ভিতর আদর্শ কে ধারণ এবং শিক্ষা কে বহন করার যোগ্যতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত আদর্শের—রূপায়ণ এবং শিক্ষার সাফল্য সুদূর পরাহত। এই যোগ্যতা কঠোর সংযম ও বিপুল সাধনা সাপেক্ষ। মহাগ্রন্থ আল্‌কোর্‌আন বসুন্ধরার অধিবাসীদিগকে শুদ্ধি ও কল্যাণের যে সম্পদ প্রদান করিয়াছে, অতীতের ন্যায় আজও উহা অনবদ্য ও অনুপম! কিন্তু কোরআনী আদর্শ ও শিক্ষার বাস্তব রূপায়ণের অভাবে উহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আজ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ! কোরআন কে ভূতলবাসীর জীবনদিশারী করিয়া—অবতীর্ণ করার পূর্বে হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) উহার ধারক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সজীব ও সক্রিয় কোরআনের গৌরবমণ্ডিত ভূমিকা সমাধা করার জন্য তাঁহাকে কঠোরতম সাধনা করিতে হইয়াছিল। সংযম, ত্যাগ ও তপস্যার যে অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া তিনি বিশ্বপ্রভুর শ্রেষ্ঠতম প্রেয়সের—আসন অধিকার করিয়াছিলেন, পবিত্র রামাযানেরই এক নিভৃত ক্ষুৎপিপাসাক্লিষ্ট ও বিনিদ্র রজনীতে তিনি তাঁহার সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। রামাযান সংযম ও সমৃদ্ধি, ত্যাগ ও সম্ভোগ, তপস্যা ও মহামিলনের অপূর্ব সন্দেশ পুনরায় বহন করিয়া আনিয়াছে,— কোরআনের জীবনাদর্শ কে সফল ও সার্থক এবং উহার নির্দেশিত জীবন পদ্ধতিকে বাস্তব—জীবনে রূপায়িত করিতে হইলে আত্মসংযম ও ইবাদতের কৃচ্ছ্রসাধনার ভিতর দিয়া যোগ্যতা লাভের জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। আধ্যাত্মিকতাবিহীন, সংযম বঞ্চিত, বাগপটুতার ভিতর দিয়া ইছলামের নির্দেশিত কল্যাণের সন্ধান লাভ করার আশা—আকাশ কুসুম। রামাযান কর্তৃক পরিবেশিত ক্ষমা, দয়া ও মুক্তির প্রসাদ যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও আহরণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য ! আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি।

পাকিস্তান সিকিউরিটি আইন,

বিদেশী ইংরাজরা বুঝিতেন, আইন শৃংখলা ও বিচারের ভিতর দিয়া এদেশে জনমতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের শোষণযন্ত্র চালুরাখার উপায় নাই। যবরদস্তিমূলক স্বৈরাচারকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের মুখোশ পরাইবার জন্য তাঁহারা জননিরাপত্তা বিধান ও—অর্ডিন্যান্সের (Public Safety Ordinance) জাল রচনা করিতেন। এইরূপ এক কালো আইনের বিরুদ্ধে—কায়েদে আ'যম ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদে গর্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমি এই পরিষদের প্রত্যেক সভ্যের নিকট আপীল করিতেছি—আপনাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও যদি আত্মমর্যাদাবোধ থাকে, আপনারা যদি আপনাদের স্বদেশবাসীর সহিত অণুমাত্রও সদ্বিচার করিতে চান, তাহা হইলে আপনারা এই আইনের বিরুদ্ধে ভোট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিন! মনে রাখিবেন, আমি অপরাধীদের সমর্থন করিতেছিনা,—অপরাধীদের জন্য আমার অন্তঃকরণে সহানুভূতির স্থান নাই। কিন্তু আমি পুনরায় বলিতেছি—ইহা জাতি ও জনগণের নিরাপত্তার প্রশ্ন নয় এবং আমরা যুদ্ধকালীন অবস্থারও সম্মুখীন নই। সরকার এ-সম্পর্কে যাহা বলিতেছেন, তাহা পুরাতন কাহিনী, প্রত্যেকটী গভর্ণর এইরূপ যুক্তিই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আমি সরকারকে পরামর্শ দিব—যদি সঠিকপথ অবলম্বন করা তাহার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এসকল আইনের পরিবর্তে তাহারপক্ষে তাহার পুলিশবাহিনীকে আরও সক্রিয় করিয়া তোলা উচিত।"

যখন পাকিস্তান বিঘোষিত হইল, দেশবাসী—আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, তাহারা ভাবিল ইংরাজের জগদ্দল গোলামী হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল! তাহাদের মনে, মস্তিষ্কে, দেহের পরতে পরতে দাসত্বের যে ফাঁসী চিন্তা, মতবাদ ও বাক্যের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার প্রাণান্তকারী যন্ত্রণা হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিল! স্বাধীনতালাভের পর একদিন দুইদিন করিয়া কয়েকবৎসর কাটিয়া গেল, পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে এবং রাজ্যের প্রত্যেক জনপদে মুহুর্মুহুঃ প্রচারিত হইল, পাকিস্তানের অধিবাসীরা শুধু ইংরাজশাসনের নাগপাশ হইতেই মুক্তিলাভ করেনাই, অথও পাকিস্তান হইবে ইছলামী আদর্শের যুক্ত রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র! এই যুক্তরাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হইবে ইছলামী সাম্যবাদ ও ইছলামী ন্যায়বিচারের ভিত্তিমূলে! পাকিস্তানীরা খুশীতে বাগবাগ হইয়া গেল, হৃদয়ভরা কৃতজ্ঞতা লইয়া তাহারা সরকার ও নেতৃমণ্ডলীর যিন্দাবাদীতে আত্মহারা হইয়া আকাশ বাতাস সরগরম করিয়া তুলিল। কিন্তু পাঁচবৎসর পর আযাদীর সুখ সমৃদ্ধি উপভোগ করার প্রথম কিস্তিতে তাহাদের সম্বিত ফিরিয়া আসিয়াছে! আজ সত্যই ইহা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে, ইংরাজের দাসত্বপাশ হইতে মুক্তিলাভ করার সমস্ত জয়ধ্বনি দুঃস্বপ্নের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। ইছলামের বুনয়াদে পাকিস্তানের শাসন শৃংখলা নিয়ন্ত্রিত করার দীর্ঘ প্রতিশ্রুতিও প্রতারণামূলক। পাকিস্তানলাভ—হওয়ার অব্যবহিতপর যে দলটী দৈবাৎ ইংরাজী শাসন ও প্রতিপত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ ইংরাজেরই পোষ্যপুত্র। দেহের বর্ণের দিক দিয়া ইহারা গৌরাংগ না হইলেও মনে প্রাণে ইহারা কালো ইংরাজ! চালচলনে, আকৃতি প্রকৃতিতে, ভাষায়, তমদ্দুনে, রুচি এবং দৃষ্টিভংগীতে ইহারা পুরোপুরি ফেরাংগী ইংরাজ! এমন কি—পাকিস্তানে শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করার যোগ্য কোন কালা আদমীও যে থাকিতে পারে, একথা এই কালাইংরাজদের কল্পনার ত্রিসীমানেতেও প্রবেশ করিতে পারেনা।

ফলকথা, পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র হইলেও উহার সম্রাট ইংলণ্ডের রাজা! পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষাও ইংরাজী, সুতরাং এই রাষ্ট্রের আইনের মুছাবিদাও যে ইংরাজ ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারেনা সে কথা বলা বাহুল্য! কি সুন্দর এই আযাদী! শুধুই কি তাই? ইংরাজী আমলের গুদামপচা সেকেলে—আমলাতন্ত্রী মনোবৃত্তি ও রীতিরও পাকিস্তানের—শাসক গোষ্ঠিরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছে। ইংরাজের মন্ত্রশিষ্য পাকিস্তানী রাজারাণী ও মন্ত্রীর দল নাগরিক স্বাধীনতার প্রথম দফাটীও জনসাধারণের হস্তে ছাড়িয়া দিতে রাযী নহেন। ক্ষমতামদে মত্ত শাসকগণ স্বৈরাচারকে জিয়াইয়া রাখা এবং তাঁহাদের—অপ্রতিহত ক্ষমতাকে চিরদিন পৈতৃক ধন রূপে নিজেদের কুক্ষিগত করিয়া রাখা দেশের সাধারণ আইন আদালতের সাহায্যে সম্ভবপর মনে করেননা, বরং তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত পেটেণ্ট ইছলামী শাসনতন্ত্র ও ইছলামী ন্যায় বিচারের মর্যাদাও প্রচলিত আইন আদালতের সাহায্যে রক্ষা পায়না বলিয়া—তাঁহারা পাক সিকিউরিটিবিলের ডাণ্ডা দিয়া সমুদয় বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অভিমতের গলা চাপিয়া ধরিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। ফলে এই কালো আইনের বলে পাক সরকার যাহাদের অস্তিত্বকে পাকিস্তানের অর্থাৎ শাসকদলের স্বার্থের পক্ষে আশংকাজনক অথবা হানিকর মনে করিবেন, তাহাদিগকে বিনা বিচারে আটক করা হইবে। মাস খানিকের ভিতর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানান হইবে কিন্তু তাহার জওয়াব বা আপত্তি সরকার ইচ্ছা করিলে এক বৎসরের ভিতর শুনিতে বাধ্য হইবেননা। তারপর ইচ্ছা হইলে আপত্তিগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জন্য সরকার একটী অ্যাডভাইজারী বোর্ড গঠন — করিয়াদিবেন কিন্তু বোর্ডের অভিমত সরকারের পক্ষে অবশ্য-গ্রহণীয় হইবেনা। অধিকন্তু আটক ব্যক্তি বা তাহার কোন প্রতিনিধির সহিত বোর্ড সাক্ষাৎ করিবার বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন রূপ সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করিবারও অধিকারী হইবেননা।

এ গেল পাকিস্তানের নাগরিক মর্যাদা এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা ইছলামী গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পরিণতি। এক্ষণে সিকিউরিটি আইনের বদওলতে পাকিস্তানের পাবলিক প্রেস স্বাধীনতার যে নবলব্ধ গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহার বিবরণও কথঞ্চিৎ শ্রবণ করা হউক,—

(ক) অতঃপর এডিটর, প্রিন্টার ও পাবলিশর-কে যে কোন সংবাদ বা রিপোর্ট সম্বন্ধে তাহার — জ্ঞাতব্যের সূত্র ব্যক্ত করার জন্য সরকার বাধ্য করিতে পারিবেন।

(খ) যে কোন সংবাদপত্রকে প্রকাশ লাভের পূর্বে তাহার সমুদয় বা আংশিক লেখা যে কোন হস্তী-মূর্খ বা মহাপণ্ডিতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া প্রকাশের অনুমতি গ্রহণ করার জন্য সরকার আদেশ দিতে পারিবেন।

(গ) যে কোন সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র,— প্যাম্ফ্লেট বা অনুরূপ মুদ্রিত বস্তুর পূর্ণ বা আংশিক প্রকাশ সরকার বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

নিরাপত্তা আইন বা Safety Act এর পরিবর্তে এই সিকিউরিটি বিল পাকিস্তানে প্রযোজ্য হইল — অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য!

আমাদের মনে শুধু দুইটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে —পাকিস্তান কি নির্দিষ্ট কোন দলের জাগীর?

পাকিস্তান কি মৃতদের কবরস্থান?

ব্রিটিশের নযরে পাকিস্তানের মর্যাদা,

পাকিস্তান পরাধীনতা বর্জন করিতে চাহিলেও এবং থাকিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার বাগাড়ম্বর করিলেও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কিন্তু উহার ঔপনিবেশিক মর্যাদা ত্যাগিতে রাযী নন কিছুতেই! ফলে পাকিস্তান আজও প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ ডমিনিয়নেই পর্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। পাক জনগণের অধিনায়ক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, আল্লাহ ও রছুলের পরিবর্তে তিনি ইংলণ্ডের রাজার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া শাসন কর্তৃত্বের মুকুট মস্তকে ধারণ করেন। আমাদিগকে বলা হয়, পাকিস্তানের বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদার দিক দিয়া ইহার প্রয়োজন আছে! পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির রহস্য ভেদ করা আমাদের পক্ষে সহজ নয় কিন্তু ইংরেজ-পরস্তীর অনুকূলে যত মন্তিকই থাকুকনা কেন, রাজনীতিকে মডার্ণ পীর পয়গম্বরদের ইল্মে বাতিন বলিয়া মানিয়া লইতে আমরা প্রস্তুত নই। ইংরেজ-পরস্তীর পুরস্কার পাকিস্তান বিঘোষিত হইবার প্রথম দিবস হইতে যে ভাবে আমরা মর্মে মর্মে উপভোগ করিয়া আসিতেছি—রাষ্ট্রের সীমা ছরহদ্দ নির্ধারণের ব্যাপার হইতে শুরু করিয়া কাশ্মীর—সমস্যা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তাহা প্রকট হইয়া রহিয়াছে অথচ আমাদের শাসকগণের ইংরেজী ঈমানে ফাটল ধরার কোন ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানের নাগরিক মিঃ — মুবারক আলী আহমদকে ভারত রাষ্ট্রের দাবী সূত্রে ব্রিটিশ প্রভুরা পাক প্রতিনিধির কঠোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে ভাবে ভারতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে,— তাহাতে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সত্যই আমরা অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। ব্রিটিশ পদলেহনের এই ঘৃণিত ও কাপুরুষোচিত মনোবৃত্তির ফলে আজ পাকিস্তানের নাগরিকরা বলীর পাঁঠায়— পরিণত হইতে চলিয়াছে। দেশের বাহিরে তাহাদের ধন, প্রাণ ও সম্ভ্রমের কোন নিশ্চয়তাই নাই। অন্ধ ও যাযাবর যুগে যেরূপ স্বাধীন মানুষকে যবরদস্তি ধরিয়া লইয়া কেনাবেচা করা হইত, দেখা যাইতেছে যে ইংরাজ দালালরা সেইরূপ পাকিস্তানীদের ধরিয়া লইয়া কেনাবেচা করিতে চায়! কেহ কেহ একথা বলিয়া থাকেন যে, শয়খ মুবারকআলীর ব্যাপারটী নাকি ব্রিটিশ ডমিনিয়নের ঘরোয়া প্রশ্ন, কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই রুষ বা চীনের দাবী সূত্রে কোন ইংরাজকে পাকিস্তানে গেরেফ্তার করিয়া মস্কো বা পেকিং এ প্রেরণ করার

www.ahlehadeethbd.org

কং পাকিস্তান সরকার কল্পনা করিতে পারেন কি? ব্রিটেনের পাসপোর্টে আগমনকারী কোন ইংরাজের— সহিত চার্চিল সরকারের অনুরূপ ব্যবহার করিলে কি মিঃ চার্চিল পাকিস্তানের দূত কে দন্ত বিকশিত করিয়া সম্বর্ধনা জানাইবেন? ব্রিটিশ ডমিনিয়নের অন্তর্ভুক্তি, ইংরেজ-পরস্তী এবং খুশামদী নীতির এই বীভৎস — প্রতিদানের পরও কি পাকিস্তান ইংলণ্ডের উপনিবেশ হইয়া থাকিবে? তাহার নাগরিকরা, তাহাদের ছাত্র, ব্যবসায়ী ও চিন্তাবিদরা ইংলণ্ডের রাস্তাঘাটে চোরের মত ঘোরাফেরা করিবে? এবং ইহার পরও ব্রিটিশ ডমিনিয়নের অংশরূপে নিজেকে পরিচিত করিতে— পাকিস্তানের জাতীয় সম্মান লজ্জাবোধ করিবেনা?

کمر در خدمتش عمر بست
می بستی چہ شد قدرت ؟
برهمن می شدی گرایں قدر زنار می بستی !

পাক ভারত পাসপোর্ট বিধি,

পাকিস্তান হইতে হিন্দুস্থানে যাতায়াত করার জন্য পাকসরকার পাসপোর্টের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাওয়ায় হিন্দুস্থানে যে হৈচৈ দেখা দিয়াছে তাহা অপ্রত্যাশিত নয় কিন্তু এই সংশ্রবে অনেক সুস্থবুদ্ধি পাকিস্তানীরাও যেভাবে হাহুতাশ জুড়িয়া দিয়ছেন, বাস্তবিকই— তাহা অতিশয় আশ্চর্যজনক! যাঁহারা পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে পাসপোর্টের এই ব্যবস্থা আন্তরিক ভাবে সম্বর্ধিত হওয়া উচিত ছিল এবং বহু পূর্বেই এই ব্যবস্থার কঠোর — প্রয়োগ আবশ্যক ছিল। পাসপোর্টের দরুণ অসুবিধা হইবেই কিন্তু পবিত্র মক্কার হজ্জের জন্য যে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, হিন্দুস্থানে যাতায়াত করার জন্য ততটুকু অসুবিধাও যাঁহারা স্বীকার করিতে চাননা, তাহাদের পক্ষে পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করার কলরবে যোগদান করা বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। ইহা সত্য যে, দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ বুদ্ধিমানের সংখ্যা খুব কম নয়, তাই কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, এক দল ছদ্মবেশী — হিন্দুস্থানী নাগরিক পাকিস্তানী সাজিয়া পাকিস্তানকে শুধু ব্যবসা ও চাকুরীর খামার রূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। পাকিস্তানকে সর্বতোভাবে শোষণ ও Exploit করাই তাহাদের প্রধানতম মতলব এবং শুধু এই দিক দিয়া তাহারা পাকিস্তানী কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বার্থ এবং মমত্ববোধের দিক দিয়া তাহারা হিন্দুস্থানের কথাই সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাদের ধন দওলতের ভাণ্ডার, তাহাদের সন্তান-সন্ততির ঘরবাড়ী সমস্তই — হিন্দুস্থানে। নানারূপ অবৈধ ও সর্বনাশকর পদ্ধতিতে পাকিস্তানের সম্পদ কে দিনের আলো ও রাত্রির আঁধারের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের সীমা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া তাহাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। তাহারা শুধু ইহাতেই নিরস্ত নয়, তাহাদের মধ্যে এক দল লোক হিন্দুস্থানের গুপ্তচর, পাকিস্তানের পিঠের গোপন ছুরি! ইহারা কি কি কাজ করিয়া থাকে পাকিস্তানের আই, বি কর্মচারীরা তার খবর রাখেননা বা রাখিতে চাননা। আজ পাকিস্তানে অন্ততঃ পূর্বপাকিস্তানে স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ এবং মুছলিম জাতীয়তার দৃষ্টিভংগী খানিকটা ম্লান হইয়া বাঙালী জাতীয়তার বালিচর দৃশ্যমান হইয়া— উঠিতেছে, ইহার মূলেও রহিয়াছে এই নির্বুদ্ধিতামূলক অভিন্নতার সাহজিকতা। পাসপোর্ট প্রবর্তন করার— ব্যবস্থা প্রসংশনীয় এবং সদ্বুদ্ধির পরিচায়ক কিন্তু মুশকিল এইযে, এই ব্যবস্থা কাগজে কলমে পরিগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও স্বয়ং পাকিস্তানের কর্মচারীরা উহাকে যথোচিত ভাবে বলবৎ করিতে উদ্যত হইবেন কিনা, সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত নই!

ছুলতান ইবনে ছউদের দূরদর্শিতা,

যে সকল হজ্জযাত্রী পাকিস্তান হইতে মক্কা— শরীফে গমন করেন তাঁহাদের নিকট হইতে মুআল্লিমদের দর্শনী, বাড়ী ভাড়া ও হিজাযের অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করার জন্য যান বাহনাদির খরচ বাবৎ যে টাকা গ্রহণ করা হইত, তদুপরি ছুলতান পথকর এবং উন্নয়ন কর ইত্যাদি বাবতেও প্রত্যেক হাজীর নিকট হইতে মাথা পিছু দুই শত ষাট টাকা এক আনা— করিয়া ওছুল করিতেন। এই ভাবে শুধু পাকিস্তানী হাজীদের নিকট হইতে প্রতি বৎসর গড়ে ৪০ লক্ষ টাকা ছুলতানের কোষাগারে চলিয়া যাইত। অত্যধিক ব্যয়বাহুল্যের ফলে পাকিস্তানের দরিদ্র মুছলমানদের পক্ষে হজ্জ সমাধা করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে, পক্ষান্তরে হেজাযের বিভিন্ন অঞ্চলের নবাবিষ্কৃত পেট্রোল ভাণ্ডারের দরুণ ছুলতান বহু ধন সম্পদের মালিক হইয়া পড়িয়াছেন। মোটের উপর যে কারণেই হউক ছুলতান ইবনেছউদ হজ্জকে সুলভ্য করার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং বাড়ী ও যান বাহনাদির ভাড়া এবং মুআল্লিমদের ফিস ছাড়া অবশিষ্ট সমুদয় কর রহিত করিয়াদিয়াছেন এবং —

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আগামী বৎসর পর্যন্ত অবশিষ্ট খরচ পত্রও যাহাতে রহিত করা অথবা অন্ততঃ খুব কমাইয়া ফেলা সম্ভবপর হয়, সে কথাও তিনি চিন্তা করিতেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে ভুলতানকে বহু লক্ষ টাকার বার্ষিক ক্ষতির— সম্মুখীন হইতে হইল বটে, কিন্তু যে মহত্ত্ব ও দূরদর্শিতা তিনি প্রদর্শন করিলেন, তজ্জন্য তিনি পাকিস্তানী মুছলমানদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে ইহার উৎকৃষ্ট প্রতিদান প্রদান — করুন।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মুছলিম সাম্রাজ্য পাকিস্তানের সরকার কিন্তু ইছলামের পঞ্চম স্তম্ভ হজ্জের পথে যে সকল অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক অবিরাম সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন এই সংশ্রবে তাহা স্মরণ করিয়া আমরা অতিশয় দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিতেছি।

ইছলামী শরাবের কারখানা!

ইদানীং একদল প্রগতিবাদীর মুখে ইছলামের মডার্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আমরা সত্যই ধন্য হইয়াছি। মুছলমানরূপে পরিচিত জাতিটী স্বীয় আচরণ রূপে যাহাই গ্রহণ করিবে, তাহারই নাম হইবে নাকি ইছলাম! আর যাহারা দৈবাৎ মুছলমানের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই তাহাদের কার্যকলাপ নাকি কুফ্‌র বলিয়া আখ্যাত হইবে। পাক গণপরিষদ— কর্তৃক গৃহীত বিশ্ব-বিশ্রুত উদ্দেশ্য প্রস্তাবে ইছলামী জীবনাদর্শকে রাষ্ট্রের শাসন সৌকর্য্যে বরণ করার প্রতিশ্রুতি বিঘোষিত হওয়ায় আমাদের শাসন — গোষ্ঠির মধ্যে যাঁহাদের শিরঃপীড়া দেখা দিয়াছিল, ইছলামের এই তথাকথিত প্রগতিশীল নব ব্যাখ্যা, যাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল অতি সেকেলে — জাহেলী ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কিছুই নয়, আমাদের ভাগ্যবিধাতাগণের সেই শিরঃপীড়ার উপশম ঘটাইয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া পাকিস্তানের — প্রদর্শনীগুলিতে জুয়ার আড্ডা কন্‌ভেন্‌শনে পরিণত হইয়াছে। মহিলাগণের আব্রু ও হিজাবের আবরণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলার পবিত্র উদ্দেশ্যে সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভগিনী অপয়ারা — (A. P. W. A.) সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। — শিকাগোর সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় ন্যাংটীদের মজ্জিছের সৌষ্টববর্ধনের জন্য মিস্ পাকিস্তানও তশরীফ লইয়াগিয়াছেন। এই হাল ফ্যাসান ইছলামের বদওলতেই হিনার সংগে সংগে শরাবের আড্ডা ও কারখানাগুলিও পাকিস্তানে ইছলামী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করিয়া বসিয়াছে। পূর্বপাকিস্তানে দর্শনীয় শরাবের কারখানা বোধ হয় এই ধরণেরই একটী— ইছলামী প্রতিষ্ঠান! সমগ্র মহাদেশের ইহাই নাকি মদের বৃহত্তম ভাটি! সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে — প্রকাশ, মদের এই ইছলামী ভাটিতে হুইস্কী, ব্রাণ্ডী প্রভৃতি উচু দরের শরাব প্রস্তুত করার ব্যবস্থাও নাকি অচিরেই অবলম্বিত হইবে।

যে সকল রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার, তাহাদের পক্ষে ইছলাম বিরোধী তৎপরতা অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু ইছলামের নাম করিয়া ইছলামের মুখ ভেংগাইবার যে অপূর্বরীতি পৃথিবীর বৃহত্তম ইছলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে অবলম্বিত হইতেছে, সত্যই তাহার তুলনা নাই! এই প্রতারণার বিষময় ফলও ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে— সংহতি বিরোধী এবং রাষ্ট্রের প্রতিকূল নীতি এবং কার্যকলাপও এখন প্রকাশ্যে — প্রচারিত ও আচরিত হইতেছে। শুধু পাকিস্তানের বস্তুতান্ত্রিক সর্বনাশ ঘটাইয়াই স্বার্থসর্বস্ব মুনাফিকের দল ক্ষান্ত হইতেছেনা অধিকন্তু যে দুই জাতীয় আদর্শকে বুনিয়াদ করিয়া পাকিস্তানের দাবী উত্থিত হইয়াছিল, সেই আদর্শের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইতেছে, আজ পাকিস্তানী দৃষ্টিভংগী অনেকের কাছে উপহাসের সামগ্রীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে — ইছলামের সংগে সংগে উহার মূল্যমান এবং দৃষ্টিভংগী প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। পাকিস্তানের জন্ম-পরিগ্রহের মাত্র পঞ্চম বৎসরেই এই আদর্শ বিচ্যুতি, লক্ষশূন্য — রাজনৈতিকতা এবং ইছলামের প্রতি এই তীব্র রুচি বিকার কোন্ ভবিষ্যতের ইংগীত করিতেছে, মোহাম্মদ শাহ রঙীলার বংশধরেরা এখনও তাহা চিন্তা করিয়া দেখার অবসর পাইতেছেন না. কিন্তু তজ্জন্য স্বভাব ধর্ম "ফিতরতুল্লাহ"র অমোঘ বিধান নীরব হইয়া — থাকিবে কি?

শোক প্রকাশ,

ঢাকা ও রাজশাহী কলেজদ্বয়ের এবং মাদ্‌রাছায় আলীয়ার প্রফেসর ফখরুল মুহাদ্দিছীন মওলানা আবদুল বাকী ছাহেব অপ্রত্যাশিত ভাবে বিগত ৮ই মে তারীখে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ইন্‌তিকাল করিয়াছেন— ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন! তিনি বিদ্বান, গুণবান এবং দিনাজপুর জিলার গৌরব ছিলেন। অপরিপক্ক বয়সে তাঁহার এ মৃত্যু তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের পক্ষে যে অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছে তাহা আমরা আন্তরিক— ভাবে অনুভব করিতেছি এবং তজ্জন্য মরহুমের — আত্মীয় স্বজন বিশেষতঃ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মওলানা আবদুল আলী ছাহেবকে আমাদের অকপট সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org